গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১-২০১২

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

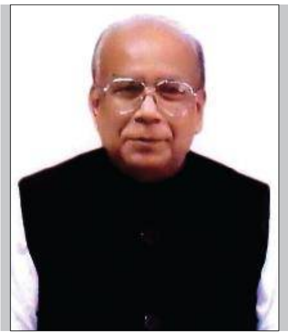

রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি.
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জীবন ও জীবিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন জমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যতে আরো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি.)

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বহুবিধ কাজের পরিচিতি তুলে ধরবে এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পানি সম্পদ অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বর্ষা মৌসুমে অতি আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে নিদারুন দুস্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের রূঢ় বাস্তবতা। বন্যা, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র্য বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। সরকারের পানি খাত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, হাওর রক্ষা প্রকল্পসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিংসহ গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নদী ভাঙ্গনরোধে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত ২২টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ৩০৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন নিশ্চিত করতঃ ভিশন ২০২১ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌছবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এমপি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি.
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩
সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
Email: brahmanbaria.3@parliament.gov.bd

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ যেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ট্রাস্ট যথা-ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়ারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, নদীতীর ভাঙ্গনরোধ, নদী শাসন ও ব্যবস্থাপনা, বন্যার আগাম পূর্বাভাস, উপকূলীয় বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা নিরসন প্রভৃতি কার্যক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নদী ব্যবস্থাপনা ছাড়াও কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম দেশে বর্ধিত ফসল উৎপাদনে অনন্য অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিষয়ে অবহিত রয়েছে। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ৩২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের অধিকাংশই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা ছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা এসেছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক অর্জন জনগণ তথা দেশবাসী জানতে সক্ষম হবে যা সরকারি কার্যক্রমের অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

সূচীপত্র

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির বাণী
মুখবন্ধ

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	**১-৮**
ভূমিকা	১
কর্মপরিধি	১
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	২
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন	২
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অর্গানোগ্রাম	৪
২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ণ ও উন্নয়ন) ও ব্যয়	৫-৮
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের বিবরণ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৫ (পাঁচ) টি অধীনস্থ সংস্থা এবং দুটি পাবলিক ট্রাস্ট কর্তৃক বর্তমান সরকারের অর্জিত বিগত ০৪ (চার) বছরের সাফল্য-চিত্র বিষয়ক প্রতিবেদন	**১১-৩৮**
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	২৩
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	২৪
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৫
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	২৬-৩৪
আইডব্লিউএম	৩৫
সিইজিআইএস	৩৬-৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	**৪৩-৮৩**
ভূমিকা	৪৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি	৪৩
জাতীয় পানি নীতির পটভূমি	৪৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০	৪৪
পরিচালনা পরিষদ	৪৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	৪৪
সাংগঠনিক কাঠামো	৪৫-৪৮
জনবল	৪৯
জনবল সুষমকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৯
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫০
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৫০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫০
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন	৫১
২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫১
২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম	৫১
২০১১-২০১২ উন্নয়ন বাজেটে সমাপ্তকৃত প্রকল্প	৫২
২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	৫৩

চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	৫৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম	৫৫
সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন	৫৫
নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম	৫৬
জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	৫৯
ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান কার্যক্রম	৫৯
জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬০
উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার	৬১
হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম	৬১
জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৬২
নদী শাসনে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম	৬৩
কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা	৬৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম	৬৫
২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি	৬৬
চলমান গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প	৬৮
ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প	৬৮
জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	৬৮
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম	৬৯
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৭০
ড্রেজার পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৭০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম	৭২
বিকল্প বিদ্যুতের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন	৭৩
জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম	৭৩
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ	৭৪
জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৭৪
জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম	৭৪
পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	৭৪
এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান	৭৪
উপসংহার	৭৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি	৭৯
চতুর্থ অধ্যায়	
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	**৮৭-১০১**
ভূমিকা	৮৭
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি	৮৭
জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপো প্রধান প্রধান দায়িত্বসমূহ	৮৭
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর অতিরিক্ত দায়িত্বসমূহ	৮৮
জনবল	৮৮
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮৮
২০১১-১২ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ	৮৯
স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৯৮
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৯৯
পঞ্চম অধ্যায়	
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	**১০৫-১১২**
ভূমিকা	১০৫
নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ (MANDATES)	১০৫

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	১০৬
পরিচালনা বোর্ড	১০৬
প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন	১০৬
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জনবলের বিবরণ	১০৬
পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১০৭
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর	১০৭
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর	১১১
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর	১১৩
দক্ষ জনবল তৈরি কার্যক্রম	১১৪
নগই'র সুবিধাদি	১১৪
প্রকাশনা	১১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	**১১৭-১২৪**
ভূমিকা	১১৭
গঠন ও জনবল	১১৭
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলি	১১৮
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	১১৮
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন	১২০
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা	১২০
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প	১২১
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প	১২১
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা	১২২
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা	১২২
উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহযোগিতা	১২৩
২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১২৪
অন্যান্য কার্যক্রম	১২৪
সপ্তম অধ্যায়	
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	**১২৭-১৩২**
ভূমিকা	১২৭
পরিচালনা বোর্ড	১২৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-পরিধি	১২৮
জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১২ প্রণয়ন	১২৮
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১২৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম	১২৯
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২৯
হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং হাওর ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেস উন্নয়ন প্রকল্প	১২৯
বর্ণি বাওর উন্নয়ন প্রকল্প	১৩০
হাওরে সৃষ্ট ঢেউ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প প্রস্তাব	১৩১
পরিবেশ অধিদপ্তরের দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব	১৩১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব	১৩২
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম	১৩২
বিবিধ	১৩২

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

অষ্টম অধ্যায়

ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)	**১৩৭-১৪৩**
ভূমিকা	১৩৭
আইডব্লিউএম এর জনবল	১৩৭
কাজের পরিসর	১৩৭
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা	১৩৮
বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা	১৪০
আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কতিপয় জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তালিকা	১৪০
মালয়েশিয়ায় আইডব্লিউএম শাখা অফিস উদ্বোধন	১৪১
উল্লেখযোগ্য গবেষণা সমীক্ষা	১৪১
কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১৪১
আইডব্লিউএম এর প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৪১
অন্যান্য সংস্থার প্রকৌশলী / কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৪১
আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ	১৪২
কতিপয় গুরুপূর্ণ প্রকল্পের চিত্র	১৪৩

নবম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	**১৪৭-১৫৭**
পটভূমি	১৪৭
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা	১৪৭
অধিক্ষেত্র	১৪৭
কাজের পরিসর	১৪৮
জনবল	১৪৮
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ	১৪৮
২০১১-২০১২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প	১৪৯
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৫২
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১৫৬
সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ	১৫৭

পরিশিষ্টঃ

পরিশিষ্ট-১	২০১১-২০১২ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১৫৯-১৭০
পরিশিষ্ট-২	২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১৭১-১৭৭
পরিশিষ্ট-৩	২০১১-১২ অর্থ বছরের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১৭৯-১৮৩
পরিশিষ্ট-৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা	১৮৫-১৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

শেখ আলতাফ আলী
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

২০১১-২০১২ অর্থবছরের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ইত্যাদি বিষয় সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত হলো। বর্তমান সরকারের বিগত চার বছরের সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও এর সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিচিত। এ মন্ত্রণালয়ের উপর পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫টি সংস্থা এবং ২টি ট্রাস্টের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, সেচ ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ মন্ত্রণালয় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি-কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, পাবনা সেচ প্রকল্প, মনু সেচ প্রকল্প, মেঘনা-ধনাগদা সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প এবং হাওর রক্ষা প্রকল্পসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। এর আওতায় মোট ৭৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত হয়েছে এবং সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর ৯৭.৫০ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুসারে ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীতে ২২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১৪.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। সিরাজগঞ্জ শহরের শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮.৫০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি নদীগর্ভ হতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় গড়াই নদীতে ৩০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন সংগৃহীত ড্রেজার দ্বারা বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে; যা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা দূরীকরণসহ সেচ ও কৃষিকাজের উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (সিইআইপি) ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজও সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকায় ১৩৯টি পোল্ডার ও নদীতীরে নির্মিত ১০৪৬৩ কিলোমিটার বাঁধ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যা ও লবণাক্ততা হতে রক্ষা করছে। এ যাবৎ ১০২০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি সমুদ্র হতে উদ্ধার ও বন্যামুক্ত করে বনায়ন, কৃষি ও বসতি স্থাপনের আওতায় আনা হয়েছে; যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১১২৯৮টি পরিবারের মধ্যে ১৫৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

মাস্টার প্লান প্রণয়ন হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি মাইলফলক। আগাম বন্যা, পাহাড়ী ঢল এবং ঢেউয়ের আঘাত হতে হাওরের ফসল ও জানমাল রক্ষার জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩.০০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর মডেল স্টাডির কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটি পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য গঙ্গা ব্যারেজের ভৌত মডেল স্টাডি সম্পন্ন করেছে। যৌথ নদী কমিশন সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানির যথাযথ বন্টন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ও বিদ্যুতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' পাস হয়েছে।

দেশের সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী/সাগর গর্ভ হতে ভূমি পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে; এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং উত্তরোত্তর আরো সাফল্য বয়ে আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
মে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

শেখ আলতাফ আলী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১১-২০১২

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (www.mowr.gov.bd)

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন, ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ও সেচ নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ:

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি, ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ের আইন কানুন
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন:

- পানির দুস্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুস্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ণ রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা;

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

পানি নীতির আলোকে "বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩" নবম জাতীয় সংসদে ১৭তম অধিবেশনে ২৮ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২রা মে ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সিনিয়র সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্ত/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম), এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) -এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সিনিয়র সচিব মন্ত্রণালয় ও উহার অধীনস্ত/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর ৩টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ ও (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১জন যুগ্ম-সচিব, ১জন উপসচিব ও ৩টি শাখায় ২জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়া, কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন প্রোগ্রামার ও একজন সিস্টেম এনালিস্ট কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে দু'জন যুগ্ম-সচিব ৩ জন উপ-সচিব এবং ৩ জন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে দু'জন উপপ্রধান ও ৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ৯১ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ২৭ টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ১৮ টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৩ টি করে পদ রয়েছে।

পদসৃজন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব এর ১টি, উপসচিব এর ১টি, সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিবের ১টি পদ, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তার ১টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটরের ১টি ও এম এল এস এস এর ৩টি পদসহ মোট ১০টি পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

পরিশিষ্ট-'ক'

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

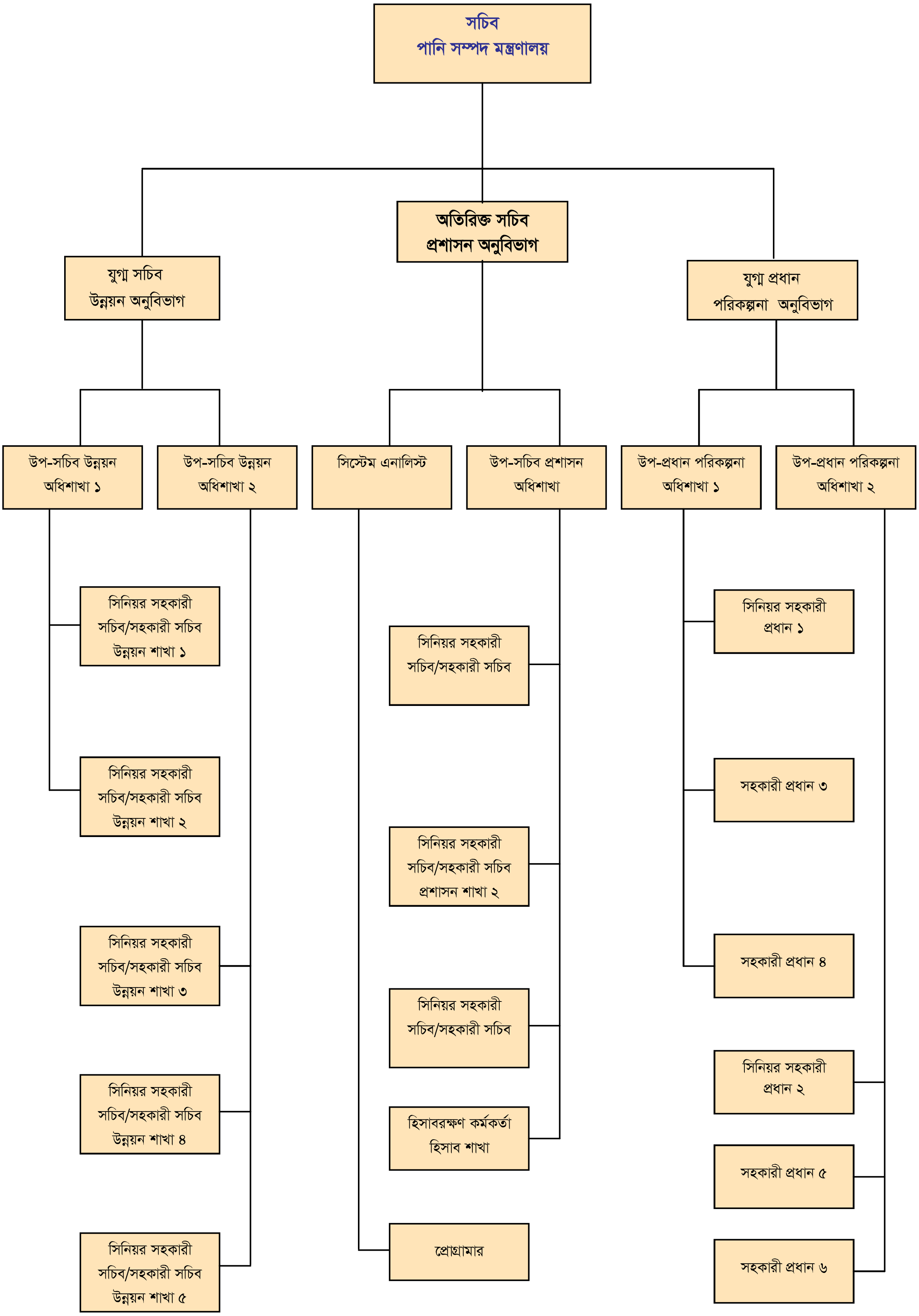

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ:

ক্রমিক সংখ্যা	পদবি	অনুমোদিত সংখ্যা	বর্তমান সংখ্যা ২০১১-২০১২	শূন্য পদ ২০১১-২০১২
১.	সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	১	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	১	১	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপসচিব	৩	৩	-
৬.	উপপ্রধান	২	২	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৭	২
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৮	১৮	-
১৩.	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৫	৮
১৪.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	২১	২
	মোট =	৯১	৭৭	১৪

২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১১-১২ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৬২৭,২৯	১৫৪৩৭৪.০০	৪১৬,০৫	১৪০৯৫১.২১	

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯২% ।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১।	৭৮তম এসিএডি কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	০৩-০৭-২০১১ হতে ১৮-০৮-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
২।	Procurement of Goods, Works and Services	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০১২ হতে ২৭-০৬-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
৩।	৮১তম এসিএডি কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	২৮-১১-২০১১ হতে ১১-০১-২০১২ পর্যন্ত	০১জন
৪।	Project Management & Public Procurement	জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী	১৪-০১-২০১২ হতে ০২-০২-২০১২ পর্যন্ত	১ জন
৫।	Procurement of Goods, Works and Services	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০৭-০৪-২০১২ হতে ২৫-০৪-২০১২ পর্যন্ত	০১জন
৬।	Basic Training Course on Poverty, Environment, Climate Change & Disaster Nexus	পরিকল্পনা কমিশন	২৭-০৫-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১২ পর্যন্ত	০১জন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
৭।	Training in Budgeting and Accounting System	ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)	০১-০৪-২০১২ হতে ১২-০৪-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
৮।	Project Management & Public Procurement	জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী	২৩-০২-২০১২ হতে ২৯-০২-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
৯।	Basic Training course	পরিকল্পনা কমিশন	২২-০৪-২০১২ হতে ২৬-০৪-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
১০।	২৩তম বুনিয়াদি নবায়ন কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	০৬-০৫-২০১২ হতে ১০-০৫-২০১২ পর্যন্ত	০২ জন
১১।	Project Management & Public Procurement	জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী	২০-১১-২০১২ হতে ২৪-১১-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
১২।	Basic Training course	পরিকল্পনা কমিশন	১১-১২-২০১১ হতে ১৫-১২-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
১৩।	৫০তম বুনিয়াদি কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	০১-০১-২০১২ হতে ২৯-০৪-২০১২ পর্যন্ত	০১জন
১৪।	৮২তম এসিএডি কোর্স	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	০৪-১২-২০১১ হতে ১৭-০১-২০১২ পর্যন্ত	০১জন
১৫।	Procurement of Goods, Works and Services	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২৮-০৪-২০১২ হতে ১৬-০৫-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
১৬।	Procurement of Goods, Works and Services	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২৮-০৪-২০১২ হতে ১৬-০৫-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
১৭।	ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্পিউটার কোর্স	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	এপ্রিল, ২০১২	০১ জন
১৮।	Procurement of Goods, Works and Services	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০১২ হতে ২৭-০৬-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
১৯।	Fiscal Economics and Management	অর্থ মন্ত্রণালয়	২৬-১২-২০১১ হতে ১৫-০৩-২০১২ পর্যন্ত	০১জন
২০	Basic Office Management Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৩-০৭-২০১১ হতে ২৮-০৭-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
২১।	Staff Development Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৭-০৮-২০১১ হতে ১১-০৮-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
২২।	Computer Literacy & English Language Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৪-১২-২০১১ হতে ২২-১২-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
২৩।	Staff Development Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২০-১১-২০১১ হতে ২৪-১১-২০১১ পর্যন্ত	০১ জন
২৪।	Basic Office Management Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১-০১-২০১২ হতে ২৬-০১-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন
২৫।	Staff Development Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৩-০৬-২০১২ হতে ০৭-০৬-২০১২ পর্যন্ত	০১ জন

২০১১-২০১২ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
1.	Visit the facilities and Inspect the ongoing production of the major component of 650 mm dischange pipe diameter Culture Suction Dredging by VOSTA LMG-Karnafuly Joint Venture Consortium Ltd.	Netherlands	20-09-2011 to 26-09-2011	01
2.	Visit People's Republic of China for the pre-shipment inspection of the dredgers and ancillary equipement before mobilization	China	25-09-2011 to 29-09-2011	01
3.	Training on Planning and Monitoring of Water Resources Projects	Netherlands	12-12-2011 to 22-12-2011	03
4.	Training on Management of Flood Control and Disaster Mitigation	Vietnam	19-12-2011 to 30-12-2011	01
5.	IWMI Field visit to India during 19-25 February, 2012	India	19-02-2012 to 25-02-2012	01
6.	51st Meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee on Sharing of the Ganges Water and Technical Level Meeting.	India	07-02-2012 to 11-02-2012	-
7.	Islamic Conference of Ministers Responsible for Water	Turkey	05-03-2012 to 06-03-2012	01
8.	6th World Water Forum Ministerial Conference	France	13-03-2012	01
9.	Climate Change Effect on Flood Estimates and Hydrologic Variables	India	05-03-2012 to 14-03-2012	01
10.	Training of Instiutional Development and Adoption of Change Management Initiated under Twinning Mission Arrangement	Netherlands	17-02-2012 to 05-03-2012	01
11.	Training & Study Tour under the Project of Water Management Improvement Project (WMIP)	Netherlands	28-05-2012 to 06-06-2012	02
12.	Effective Negotiation of Projects and Procurement	Austria	22-05-2012 to 25-05-2012	01
13.	Pre-shipment Inspection of Pump for Construction of	China	13-05-2012 to	01

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
	Additional Pump Station at Goranchatbari Project manufactured by KSB		19-05-2012	
14.	Integrated Water Resources Development Management with Participatory Management Including Advanced Application of Spatial Analysis Tools	Thailand	28-05-2012 to 08-06-2012	01
15.	Visit the manufactuing process of different integral component of Volvo Excavator an inspection of manufacturing facilities of Volovo CE under the Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging Project	Sweden and Germany	15-06-2012 to 21-06-2012	01
16.	Hydrological Analysis for Water Resources Planning and Management in Environmental Aspects	India	11-06-2012 to 20-06-2012	01
17.	Integrated Water Resources Development and Management with Participatory Management	Nepal	15-06-2012 to 24-06-2012	01
18.	Study tour to Australia as part of the Bangladesh Integrated Water Resources Assessment Project	Australia	14-04-2012 to 23-04-2012	01

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ ৫ (পাঁচ) টি সংস্থা এবং দুটি পাবলিক ট্রাস্ট কর্তৃক বর্তমান সরকারের অর্জিত বিগত ০৪ (চার) বছরের সাফল্য-চিত্র বিষয়ক প্রতিবেদন

দ্বিতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) টি অধীনস্থ সংস্থা এবং দুটি পাবলিক ট্রাস্ট কর্তৃক বর্তমান সরকারের অর্জিত বিগত ০৪ (চার) বছরের সাফল্য-চিত্র বিষয়ক প্রতিবেদনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

নদী মার্তৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেশের কৃষি, মৎস্য, শিল্প, নৌ-পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে পানির উপর নির্ভরশীল । পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও কোনক্রমে এর যথেচ্ছ ব্যবহারের অবকাশ নেই। একটি সীমিত সম্পদ বিবেচনায় সকলের প্রয়োজন মেটাতে পানির আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। এতুদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশ পানি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় হতে নবম জাতীয় সংসদে ১৭তম অধিবেশনে ২৮এপ্রিল ২০১৩খ্রিঃ তারিখে "বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩" অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২রা মে ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনে সর্বমোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এবং তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা, তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাহী কমিটি এবং তার দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা, চতুর্থ অধ্যায়ে পানি সম্পদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, পঞ্চম অধ্যায়ে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অপরাধ, দণ্ড ও বিচার এবং সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১.	**সেচ সম্প্রসারণ, খাদ্য উৎপাদনঃ** আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমি বাপাউবো প্রকল্প এলাকাধীন।	বিগত ৪ বছরে বাপাউবো কর্তৃক ৯টি সেচ, ৪০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন এবং ৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ মোট ৫৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে, বাপাউবো'র ১২টি বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পসহ (সেচ এলাকা ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর) মোট ৭৬৪টি সমাপ্ত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প'র প্রায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭.৫০ লক্ষ মে.টন (প্রকল্পপূর্ব এলাকার তুলনায়) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে ৪৬টি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	বাপাউবো কর্তৃক প্রায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধা প্রদান ও সহায়ক সুবিধা বৃদ্ধিসহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭.৫০ লক্ষ মে.টন (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে- যা ২০০৭-০৮ অর্থ-বছরে ছিল ৯২.০০ লক্ষ মেঃটঃ। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং আমদানী নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে।	-	চলমান প্রক্রিয়া
২.	**নদী ভাঙ্গনরোধ ও তীর সংরক্ষণ কাজ ঃ** সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, ২য় পর্যায়-এর আওতায় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ, সিলেট,	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, ২য় পর্যায়-এর আওতায় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর রক্ষার ব্যবস্থা নে'য়া হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, চাঁদপুর, ভোলা,	ক) নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন ফলে ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, হাটবাজার ইত্যাদি নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা হয়েছে।	ক) নদী তীর সংরক্ষণঃ ২৫৮.০০কিঃমিঃ	১০০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	ফরিদপুর, চাঁদপুর, ভোলা, বাগেরহাট, নরসিংদী ও পটুয়াখালী জেলা শহরসহ অনেক থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।	বাগেরহাট, নরসিংদী ও পটুয়াখালী জেলা শহরসহ অনেক থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, হাটবাজার নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের ভু-খন্ড রক্ষার্থে সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত নদী সমূহে ২৪.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ কাজ চলমান রয়েছে এবং এ কাজে রাজস্ব বাজেটে ১০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।	খ) সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত নদী সমূহে তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হলে বাংলাদেশ ভূ-খন্ড রক্ষা করা সম্ভব হবে।	খ) নদী তীর সংরক্ষণঃ ২৪.০০কিঃমিঃ	৭০%
৩.	**ড্রেজিং কার্যক্রম ঃ** **ক) ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে দেশের বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা পুনরুদ্ধারসহ নদী খনন প্রকল্প ঃ** নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর Dredging for River Restoration (MR-006 of NWMP) কার্যক্রমে পাউবোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহ (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর) ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১১৩-১৪)। উক্ত প্রকল্পে যমুনা নদীতে ২২ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এবং বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহে ড্রেজিং পরিকল্পনার উপর একটি নিবিড় সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	(ক) ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৩৩.৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় (ক) টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীনী বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে এবং (খ) সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যমুনা নদীতে ড্রেজিংকৃত ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে। (খ) এছাড়াও, বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহের ড্রেজিং পরিকল্পনার উপর সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম কর্মসূচিভুক্ত করা হবে।	ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে-যার সুফল ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন ডানতীর থেকে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যানেলে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে। ড্রেজিং স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ কিঃমিঃ এলাকার ভূমি পুনরুদ্ধার দৃশ্যমান হয়েছে।	টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীনী বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	(ক) ১০০% (খ) চলমান

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	খ) ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ (ক)"বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প" এর আওতায় (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংগৃহিত ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) ১১টি ড্রেজার (৭টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার, ৪টি ৫০০ মিঃমিঃ ড্রেজার), ৫টি Amphibian Excavator, ৩টি ১০০০ অশ্বশক্তির টাগ, ৩টি ৬০০ অশ্বশক্তির টাগ, ৬টি ৪৫০ অশ্বশক্তির টাগ, ২টি ১০০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন, ২টি ৫০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন, ৫টি ২০০ অশ্বশক্তির স্পিড বোট, ১০টি ডেকলোডিং বার্জ ইত্যদি সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে।	-	(ক) এ পর্যন্ত ৪টি ৬৫০ মিঃমিঃ, ২টি ৫০০ মিঃমিঃ এবং ৫টি Amphibian Excavator ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন, ২০১৩ এর মধ্যে ড্রেজার সরবরাহ পাওয়া যাবে।	২০%
	গ) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) ঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২.১৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পে ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ২ সেট ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তী বছর গুলোতে সংগৃহীত ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়াও, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ ও ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নে আগ্রহী হওয়ায় ECRRP প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।	(ক) নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১১৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গড়াই নদীর ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ২য় বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (খ) ড্রেজিং কাজের জন্য ২ সেট (প্রতি সেটে ১টি ড্রেজার, ১টি ওয়ার্ক বোট, ১টি হাউজ বোট, স্পেয়ার পার্টস, পাইপ লাইন ইত্যাদি এবং ২ সেটের জন্য ১টি টাগবোট) ড্রেজারের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ড্রেজার নির্মাণ কাজ চলছে, নভেম্বর, ২০১২ সালে ড্রেজার সরবরাহ সম্ভব হবে।	ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানিয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে গড়াই অববাহিকা এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। -	৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে। -	(ক) ১০০% (খ) ৯০%
	ঘ) বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পঃ ঢাকা মহানগীর চর্তুপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রায় ৯৪৪.০৯ কোটি	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১১ অর্থ-বছরে ৫.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪১.১৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের জন্য ৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তুরাগ নদীতে ৬.৯৫ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং করা হয়েছে।	কাজটি আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধিসহ পানির গুনগতমান উন্নয়ন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নৌযান চলাচলে সকল বাঁধা অপসারিত হবে।	তুরাগ নদীর ৬.৯৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য নদীর ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।	২.৪০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদী সমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নদীর পানি দূষণ সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।				
	ঙ) অন্যান্য ড্রেজিং	চন্দনা বারাশিয়া প্রকল্পাধীন এলাকার সেচ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ৯০.০০ কিঃমিঃ এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন হাকালুকি হাওর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য জুরী নদীর ১.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর খনন কাজ চলছে এবং কপোতাক্ষ নদের খনন কাজও শুরু হয়েছে।	সেচ সুবিধার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।	ক) চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন ৯০ কিঃমিঃ চলমান রয়েছে। খ) জুরী নদী খনন ১.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে।	৬০% ১০০%
৪.	**গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প ঃ** বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প "ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট" শিরোনামে ৪৫.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বর্তমান সরকার অনুমোদন করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমীক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের ব্যারেজ নির্মাণের নক্শা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ব্যারেজ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে।	-	৯০%
৫.	**জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ঃ** বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষার্থে এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে উপকূলীয়	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে অবশিষ্ট ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শেষে	প্রকল্পের কাজ আংশিক সম্পন্ন হওয়ায় লবণাক্ততা রোধ, নদী শাসন ও নদীখনন কাজে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।	৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২৬টি চলমান রয়েছে।	৪৩%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	এলাকায় জেগে ওঠা চরাঞ্চলে অন্যান্য পানি অবকাঠামোসহ পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ইত্যাদি।	২০০.০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।			
৬.	**প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ** ২০০৭ সালের দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচন্ড আঘাত হানে। ২০০৮-০৯ সালে বন্যা ও সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ, অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুনর্বাসন কাজ চলাকালীন অবস্থাতেই বিগত ২৫মে ২০০৯ তারিখে ঘূর্ণিঝড় 'আইলায়' উপকূলীয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামো সমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সমূহ বিদ্যমান নক্সা ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পুনর্বাসন ব্যয় নিরূপন করা হয় ৬০০.০০ কোটি টাকা।	(ক) বাপাউবো ঘূর্ণিঝড় অব্যবহিত পর পরই ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রাপ্ত ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ৩৩.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দে জরুরী ভিত্তিতে ব্রীচ ক্লোজিং, রিং বাঁধ ও স্লুইস/রেগুলেটরের গেইট মেরামত করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বোর্ডের অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ থেকে 'আইলায়' ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় বিভিন্ন পোল্ডারের অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোসমুহ ৮৫.৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। (খ) বিদ্যমান ৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম এরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ইডিডিআরপি ও ইসিআরআরপি প্রকল্পভূক্ত পোল্ডারসমূহ এর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তার ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের অবশিষ্ট কাজের জরুরী মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (গ) "উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পে অধীনে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকার ১টি প্রকল্প ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ঘ) সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৩৩৯.২৪ কোটি টাকা ডিপিপি ব্যয়ে ECRRP প্রকল্প গ্রহণ করা হয় (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ বছর মেয়াদে)। উক্ত প্রকল্পে আওতায় উপকূলীয়	(ক) জরুরী ভিত্তিতে ব্রীচ ক্লোজিং, রিং বাঁধ ও স্লুইস/রেগুলেটরের মেরামত করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ করে বিদ্যমান ফসলাদি ও জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। (খ) উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ হয়েছে। (গ) অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ঘ) অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার ১৯টি পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বর্ণিত এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মানের (অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	(ক) সিডর ও আইলায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের অবকাঠামো জরুরী মেরামত করা হয়। (খ) বাঁধ নির্মাণ ঃ ১২২ কিঃমিঃ স্লুইস পুনঃনির্মাণ/মেরামতঃ ২২টি প্রতিরক্ষা কাজঃ ৩.০০কিঃমিঃ (গ) ২০টি ক্লোজার, ৫৪.০০ কিঃমিঃ রিং বাঁধ, ৫০.০০ কিঃমিঃ বিকল্পবাঁধ, ১৮৪.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ৭টি পানি অবকাঠামো নির্মাণ, ২০টি মেরামত ও ২.২০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (ঘ) নতুন বাঁধ- ১.৩০ কিঃমি, বাঁধ মেরামত ১৮৪.৩৮ কিঃমিঃ, পানি অবকাঠামো নির্মাণ- ৩১টি, মেরামত ২৫টি ও নদীতীর সংরক্ষণ- ০.৭০ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে।	(ক) ১০০% (খ) ১০০% (গ) ৬০% (ঘ) ২৫%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
		৩টি জেলার (পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর) মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ৩০ পোল্ডারের (বাঁধ: নতুন ৫১.০৬ কিঃমিঃ ও মেরামত ৪২৮.৮৭ কিঃমিঃ, জল অবকাঠামো: নতুন ১৪৬টি ও মেরামত ১৬২টি এবং নদীতীর সংরক্ষণ: ৩.৩০ কিঃমিঃ) পূর্নবাসন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও, উক্ত প্রকল্পে আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ১৩৯টি পোল্ডারের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য Coastal Embankment Improvement Programme শীর্ষক সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম কর্মসূচিভুক্ত করা হবে।			
৭.	**উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার ঃ** সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ”চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩” (সিডিএসপি-৩) সম্পন্ন করা হয়। সিডিএসপি-৩ সফলতার ধারাবাহিকায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ”চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪” কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।	ক) সিডিএসপি প্রকল্প (ফেজ-১, ২ ও ৩) বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত ১০২০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ”চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩” এর মাধ্যমে তথায় ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সিডিএসপি-৩ এর আওতায় ৬,৫০০ হেক্টর এলাকায় সরাসরি সুবিধা এবং ৬৫,০০০ হেক্টর এলাকায় প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বর্ণিত উপকৃত এলাকার ১১,২৯৮ টি পরিবারের জন্য ১৫,৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে চর এলাকার স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ১০ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠনের মাধ্যমে খাল পুনর্খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। খ) সিডিএসপি-৩ এর ধারাবাহিকতায় ২৭৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ”চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪” এর আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকায় জীবন যাত্রার মান	ক) নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিহীন ১১,২৯৮ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং বর্ণিত এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। খ) নোয়াখালী জেলার সদর ও হাতিয়া উপজেলাধীন সিডিএসপি-৪ প্রকল্প ভুক্ত চর এলাকায় জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামোগত বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে।	ক) বাঁধ নির্মাণ ঃ ২১.৮৭ কি:মি: স্লুইস নির্মাণ ঃ ৩টি নদী পুনর্খনন ঃ ১০.০০কি:মি: খাল পুনর্খনন ঃ ৪৪.৬৫ কি:মি: খ) বাঁধ নির্মাণ ঃ ৩৩.৫৫৫ কি:মি:(আংশিক) খাল পুনর্খনন ঃ ২৫.৯৫ কি:মি:	ক) ১০০% খ) ১৫%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
		উন্নয়ন কল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। ইতোমধ্যে ১৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডগএ) গঠন করে সিডিএসপি-৩ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে ২৫.৯৫ কি:মি: নিস্কাশন খাল পুনর্খনন কাজ করা হয়েছে এবং সিডিএসপি-৪ এলাকায় নতুন ৩৩.৫৫৫ কি:মি: (আংশিক) বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।			
৮.	**বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। ওয়েব সাইটেও বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া ব্রক্ষপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ব্রম্মপুত্র নদের উজানের বন্যাকালীন তথ্য-উপাত্ত সরাবরাহ করে আসছে। উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুলিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস ৫ (পাঁচ) দিনে উন্নীত করা সহ বন্যা বার্তা জনগণের নিকট দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্দ্যোগে ২০১০ সাল হতে গঙ্গা এবং ব্রক্ষপুত্র অববাহিকার উজানের বর্ষা মৌসুমে পানি সমতল তথ্য প্রতিদিন ভারত থেকে পাওয়া যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে বাংলায় ও ইংরেজিতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের জনগণ টেলিটক মোবাইল হতে ১০৯৪১ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জ্বলোচ্ছাস পূর্বাভাস শুনতে পারেন।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। বন্যা ও সতর্কীকরণ পূর্বাভাস আধুনিকীকরণে এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জান মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।		চলমান প্রক্রিয়া
৯.	**জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ** **ক) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেঃ "সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)"** দেশের পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে "জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯", "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশকা-২০০০" এবং "বাপাউবো আইন-	ইপসাম প্রকল্পের মোট ব্যয় হয় ১০৬৬৩.৫৪ লক্ষ টাকা। ইপসাম বাস্তবায়িত হয়েছে বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের উপকূলীয় ৯টি পোল্ডারে (নং ২২, ২৯, ৩০, ৪৩/২এ, ৪৩/২বি, ৪৩/২ডি ৪৩/২ই, ৪৩/২এফ ও ৪৩/১এ)। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রচলনের জন্য ২৫২টি পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) প্রতিষ্ঠা। পানি ব্যবস্থাপনা	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পন্থায় মালিকানাবোধ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন/ অংশগ্রহণ (৩৪%) নিশ্চিত করে পোল্ডারের পানি অবকাঠামো পুনর্বাসনের দ্বারা এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি	বিকল্প বাঁধঃ ৭ কি:মি, বাঁধ মেরামতঃ ২৯৩.০০ কি:মি: স্লুইস নির্মাণঃ ১৬ টি গেটসহ স্লুইস মেরামতঃ৬৪টি সেচ ইনলেট নির্মাণঃ ২০২ টি সেচ ইনলেট মেরামতঃ ৪০ টি নিস্কাশন আউটলেটঃ ২০ টি খাল পুনর্খননঃ ২৪২.০০ কি:মি: পুকুর খননঃ ৩টি	১০০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	২০০০" এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস যৌথ উদ্দোগে ইপসাম কর্মসূচি গ্রহণ করে জুন, ২০১১ তে শেষ হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল মালিকানাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে বহু পেশাভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কাজে উচ্চমান বজায় রাখা, পরিচালন এবং রক্ষণাবেণের দায়িত্ব পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা যাতে নির্মিত পানি ব্যস্থাপনা পদ্ধতি ও কাঠামোতে স্থানীয় পর্যায়ের উপকারভোগীগন মালিকানায় অংশীদারিত্ব অনুভব করে। এছাড়াও, ৯৮,৩০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্টিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো'র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানে মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।	সংগঠনের ২৩,৫০৪ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান-এর ৪০% মহিলা। ৪৫,৭৯৩ হেক্টর এলাকা লবণাক্ততা রোধ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের আওতাভূক্ত হয়েছে।	সাধিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদন প্রায় ২৭% এবং জনসাধারণের গড় আয় প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, পরিবেশের অবক্ষয় বা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এমন বিষয় পরিহারের জন্য টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রচলন করা হয়েছে। বাপাউবো'র ব্যবহারের জন্য একটি প্রয়োগযোগ্য, টেকসই এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।		
১০.	খ) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তাপুষ্ট "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" (WAIWRPMP)।	চার বছরে প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৭.৪০ কোটি টাকা। ১,০০,০০০ হেঃ এলাকাব্যপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ১৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন/সেচ উপ-প্রকল্পের অংশিদারীত্বমূলক	১০২টি Water Management Group (WMG), ১১টি Water Management Association (WMA), দুইটি এড হক Joint Manage-ment Committee (JMC) এবং	বাঁধ নির্মাণ/ পুনরাকৃতিকরণ-৩৪.৬৬ কিঃ মিঃ খাল খনন-৩৫৫ কিঃ মিঃ রেগুলেটর মেরামত/রেগুলেটর নির্মাণ-১৮টি চেক স্ট্রাকচার/ কালর্ভার্ট/ ফুট ব্রীজ-৪২টি (এর মধ্যে	৭৭%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪.০৬ কোটি টাকা। দেশের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে "জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯", "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০০০" এবং "বাপাউবো আইন-২০০০" এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (খ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (গ) সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি। (ঘ) খুলনা সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন।	(Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকারিতা/দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, আইলা-২০০৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের (পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২) ভৌত অবকাঠামো সমূহ মেরামত/নির্মাণ করে ৭৪,৮০০ হেঃ এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১,৭৪,৮০০ হেঃ এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা হয়েছে।	অস্থায়ী ১৪০টি Landless Contracting Society (L.C.S) গঠন করা হয়েছে। 102টি WMG Co-operative Department কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে গঠিত L.C.S এর মাধ্যমে ছোট ছোট মাটির কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে । মানব দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উপকার-ভোগী কৃষক/WMG/ WMA সদস্যদের আধুনিক চাষাবাদে, মৎস্য চাষ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে। উতোমধ্যে ৩৫০ ব্যাচ উপকারভোগী এবং ৫০ ব্যাচ ষ্টাফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারে প্রণোদনামূলক হাতে নাতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে FFS [(Field Farmers School) (Agriculture)] এবং FSF (Field School of Fishery) গঠন করা হয়েছে। অদ্যবধি ১৬টি কৃষি বিষয়ক ডেমোনেস্ট্রেশন প্লট এবং ১২টি পুকুরে ডেমোনেস্ট্রেশনমূলক মৎস্য চাষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়াও ৪৫টি কৃষি বিষয়ক উচ্চ ফলনশীল ডেমোনেস্ট্রেশন প্লটে প্রণোদনামূলক কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ২টি মাছের অভয়াশ্রম ও ৪টি খালের ভিতর মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ১৩টি FFS (Fisheries) পাঠদান সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩২টি FFS (Fisheries) এর কার্যক্রম চলছে। ৩০টি FSF (Agriculture) এর পাঠদান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০টি FSF (Agriculture) এর কার্যক্রম চলছে।	কালভার্ট/ফুট ব্রীজ নতুন কার্যক্রম) ইনলেট-আউটলেট ষ্ট্রাকচার - ১৪টি নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৮৪ কিঃমিঃ, ঘুর্নিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং-৫,১৫,৩১ ও ৩২ এর পুনর্বাসন Water Management Group (WMG)/ Water Management Organization (WMO) অফিস নির্মাণ -২৫টি	
	গ) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পটি (ওয়ামিপ) সমগ্র বাংলাদেশে সম্পাদিত ২০০টি স্কীমের মধ্যে ১০২টি স্কীমের সিস্টেম ইমপ্রভমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রান্সফার ও ৯৮টি	৯৮২২৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ১৬৩৫০০ হেক্টর এলাকা বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদ বৃদ্ধিসহ নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া,	হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (রেগুলেটর/স্লুইস) ৬১টি; বাঁধ নির্মাণ ৪.৯৭ কিঃমিঃ; বাঁধ মেরামত ৩৬৬.০০ কিঃমিঃ; নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	৩৩.৮৬%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	স্কীমে পুনর্বাসনকল্পে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্রের সকল স্তরে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) বর্ধিত ভূমিকা রেখে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সমগ্র দেশের পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো'র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়ন। এছাড়া, প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট অভিষ্ট গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিজেদের আত্মতোষনের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধন।	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো'র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানে মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মধ্যে মোট ৫০২ জন এবং বিদেশে মোট ১০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে বাপাউবো ও সংশ্লিষ্টদের কর্মদক্ষতা ও কাজে গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।	১২.০০ কিঃমিঃ; সেচ খাল খনন ৪.২০ কিঃমিঃ।	
১১.	**জলাবদ্ধতা দূরীকরণ** যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথা-যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং কেশবপুর উপজেলা সমূহে তথা ভবদহ এলাকার ২৭টি বিলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ৭৩,৪০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পদ্মা নদীর প্রবাহ হ্রাস ও পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী সমুহে উজানের প্রবাহ (Upland Flow) শুন্যের কোঠায় নেমে আসায় নদীসমুহ শুকিয়ে যায় এবং সাগরের জোয়ারের সাথে আসা পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। ফলে বর্ষার পানি নিষ্কাশন হতে না পারায় বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদি জলাবদ্ধাতা সৃষ্টি হতে থাকে। এ সমস্যা ভবদহ এলাকায় মারাত্মক আকার ধারণ করে জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে যা ২০০5-০৬ সালে দেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং কৃষি, শিক্ষা,	৬৯৫৮.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি অদ্যাবধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে (বাস্তব অগ্রগতি ৯২%) যশোর জেলাধীন যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার ২৭টি বিলের ব্যাপক জলাবদ্ধতা বহুলাংশে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এ পর্যন্ত ০.৭৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা ও জলাবদ্ধতা মুক্ত এবং ০.৪০ লক্ষ হেক্টর জমির কৃষি ও মৎস্য চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত ২.৪০ লক্ষ মেঃটঃ ধান ও ০.৩৪ লক্ষ মেঃটঃ মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, যা বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০০০.০০ কোটি টাকা।	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে এবং বিল খুকশিয়ায় এঞ্জগ চালু রাখায় ভবদহ সহ সংলগ্ন এলাকাকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভবদহ এলাকায় বর্তমানে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন হচ্ছে। বিগত চার বছর থেকে (২০০৮ থেকে) জনগন প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পেয়ে আসছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ০.৭৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা ও জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে এবং মোট ০.৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকা কৃষি ও ০.২০ লক্ষ হেঃ এলাকা মৎস্য চাষের আওতায় এসেছে এবং প্রায় ২.৪০ লক্ষ মেঃ টন ধান ও ০.৩৪ লক্ষ মেঃ টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৯৪২.০০ কোটি টাকা।	নদী পুনর্খনন ৭৩.০০ কিঃমিঃ; বাঁধ নির্মাণ ৩২.০০ কিঃমিঃ; ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ ৭টি; স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ ১১টি; পাঁকা রাস্তা নির্মাণ ১১.৫০ কিঃমিঃ।	৯২%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
	স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যায় পরিগনিত হয়। মারাত্মক এ সমস্যা থেকে ভবদহ এলাকাকে রক্ষার জন্য এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে (Sustainable drainage improvement) জলাবদ্ধাতা সমস্যা দূরীভূত করার জন্য বিল খুকশিয়ায় Tidal River Management (TRM) বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশেই এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে যা প্রয়োগ করে শতভাগ সফলতা পাওয়া গেছে।				
১২.	**হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নঃ** দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। (ক) আগাম বন্যা কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য বাপাউবো প্রতি বছর স্বাভাবিক বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। (খ) হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪) এবং ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) নামে ২টি প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। হাওড় সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এই হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। (ক) বাপাউবো কর্তৃক হাওড়ে ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে স্বাবাবিক মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ফলে প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (খ) প্রকল্প ২টির আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাওরের বাঁধ উঁচুকরণ, বিভিন্ন পানি অবকাঠামো নির্মাণ, নদ-নদী ড্রেজিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	(ক) হাওর বেষ্টিত এলাকায় প্রতিবছর বিভিন্ন অবকাঠামোসহ বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের ফলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলার ২.৯০ লক্ষ হেক্টর এলাকার বরো ফসল রক্ষা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিবছর হাওরের প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ মেঃটঃ বরো ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাচ্ছে- যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২০০০.০০ কোটি টাকা। (খ) প্রকল্প ২টি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সমগ্র হাওর এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।	(ক) ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ। (খ) প্রকল্পের আওতায় ১০টি লংবুম এস্কাভেটর ক্রয়, ১৬০.০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ পুর্ণবাসন ও উচুকরণ এবং ৪টি পানি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে	(ক) ১০০% (খ) ৫%
১৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।	বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহনের পর সার্বক্ষনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে বোর্ডের Central GIS Cell, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার,	Electronic Government Procurement (eGP) চালুর মাধ্যমে বাপাউবো'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে বোর্ডের Central GIS Cell, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের ১২টি	চলমান প্রক্রিয়া

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
		নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) এবং GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।	জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে ক্রয় ও মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে অধিকতর গতিশীল ও সমৃদ্ধ করায় বোর্ডের কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে এবং কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচেছ।	ভবনের প্রায় ৫৫০টি কম্পিউটারকে একই নেট-ওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) এবং GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশব্যপী ৭৭টি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে বর্তমানে ই-টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দরপত্র দাখিলের জন্য ১৫টি টেন্ডার ইতোমধ্যে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপনের আরও আধুনিকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১.	উপাত্ত হালনাগাদকরণ	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এবং 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (ICRD)' এ যথাক্রমে ১৩২ ও ৩০টি ডিজিটাল উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়।	**জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডারের উন্নয়ন সাধন।**	-	উপাত্ত হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।
২.	উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন।	২৫৭০টি GCP সংগ্রহ করা হয়।	-	-	১০০%
৩.	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)	৩৫টি সংস্থাকে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।		১০টি কম্পিউটার ও ১টি সার্ভার	ওয়ারপোর নিয়মিত ও চলমান কাজ।
৪.	ঢাকা ও এর আশে পাশে জলাভূমির বিস্তৃতি হ্রাসের পরিমাণ, কারণ এবং প্রভাব নিরুপন।	১টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।			১০০%
৫.	খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১২ (Draft Bangladesh Water Act 2012) (প্রস্তাবিত) প্রণয়নকরণ।		পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।		৮০%

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১.	মাস্টার প্লান ও ডাটাবেজ তৈরী প্রকল্প	৭৯৩.০০ লক্ষ টাকা		-	১০০%
২.	বর্ণিবাওর উন্নয়ন প্রকল্প	৫৩৫৭.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়		আংশিক	১০%
৩.	প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ	৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়		আংশিক	৫০%
৪.	সুনামগঞ্জে আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ	১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়		আংশিক	৮০%
৫.	কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ	৩৫.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়		সমাপ্ত	১০০%

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিবরণ	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১.	পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য পদ্মা ব্রীজ মডেল স্টাডির কাজ সম্পাদন	২৩০ লক্ষ টাকা	-	-	১০০%
২.	ড. ওয়াজেদ মিঞা রোডওয়ে ব্রীজ এলাকার গাণিতিক মডেল ষ্টাডির কাজ সম্পাদন	১৫ লক্ষ টাকা	-	-	১০০%
৩.	গঙ্গা নদীর উপর নির্মিতব্য গঙ্গা ব্যারেজ মডেল ষ্টাডির কাজ চলমান	৩৮৪ লক্ষ টাকা	-	-	৭৫%
৪.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনা, কংক্রিট ও উপকরণ সামগ্রী এবং পলল ও পানির নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় যা জাতীয়ভাবে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের নকশা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কাজে ব্যবহার করা হয়।	২২৪০২ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১০০%
৫.	Execution of a project for the River Bank erosion protection entitled "Research on the Effect of Bandalling on River Flow & Morphology." (Phase-2). প্রকল্পটি বিগত ৩০/০৬/২০১২খ্রিঃ তারিখ সমাপ্ত করা হয়েছে।	৮৪.৯৪ লক্ষ টাকা	(ক) বর্ণিত বাঁশের বান্ডেলগুলো সক্রিয় ভাবে নদীর তীর ভাঁঙ্গা রোধে সক্ষম (সীমিত এলাকা) যা আইইবি তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন দক্ষ কারিগরী ফোরামে সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামে যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। (খ) বাঁশের হালকা কাঠামো যা পরিবেশ বান্ধব হয়ে কাজ করতে পারে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে এ ব্যাপারে আরও গবেষণা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।	প্রযোজ্য নয়	১০০%

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১।	তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি			গত জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের ২৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর পানি প্রবাহ নিয়ে দু'দেশের জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে জরুরী ভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় তাঁদের পানি সম্পদ মন্ত্রীগণকে ২০১০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ১৭-২০ মার্চ, ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের আন্তরিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ পক্ষ সমতা, ন্যায়ানুগতা ও পারস্পরিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে ১৫ বছরের জন্য তিস্তা নদীর একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির খসড়া উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে ভারতীয় পক্ষ যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে "Statement of the Principles of the Sharing of the Teesta waters during dry season (October-April)" দাখিল করে । কমিশন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালীন সময়ে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে প্রতিফলিত অভিপ্রায় অনুযায়ী দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়কে অতিশীঘ্র তিস্তা নদীর একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি সম্পাদন করার লক্ষ্যে দু'দেশ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework এ দু'পক্ষ সম্মত হয়। গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।	সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিকট ভবিষ্যতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
২।	ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি			যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ ফেণী নদী থেকে খাবার পানি ও মাইনর লিফট ইরিগেশনের জন্য পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের স্কীম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।	ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি নিকট ভবিষ্যতে

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				আগষ্ট, ২০০৭ মাসে অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের সাবরুম শহরের জনগণের জন্য ১.৮২ কিউসেক খাবার পানি এবং মাইনর লিফট ইরিগেশনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ৩০ কিউসেকের অতিরিক্ত আরও ৩০ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে। এ প্রেক্ষিতে ভারত দীর্ঘমেয়াদী বণ্টন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয় দেশ কর্তৃক সর্বোচ্চ ৬০ কিউসেক করে পানি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে। জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে ভারত কর্তৃক ফেণী নদী হতে সাবরুম শহরে খাবার পানি সরবরাহ স্কীমের জন্য ১.৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়। এ ছাড়া বৈঠকে ফেণী নদী হতে দু'দেশ কর্তৃক মাইনর লিফট ইরিগেশন স্কীমের জন্য পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে দু'পক্ষ সম্মত হয়। যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে কমিশন এ মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে যে, ভারতের সাবরুম শহরের জনগণের খাবার পানি সরবরাহের জন্য ফেণী নদী হতে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের বিষয়ে জানুয়ারি, ২০১০ মাসে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফেণী নদী হতে মাইনর লিফট ইরিগেশনের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি ঋৎধসবড়িৎশ এ দু'পক্ষ সম্মত হয়। গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
৩।	অন্যান্য অভিন্ন নদীর (মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার) পানি বণ্টন সংক্রান্ত			জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের ২৭নং অনুচ্ছেদে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়েও আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে কমিশন অবগত হয় যে, জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ মনু, মুহুরী, খোয়াই,	সরকার পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের ফর্মূলা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বন্টন ফর্মূলা প্রণয়নের জন্য work plan ভারতীয় পক্ষের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেছে। কমিশন work plan চূড়ান্তপূর্বক পানি বন্টনের ফর্মূলা উপস্থাপনের জন্য দু'সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করে। গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বন্টনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের প্রস্তাব আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ০৭ মে, ২০১১ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারসহ পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বন্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব পর্যায় ও কারিগরী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন। গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় ও ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সংগ্রহ করা হয়েছে যা যাচাইয়ের পর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৪।	১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির বাস্তবায়ন ও শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি (Augmentation) সংক্রান্ত।			১৯৯৬ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে শুকনো মৌসুমে (প্রতি বছর ১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদী একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও বাংলাদেশ ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর শুকনো মৌসুমের ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে	চুক্তি অনুযায়ী বিগত চার বছরে ফারাক্কায় দু'দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন করা হয়েছে। গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				সময়কালে ফারাক্কায় পানি বণ্টন করছে। উক্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ প্রতি বছর শুকনো মৌসুমের সংকটকালীন সময়ে ৩টি ১০ দিনে যথাক্রমে-১১-২০ মার্চ, ০১-১০ এপ্রিল এবং ২১-৩০ এপ্রিল গ্যারান্টি যুক্ত ৩৫০০০ কিউসেক পানি পাচ্ছে। মার্চ, ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে গঙ্গা নদীর চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে বাংলাদেশ পক্ষ গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপালে জলাধার নির্মাণ বিষয়ে নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব করে এবং প্রথম পর্যায়ে সপ্তকোসি ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব করে। নেপালের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ভারতীয় পক্ষ অভিমত প্রকাশ করে যে, যৌথ নদী কমিশন যেহেতু দ্বিপাক্ষিক ফোরাম তাই যৌথ নদী কমিশনের বাইরে আলাদাভাবে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এর নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গত ২১-২৩ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে নেপাল সফর করেন। উক্ত সফরের সময় নেপাল সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে উভয়পক্ষ একমত হয় যে, নেপালে পানি সম্পদ ও জলবিদ্যুৎ উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে যা আহরণ করে অত্র এলাকার দেশসমূহ লাভবান হতে পারে। উল্লেখ্য, গত ২৬-২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৫ম বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয় যে, বর্ষাকালে নেপালে প্রবাহিত বিপুল পানি সম্পদ নেপালের বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় জলাধার নির্মাণ করে জমা রাখলে তা একদিকে নিম্ন অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ প্রশমন করবে এবং অন্যদিকে শুকনো মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধি করবে ও প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হবে। বৈঠকে নেপালী পক্ষ জানায় যে, নেপাল বর্তমানে তার পানি সম্পদ আহরণে নেপালে অবস্থিত গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীতে অন্যান্য option এর মধ্যে জলাধার নির্মাণের বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ নেপালের কর্ণালী, গন্ধকী এবং কোসী নদীর অববাহিকাসহ গঙ্গার অন্যান্য উপনদীর অববাহিকায় নির্মিতব্য প্রকল্পসমূহে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। নেপালী পক্ষ বাংলাদেশ পক্ষের এহেন যৌথ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রস্তাব নেপাল সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে বলে সম্মত হয়।	নেপালের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে।
৫।	**অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ**			বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদী রয়েছে। এ সকল নদী প্রায়শই ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। উভয় দেশ পূর্ব হতে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অভিন্ন/সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ করে আসছিল।	বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				কিন্তু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৮টি নদীর (মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, পুনর্ভবা, কুলিক, আত্রাই, ধলাই ও ফেণী) ২৮টি স্থানে তীর সংরক্ষণমূলক কাজ শুরু করলে ভারতীয় বিএসএফ এর বাধার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রাইফেল্স এর বাধার কারণে উক্ত সময়ে ভারত কর্তৃক গৃহীত ৬টি নদীর (মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, পুনর্ভবা, আত্রাই ও ফেণী) ৩৮টি পয়েন্টে তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু’পক্ষ একমত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.ন. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৭-২০ মার্চ, ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে, জানুয়ারি, ২০১০ মাসে সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১০ মাসে অনুষ্ঠিত কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষাপূর্বক তিন বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। তিন বছরে বাংলাদেশের মোট ১৭ টি নদীর ৫০টি সাইটে এবং ভারতের মোট ১১ নদীর ৫০টি সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত মে, ২০১১ মাসে কলকাতায় কারিগরী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উভয় দেশের সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ইতোপূর্বে বিনিময়কৃত সাইটের অতিরিক্ত ৩টি নদীর (পূনর্ভবা, করতোয়া এবং নাগর) ১০টি স্থানের এবং ভারতীয় পক্ষ ৪টি নদীর (মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই এবং টাঙ্গন) ৮টি স্থানের তীর সংরক্ষণমূলক কাজের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করে। উল্লেখ্য, দু’দেশ ইতোমধ্যে কয়েকটি নদীর বিভিন্ন সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করেছে এবং অবশিষ্ট নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ আসন্ন শুকনো মৌসুমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	বছরে কয়েকটি নদীর বিভিন্ন সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করেছে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অন্যান্য নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে কোলকাতায় কারিগরী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উভয় দেশের সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। দু'দেশ কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের তালিকা বিনিময় করা হয়। বৈঠকে দু'দেশের নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া ভবিষ্যতে নুতন সাইটের নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ স্থানীয় পর্যায় কমিটি (প্রধান প্রকৌশলী পর্যায়ে) কর্তৃক জরিপপূর্বক বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৬।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত সহযোগীতা সম্প্রসারণ			১৯৭২ সাল থেকে বিদ্যমান ব্যবস্থার আওতায় কয়েকটি অভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (বৃষ্টিপাত, পানি সমতল ও পানি প্রবাহ) ভারত প্রতিবছর ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে। যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা পূর্বাভাসের আগাম সময় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন অভিন্ন নদীর ভারতে অবস্থিত আরো উজানের বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কার ৭৮ কিঃমিঃ উজানের সাহিবগঞ্জ স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বিরতিহীনভাবে বাংলাদেশকে সরবরাহের সম্মতি প্রদান করে যাতে করে বাংলাদেশ বর্তমান সময় থেকে তার বন্যা পূর্বাভাস এর আগাম সময় প্রায় আরো ১৬ ঘন্টা বর্ধিত করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে।	বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে।
৭।	বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন এলাকায় ইছামতি নদীর ড্রেজিং			ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর প্রায় ২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য জুড়ে ইছামতি নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের বিষয়ে গত ০৪-০৫ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দু'পক্ষ সম্মত হয়।	২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু হয় এবং

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারেও ইছামতি নদীর ড্রেজিং এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	জুন, ২০১১ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
৮।	বরাক/মেঘনা নদীর উজানে ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণ			বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। তবে, ড্যাম নির্মাণ কাজ অদ্যাবধি শুরু হয়নি বলে জানা গেছে। জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের কি সুবিধা হবে এবং এর কি প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে তা নিরূপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃআশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ১৭-২০ মার্চ, ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের ৩৭ তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম একটি জল বিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না এবং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ভারত পুনঃআশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। সেপ্টেম্বর, ২০১০ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।	যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনা করে টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিন যাবত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ (বহুমুখী) প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে এর প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মে, ২০১২ সময়ে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশন (JCC) এর প্রথম সভায় উভয় পক্ষ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনে উপ-দল গঠনে একমত পোষণ করে এবং গঠিত উপ-দল টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সকল দিক পর্যালোচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যৌথ নদী কমিশনের অধীনে যৌথ সমীক্ষার নিমিত্ত বাংলাদেশ ও ভারত সরকার নিজ নিজ উপ-দল গঠন করেছে। আগস্ট, ২০১২ মাসে উপ-দলের প্রথম বৈঠকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব নিরুপনের নিমিত্ত যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে একটি কার্য পরিধি চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট এর পাঁচটি ভলিউম বাংলাদেশ পক্ষকে হস্তান্তর করেছে, যা বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা পরিচালনায় সহায়ক হবে।	
৯।	ভারতীয় নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্প			ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় স্থানান্তর করারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায়। ব্রহ্মপুত্রসহ হিমালয়ের বিভিন্ন নদীর পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্ভরশীল সকল এলাকায় পরিবেশ এবং কৃষি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে মর্মে আশংকা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পক্ষের উদ্বেগের প্রেক্ষিতে যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠকে (সেপ্টেম্বর, ২০০৫) ভারত এ মর্মে আশ্বস্ত করেছে যে, ভারত একতরফাভাবে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা যা বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হবে। ১৭-২০ মার্চ, ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের ৩৭ তম বৈঠকে ভারতীয় নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় তার পূর্বের অবস্থান পুনঃব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এছাড়া গত মে, ২০১২ সময়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশনের প্রথম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় জানায় যে, তারা	আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত যাতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহার না করে সে বিষয়ে বাংলাদেশ আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
				আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।	
১০।	বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা			১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার" সংক্রান্তরিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির গঠিত হয়। নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত গঙ্গার বিভিন্ন উপ-নদীর বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি, নারায়ণি ও কংকাই নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।	বাংলাদেশ নেপালে অবস্থিত গঙ্গার বিভিন্ন উপ-নদীর কয়েকটি ষ্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পূর্বের ন্যায় গত তিন বছরেও পেয়েছে।
১১।	বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা			বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রক্ষপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ারলুং জাংবো/ব্রক্ষপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা ঘীরধ, ঘঁমবংযধ ও ণধহমপঁহ এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। বিগত ১৯-২৩ নভেম্বর ২০০৮ সময়ে চীনের বেইজিং এ দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ইয়ালুজাংবু/ব্রক্ষপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়েছে।	বাংলাদেশ চীনের ইয়ারলুং জাংবো/ ব্রক্ষপুত্র নদের তিনটি ষ্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পূর্বের ন্যায় গত তিন বছরেও পেয়েছে।
১২।	উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহযোগিতা			গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার উভয় দেশের মধ্যে Framework Agreement on Cooperation for Development চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উক্ত Framework Agreement এর আলোকে উপ-আঞ্চলিক সহযোগীতার সুযোগসমূহ কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থায়নে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের নিজ নিজ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার জন্য নেপাল ও ভূটানকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত মে ২০১২ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উভয় পক্ষ শীঘ্রই প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের আশা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভারত ও ভূটানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।	উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)

পানি সম্পদ খাতে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন, বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, কৃষি ও সেচ খাত ইত্যাদি। কৃষি খাতে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে গাণিতিক মডেল প্রযুক্তি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। নদী ভাঙন সমস্যা বাংলাদেশে একটি চলমান ও দীর্ঘকালীন সমস্যা। বর্তমান সরকারের আমলে নদী ভাঙন রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং এই সাফল্যে ভূমিকা রেখেছে গাণিতিক মডেল প্রযুক্তির ব্যবহার। নদী তলদেশ ভরাট, নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া নদীমৃত্যু ইত্যাদি ঠেকাতে বর্তমান সরকার নদী খননের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আইডব্লিউএম ক্যাপিটাল ড্রেজিং, গড়াই ড্রেজিং, সুরমা-বাওলাই ড্রেজিং প্রকল্প সমূহে ভূমিকা রেখে চলেছে। গঙ্গা বাঁধের জন্য চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট কাজে গাণিতিক মডেল সমীক্ষার মাধ্যমে বাঁধের স্থান নির্বাচনের জন্য আইডব্লিউএম দায়িত্ব পালন করেছে। আইডব্লিউএম পদ্মা সেতুর হাইড্রলিক মডেলিং সমীক্ষা (বেথিমেট্রিক জরীপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাসহ) পরিচালনা করে। ঢাকা মহানগরীতে পানি সরবরাহে বর্তমান সরকারের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ঢাকা পানি সরবরাহ মহাপরিকল্পনার আওতায় আইডব্লিউএম সমীক্ষা পরিচালনা করেছে যা সরকারের একটি টেকসই সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নতুন পানির উৎস সন্ধানে নতুন স্থান নির্বাচনে, সিংগাইরে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে এবং ঢাকা শহরে সরবরাহের ক্ষেত্রে সমীক্ষা, আশুলিয়া সংরক্ষিত এলাকায় একটি পানির উৎস চিহ্নিতকরণ এবং পানি শোধন-াগারে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পদ্মার মাওয়া অঞ্চল থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি আনয়ন ও পরিশোধন পূর্বক ঢাকা শহরে সরবরাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই কার্য আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৮ টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য উৎস অনুসন্ধান, বর্জ্য ব্যবস্থা, নিষ্কাশন ও পয়:নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সম্পাদন করা হচ্ছে যা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

সিইজিআইএস

বিগত চার বছরে সিইজিআইএস সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৮৯ টি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। সিইজিআই-এস কর্তৃক বিগত চার অর্থ বছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও আয়ের তথ্যাবলী নিচে চিত্রে সন্নিবেশ করা হলো।

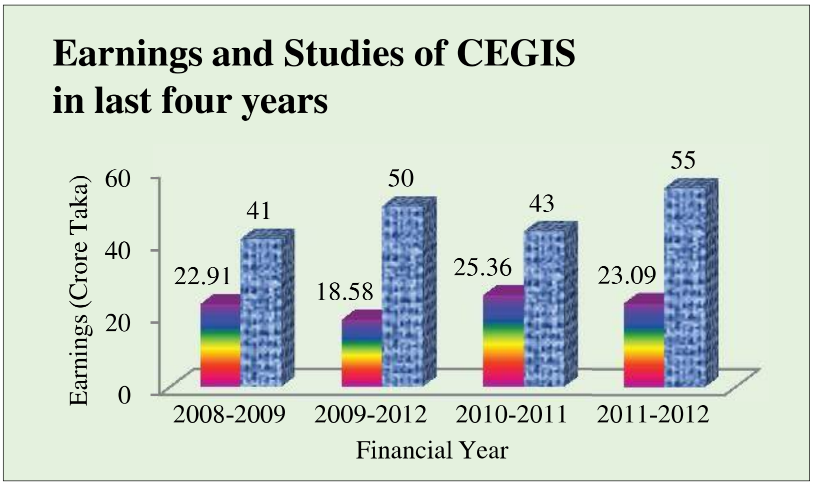

চিত্রঃ বিগত চার বৎসরের সিইজিআইএস এর আয় ও সমীক্ষার তুলনামূলক চিত্র।

সিইজিআইএস তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে পরামর্শক সেবা প্রদানকারী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পথিকৃত হিসেবে বিগত দশ বৎসরের অধিক সময় ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি, পানি সম্পদ, বন ও পরিবেশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। বিগত চার বছরে সিইজিআইএস যে সমস্ত ক্ষেত্রে সেক্টরে তাৎপর্যপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) সিইজিআইএস দেশের পানি সম্পদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষাসহ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার আওতায় প্রণীত জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (NWRD) এর নিয়মিত হালনাগাদকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পানি নিষ্কাশণ ও সেচ ব্যবস্থার গানিতিক মডেল নকশা প্রণয়ণ সহ ভূগর্ভস্থ পানিসহ সামগ্রিক বিষয়ের সমীক্ষা পরিচালনা, পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও কালনী-কুশিয়ারা, চন্দনা বারাসিয়া, সুরেশ্বর, গড়াই প্রভৃতি নদী রক্ষণাবেক্ষণ, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সিইজিআইএস-এর প্রফেশনালগণ পরামর্শক সেবা প্রদান করেছে।

(২) বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিইজিআইএস অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার তৈরী, ঢাকা মহানগরের ভূমির সনাক্তকরণ ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ প্রণয়ণ, দেশের ৩৭৩ হাওরের জন্য হাওর ও জলাভূমি সম্পদের তথ্যভান্ডার তৈরীতে সিইজিআইএস এককভাবে দায়িত্ব পালন করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের প্রায় এক লাখ প্রত্ন সম্পদ এর স্বতন্ত্র সনাক্তকরণ তথ্য সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরী করে সিইজিআইএস যুগান্তকারী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়া ২০১১ সনের ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সিইজিআইএস দুইটি ক্যাটাগরীতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

(৩) দেশে ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তি ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে সিইজিআইএস মাধ্যমে বাংলালিংক ও রবি মোবাইল ফোন কোম্পানী ডিজিটাল জিওগ্রাফিক প্ল্যাটফর্ম তৈরীর, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের জন্য উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ ও ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মানচিত্র প্রণয়ণ, বিসিক শিল্পনগরীর ভূপ্রাকৃতিক সমীক্ষা প্রভৃতি মৌলিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও সিইজিআইএস দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ও পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য কৃষি বিষয়ক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণ করেছে।

(৪) স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বিভিন্ন বেইসলাইন সার্ভের অংশ হিসেবে সিইজিআইএস ইউনিসেফ ও আইসিডিডিআরবি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থার জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

(৫) দেশে প্রথমবারের মত সিইজিআইএস নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণ করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ সিইজিআইএস এ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ণের লক্ষ্যে সিইজিআইএস ঢাকাস্থ রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাস এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদান করেছে।

(৬) নদীর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন/পূর্বাভাস প্রদানে সিইজিআইএস বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এর আওতায় ২০১২ সালে যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর নিম্নাংশের নদী ভাঙ্গন বিষয় আগাম পূর্বাভাস প্রদান সহ যমুনা, পদ্মা, মেঘনা ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ড্রেজিং পরিবীক্ষণের কার্যক্রম সিইজিআইএস বাস্তবায়ন করছে।

(৭) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সিইজিআইএস বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন মডেল তৈরী ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৮) দেশের মৎস্য সম্পদের সুরক্ষার জন্য বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দিতে ফিস পাস বা মাছের গমনাগমণ পথ স্থাপন এবং গঙ্গা নদীতে ইলিশ মাছের অভিগমনের বিষয় সিইজিআইএস প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। দেশ ও বিদেশী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা ও কারিগরী সহযোগীতার বিষয়ে সিইজিআইএস সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। এছাড়া সিইজিআইএস বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(৯) সরকারের বিদ্যুত উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুত প্ল্যান্ট স্থাপন ও বিদ্যুত সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের কাজে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনায় সিইজিআইএস কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড, ডেসকো, পিজিসিবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এরূপ ১৬ টি প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশ-গত যাচাই (আইইই) রুট সার্ভে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সিইজিআইএস দেশের বিদ্যুত খাতে কারিগরী সহায়তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের সাতটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষার পরামর্শ সেবা প্রদান কার্যক্রম, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত মুন্সিগঞ্জের ৪৫০-৫০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্যতা এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট ও মহেশখালীতে ৮৩২০ মেগাওয়াট এবং রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট প্রস্তাবিত কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার উৎস অনুসন্ধান, পরিবহন ও বিতরণ বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা, ইত্যাদি।

(১০) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রতি বছর এক থেকে দুই সেন্টিমিটার করে সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভূ-উপগ্রহ চিত্র ও DGPS monitoring এর তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের RSLR (Relative Sea Level Rise) ৮-১৮ সেমি/বছর নিরূপণ করেছে, যেখানে RSLR হচ্ছে GSLR (Global Sea Level Rise) ও Subsidence এর যোগফল। সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের উপর এ ধরনের গবেষণালব্ধ তথ্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। সিইজিআইএস মনে করে এমন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে জোয়ার ভাটার সমতল (TWL), নদীর গতিপথ ও ভূ-প্রকৃতিতে তার প্রতিফলণ দেখা যেত যদিও সেরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে সিইজিআইএস দক্ষিণাঞ্চলের তথা দেশের প্রকৃত subsidence rate নির্ণয়ের লক্ষে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় বিভিন্ন জেলার প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনকে reference point ধরে Tidal level এর সাথে বসতবাড়ির Plinth level এর Standard সম্পর্কের ভিত্তিতে Standard Plinth level ও Observed Plinth level এর পার্থক্য এবং বিভিন্ন প্রত্নসৌধের বয়স থেকে সিইজিআইএস ঐ অঞ্চলের RSLR নির্ণয় করেছে। RSLR থেকে GSLR বিয়োগ করে subsidence rate বের করা হয়। এ কার্যক্রমের স্কেচ চিত্রে প্রদর্শণ করা হলো।

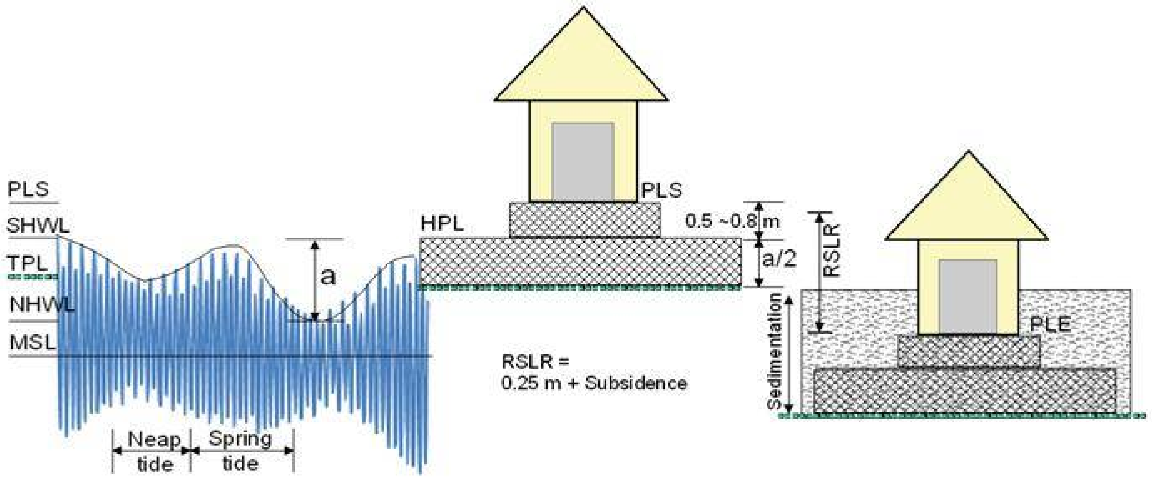

Here, SHWL = Spring Tide High Water Level, NHWL = Neap Tide High Water Level, TPL = Tidal Plain Level, HPL = Homestead Platform Level, PLS = Plinth Level Standard, PLE = Plinth Level Existing

চিত্র ঃ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার subsidence rate নির্ণয়ের প্রবাহচিত্র।

এ কার্যক্রমের আওতায় সিইজিআইএস এর সমীক্ষা দল সুন্দরবনসহ পটুয়াখালী ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ বা সৌধের Plinth level Tidal level এর থেকে কত উচ্চতায় রয়েছে নির্ণয় করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিগত ১৩০ বছরে এ অঞ্চলের GSLR হচ্ছে ০.২ মিটার যা সিইজিআইএস এর এ সমীক্ষার জন্য ০.২৫ মিটার স্থির করা হয়। ঐ অঞ্চলের subsidence rate ১০ বা ২০ মি.মি. হলে প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধসমূহের Plinth level কোথায় থাকতো তার তুলনামূলক তথ্য নিচে প্রদান করা হলো;

প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধ (বয়স)	বর্তমান Plinth level	প্রাপ্য subsidence rate (মি.মি./বছর)	প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধসমূহের Plinth level (Tidal plain এর উপরে বা নীচে)	
			১০ মি.মি. subsidence হলে	২০ মি.মি. subsidence হলে
দয়াময়ী মন্দির, পটুয়াখালী (২০০ বছর)	০.৭ মি. উপরে	১.২৫	০.৭ মি. নীচে	২.৭ মি. নীচে
চুনাখোলা মসজিদ, বাগেরহাট (৫০০ বছর)	০.৩ মি. উপরে	১.৩ ~ ২.৫	৩.৫ মি. নীচে	৮.৫ মি. নীচে
বিবি বেগুনী মসজিদ, বাগেরহাট (৫০০ বছর)	০.৪ মি. উপরে	১.৩ ~ ২.৫	৩.৫ মি. নীচে	৮.৫ মি. নীচে
শেখের মন্দির, সুন্দরবন (৩০০ বছর)	১.২ মি. উপরে	-০.৬ ~ ০.৮৮	বনভূমি থেকে ২.৫ মি. নীচে	বনভূমি থেকে ৬.৫ মি. নীচে

উপরের টেবিলের তথ্য থেকে দেখা যায় যে subsidence rate যদি ১০ মি,মি./বছর বা ২০ মি,মি./বছর হতো তাহলে প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধসমূহের Plinth level, Tidal level এর ০.৭ থেকে ৮.৭ মি. নীচে থাকতো। তাছাড়া ভূমির যে কোন পরিবর্তন সর্বপ্রথম নদীর গতিপথের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যা ঐ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়নি। সিইজিআইএস এর গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের subsidence rate এর মাত্রা ০.৪ মি.মি./বছর থেকে ২.৫ মি.মি./বছর এর মধ্যে হতে পারে। দেশের subsidence rate সে.মি. স্কেলে নয় বরং মি.মি. স্কেলে হচ্ছে যা সিইজিআইএস এর গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর ও কৃষিযোগ্য জমি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

ষাটের দশকে সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্য খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। ৪০ বছর আগে আনুমানিক ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন থেকে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ২ কোটি ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে পানি সেক্টরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন। পানি সম্পদ সেক্টরের অপর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নদীভাঙ্গন জনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা। প্রতিবছর প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে বিলীন হয় এবং প্রতিবছর প্রায় ৭/৮ লক্ষ জনগণ নিঃস্ব হয়ে যায়। এছাড়াও সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীগুলো ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূখন্ড হারানো প্রতিরোধকল্পে ব্যপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে পানি সম্পদ সেক্টরে বাপাউবো'র আওতায় ১৪৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। আর বিগত ৪০ বছরে আরও ছোট-বড় ৬২০টি প্রকল্পসহ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৬৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। অদ্যাবধি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়নসহ জাতীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সেক্রেটারি অব ইনটেরিয়র জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এ পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন, ভূমি পরিবৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন। ইপিওয়াপদার "পানি উইং" এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাপাউবোতে আত্মীকৃত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর পদ হয় চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান এবং ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত সময়ে বাপাউবোতে বিদ্যমান জনবল ছিল প্রায় ২৪০০০।

জাতীয় পানি নীতির পটভূমি

১৯৭২ সালে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ৯-খন্ডে বাংলাদেশের পানি সেক্টর সমীক্ষা প্রকাশ করে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে পানি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিবর্তে সমন্বিত ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী বৃহৎ প্রকল্পের পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ত্বরিৎ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করাও এ সমীক্ষার অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল। উক্ত সমীক্ষাসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৯০ এ লন্ডনে জি-৭ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জি-৭ শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার টেকসই সমাধানে Flood Plan

Coordination Organisation সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে Flood Action Plan (FAP) সমীক্ষা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ২৬টি সমীক্ষা সম্পাদন করে। ফ্যাপ স্টাডির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পানি সম্পদ খাতের ভবিষ্যত কার্যাবলী সম্বলিত ও সুষমভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) প্রণীত হয়। BWFMS এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন এবং ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। বোর্ড সারাদেশে বিস্তৃত নিজস্ব দক্ষ জনবল এবং অফিসসমূহের সাহায্যে পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) ভাগ করা হয়েছে।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের (জাতীয় পানি নীতি ও অন্যান্য দিক নির্দেশক সরকারি দলিলাদির সঙ্গে সংগতি রেখে কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, বোর্ডের বার্ষিক বাজেট ও সম্পুরক বাজেট অনুমোদন, বোর্ডে পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি) জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী নিম্নরূপ

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;
- সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

- বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। বোর্ডের আওতাধীন পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে (জোনে) ভাগ করা হয়েছে। জোনের দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিটি জোনকে কয়েকটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছে। সার্কেলের প্রধান একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। সার্কেলকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী। বিভাগকে কয়েকটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উপ-বিভাগের প্রধান উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয় বিভাগ এবং উপবিভাগের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ২০টি সার্কেল, ৭৫টি বিভাগ এবং ২০১টি উপ-বিভাগ রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

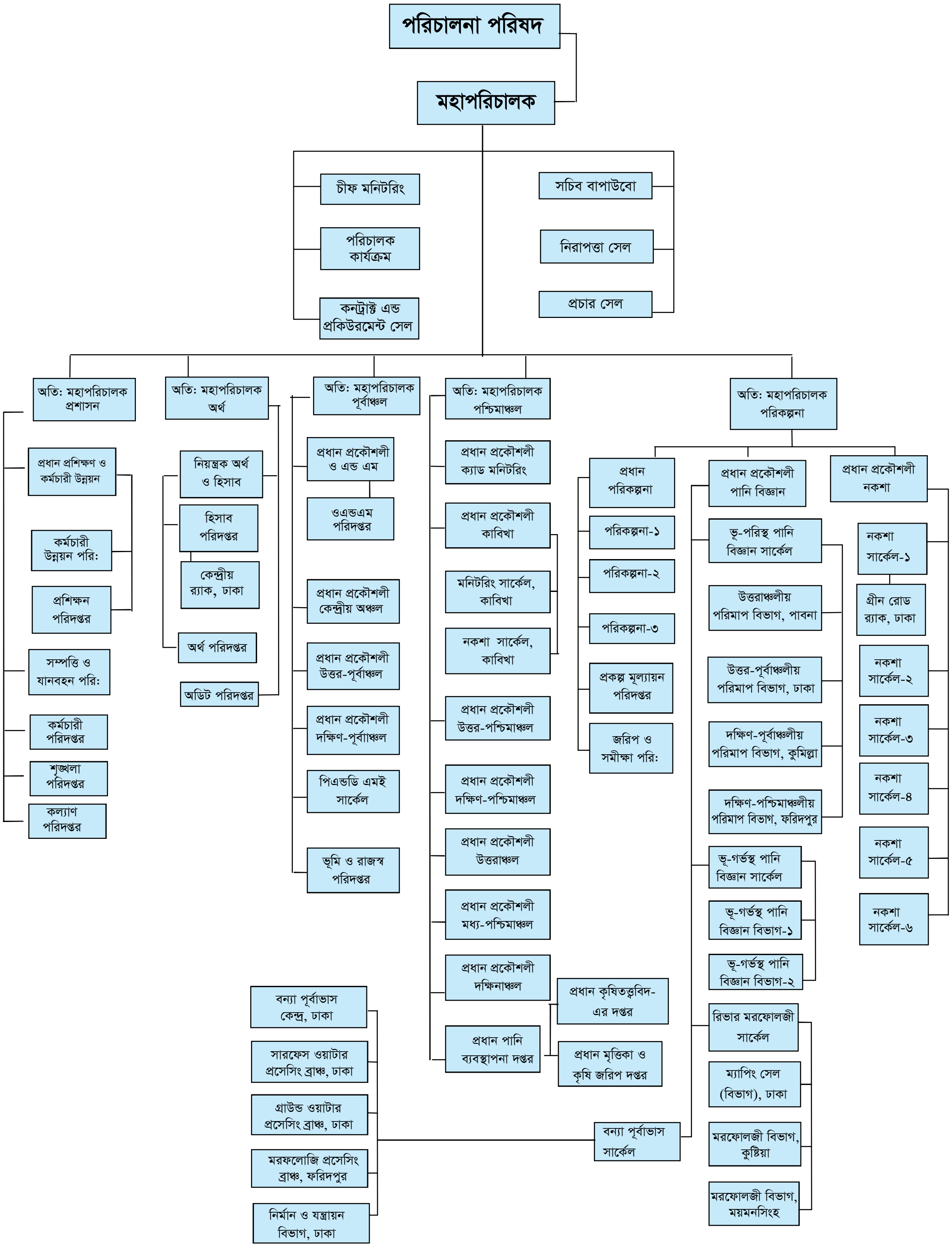

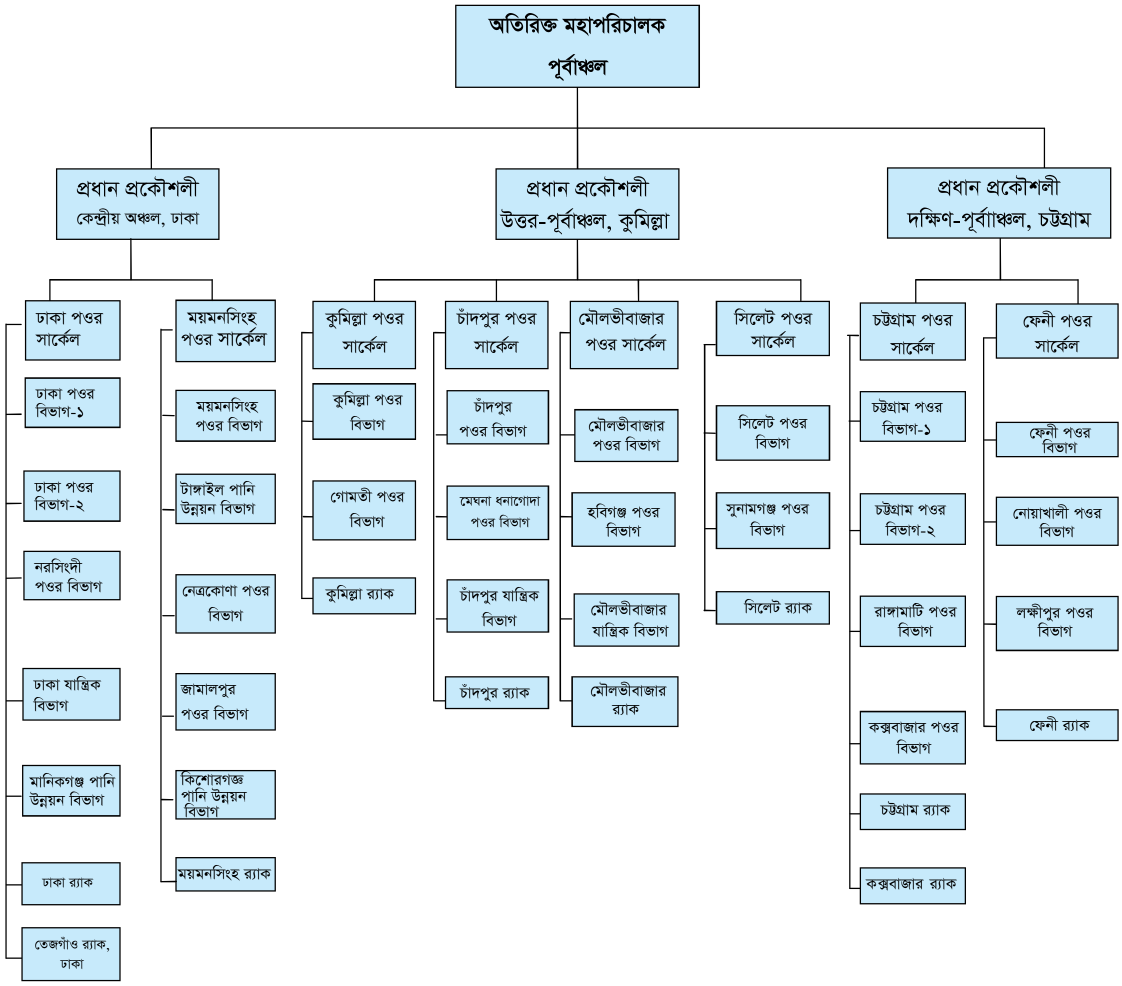
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পূর্বাঞ্চল
প্রধান প্রকৌশলী
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
প্রধান প্রকৌশলী
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা
প্রধান প্রকৌশলী
দক্ষিণ-পূর্বাাঞ্চল, চট্টগ্রাম
ঢাকা পওর সার্কেল
ঢাকা পওর বিভাগ-১
ঢাকা পওর বিভাগ-২
নরসিংদী পওর বিভাগ
ঢাকা যান্ত্রিক বিভাগ
মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ
ঢাকা র‌্যাক
তেজগাঁও র‌্যাক, ঢাকা
ময়মনসিংহ পওর সার্কেল
ময়মনসিংহ পওর বিভাগ
টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ
নেত্রকোণা পওর বিভাগ
জামালপুর পওর বিভাগ
কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ
ময়মনসিংহ র‌্যাক
কুমিল্লা পওর সার্কেল
কুমিল্লা পওর বিভাগ
গোমতী পওর বিভাগ
কুমিল্লা র‌্যাক
চাঁদপুর পওর সার্কেল
চাঁদপুর পওর বিভাগ
মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ
চাঁদপুর যান্ত্রিক বিভাগ
চাঁদপুর র‌্যাক
মৌলভীবাজার পওর সার্কেল
মৌলভীবাজার পওর বিভাগ
হবিগঞ্জ পওর বিভাগ
মৌলভীবাজার যান্ত্রিক বিভাগ
মৌলভীবাজার র‌্যাক
সিলেট পওর সার্কেল
সিলেট পওর বিভাগ
সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ
সিলেট র‌্যাক
চট্টগ্রাম পওর সার্কেল
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২
রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ
কক্সবাজার পওর বিভাগ
চট্টগ্রাম র‌্যাক
কক্সবাজার র‌্যাক
ফেনী পওর সার্কেল
ফেনী পওর বিভাগ
নোয়াখালী পওর বিভাগ
লক্ষীপুর পওর বিভাগ
ফেনী র‌্যাক

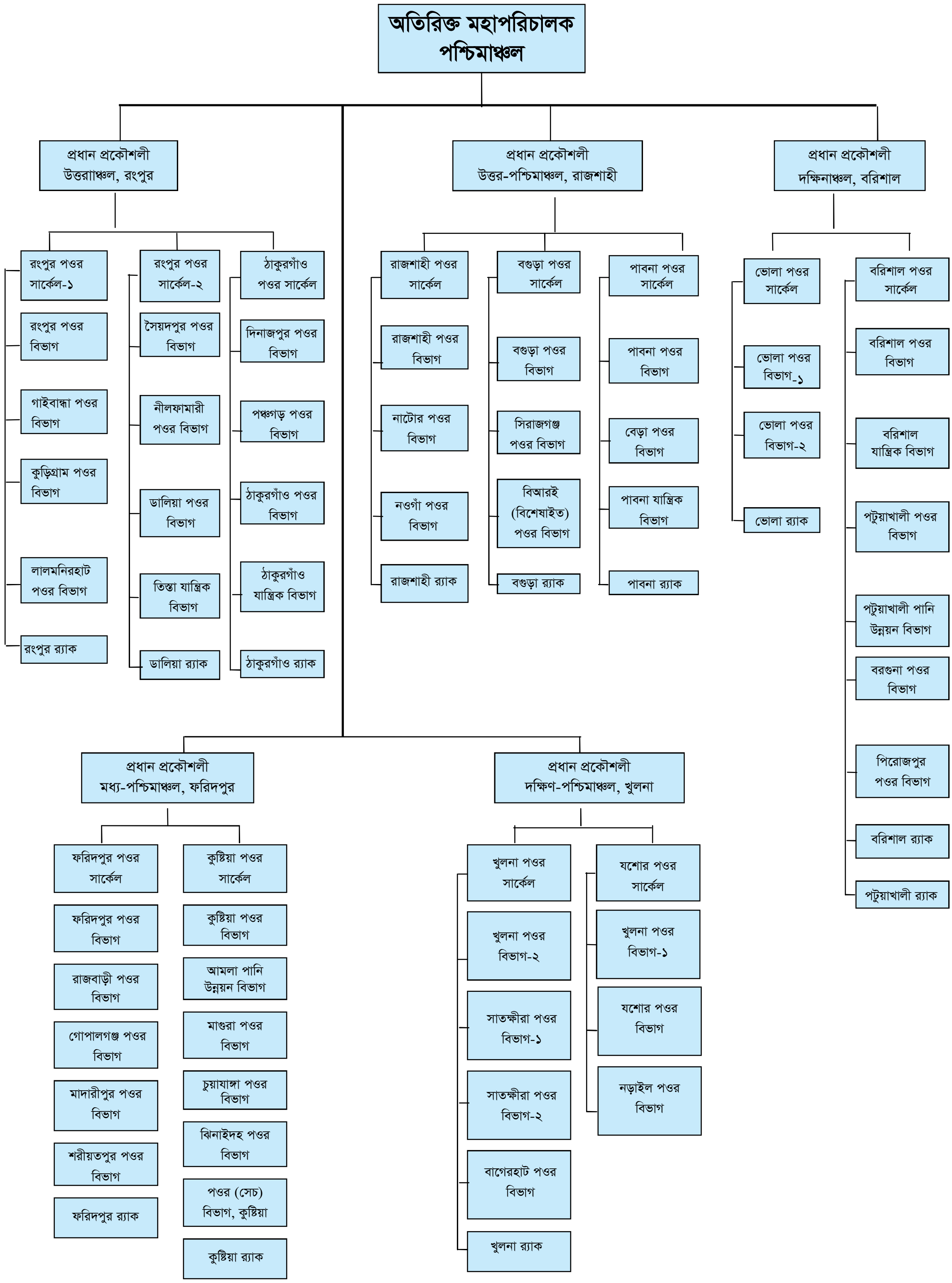
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পশ্চিমাঞ্চল
প্রধান প্রকৌশলী
উত্তরাঞ্চল, রংপুর
রংপুর পওর সার্কেল-১
রংপুর পওর বিভাগ
গাইবান্ধা পওর বিভাগ
কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ
লালমনিরহাট পওর বিভাগ
রংপুর র‍্যাক
রংপুর পওর সার্কেল-২
সৈয়দপুর পওর বিভাগ
নীলফামারী পওর বিভাগ
ডালিয়া পওর বিভাগ
তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ
ডালিয়া র‍্যাক
ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল
দিনাজপুর পওর বিভাগ
পঞ্চগড় পওর বিভাগ
ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ
ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগ
ঠাকুরগাঁও র‍্যাক
প্রধান প্রকৌশলী
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
রাজশাহী পওর সার্কেল
রাজশাহী পওর বিভাগ
নাটোর পওর বিভাগ
নওগাঁ পওর বিভাগ
রাজশাহী র‍্যাক
বগুড়া পওর সার্কেল
বগুড়া পওর বিভাগ
সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ
বিআরই (বিশেষাইত) পওর বিভাগ
বগুড়া র‍্যাক
পাবনা পওর সার্কেল
পাবনা পওর বিভাগ
বেড়া পওর বিভাগ
পাবনা যান্ত্রিক বিভাগ
পাবনা র‍্যাক
প্রধান প্রকৌশলী
দক্ষিনাঞ্চল, বরিশাল
ভোলা পওর সার্কেল
ভোলা পওর বিভাগ-১
ভোলা পওর বিভাগ-২
ভোলা র‍্যাক
বরিশাল পওর সার্কেল
বরিশাল পওর বিভাগ
বরিশাল যান্ত্রিক বিভাগ
পটুয়াখালী পওর বিভাগ
পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ
বরগুনা পওর বিভাগ
পিরোজপুর পওর বিভাগ
বরিশাল র‍্যাক
পটুয়াখালী র‍্যাক
প্রধান প্রকৌশলী
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
ফরিদপুর পওর সার্কেল
ফরিদপুর পওর বিভাগ
রাজবাড়ী পওর বিভাগ
গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ
মাদারীপুর পওর বিভাগ
শরীয়তপুর পওর বিভাগ
ফরিদপুর র‍্যাক
কুষ্টিয়া পওর সার্কেল
কুষ্টিয়া পওর বিভাগ
আমলা পানি উন্নয়ন বিভাগ
মাগুরা পওর বিভাগ
চুয়াডাঙ্গা পওর বিভাগ
ঝিনাইদহ পওর বিভাগ
পওর (সেচ) বিভাগ, কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়া র‍্যাক
প্রধান প্রকৌশলী
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
খুলনা পওর সার্কেল
খুলনা পওর বিভাগ-২
সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১
সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২
বাগেরহাট পওর বিভাগ
খুলনা র‍্যাক
যশোর পওর সার্কেল
খুলনা পওর বিভাগ-১
যশোর পওর বিভাগ
নড়াইল পওর বিভাগ

জনবল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ এর আলোকে বোর্ড ১৯৯৮ সালে সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গৃহীত জনবল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটি সেট-আপ অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদিত জনবল ছিল ১৮০৩২ (নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ঃ ১৯০ জন ও পানি অনুসন্ধান পরিদপ্তর (যৌথ নদী কমিশন ১৬৭ জন)। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে সরকারি গেজেটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল ৮৯৩৫ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর ও যৌথ নদী কমিশন এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) তে হ্রাস করা হয়। ১ জুলাই ২০১১ তারিখে গেজেট সেট-আপ এর অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিদ্যমান জনবল ৫১৬৭। একই সময়ে রিটেনশনভুক্ত জনবল এবং চুক্তিভিত্তিক পদের বিপরীতে কর্মরত নিয়মিত জনবলসহ বোর্ডের মোট জনবল ৬০৪১। ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৫৭০ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৫১৪।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (জুন ২০১১ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	৯৮৬	৬৯৭	২৮৯
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮২০	৭১৪	১০৬
তৃতীয় শ্রেণী	৩১২৩	১৭৫৭	১৩৬৬
চতুর্থ শ্রেণী	৪০০৬	১৯৯৯	২০০৭
মোট	৮৯৩৫	৫১৬৭	৩৭৬৮

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সনের অনুমোদিত সেটআপ পূর্বের সেটআপ (এনাম কমিটি) সংকুচিত করে প্রণীত (১৮০৩২ এর স্থলে ৮৯৩৫ জনের সংস্থানকৃত) হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সেটআপ, ২০০১ সনে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ৮টি গুচ্ছে ৮৪টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জনবলের অপ্রতুলতার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দারুণ বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাস্তবায়নাধীন কাজ সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজের মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সিডর ও আইলার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

জনবল সুষমকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকার বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বাপাউবোর জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। তদানুযায়ী বাপাউবোর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ

ক. বাপাউবো আইন ২০০০ মোতাবেক চাকরি-বিধি অনুমোদন করা এবং
খ. ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাপাউবোর Need based জনবল কাঠামো অনুমোদন করা।

সংস্থার জনবল সুষমকরণের লক্ষ্যে Need based সেটআপ সরকারের বিবেচনার জন্য বাপাউবো কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত Need based সেট-আপ পর্যালোচনা করে শর্ত সাপেক্ষে ৬৪৫৯টি নতুন পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্তির সম্মতি জ্ঞাপন করে। নিম্নে এনাম সেট-আপের জনবল, ১৯৯৮ সালের গেজেটে সেট-আপের বিপরীতে বাপাউবো'র বর্তমান জনবল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল (বিদ্যমান অনুমোদিত জনবলের সঙ্গে সমন্বয় করে) এর বিবরণ প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	১৯৯৮ সনের গেজেট অনুসারে জনবল	অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত জনবল	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (এমই ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	৬০৪১	১২০২২
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	১৪০	৪২৫
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	২৩৪	১১৪৭
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	৬৪১৫	১৩৫৯৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়োপযোগী অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময় কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	২০১১-২০১২	৪৯	৮২১	৭১৫৪

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	ভারত	৫	২৮	২৭৬
২.	জাপান	৭	৯	৫৩৬
৩.	ফিলিপাইন	২	৩	১৬
৪.	নেদারল্যান্ড	২	৯	১৪০
৫.	চীন	৮	৩০	১০১১
৬.	থাইল্যান্ড	২	১১	৮৫০
৭.	শ্রীলংকা	২	৩	১৩
৮.	ভিয়েতনাম	১	১০	১২০
৯.	নেপাল	৫	৮	১২২
১০.	আমেরিকা	৩	৫	২৯
১১.	ইথিওপিয়া	১	১	১৩
১২.	জার্মানী	৩	৭	৭৬৪
১৩.	যুক্তরাজ্য	২	৪	২১২
১৪.	ইরান	১	১	৯
১৫.	ইন্দোনেশিয়া	২	২	৭
১৬.	তুরস্ক	১	১	১৩
১৭.	অস্ট্রেলিয়া	২	২	২২২২
	মোট =	৪৯	১৩৪	৬৩৫৩

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, ইপসাম ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে। বিগত দশ বছরে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। পানি সম্পদ খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজে সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈদেশিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বোর্ডের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্তকৃত বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট থেকে আসে। বিগত ৪ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬২টি (৫৬টি জিওবি, ৫টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত ছিল ৬টি। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ছিল ১৩৯.৮৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৯১.২৪%। ১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬২টি প্রকল্পের জুন ২০১২ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১)ঃ

বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
স্থানীয়	১১৪৫.২৭	১১১০.৮৯	৯৭.০০%
প্রকল্প সহায়তাপুষ্ট	৩৮৯.৮০	২৮৯.৬৭	৭৪.৩১%
মোট	**১৫৩৫.০৭**	**১৪০০.৫৬**	**৯১.২৪%**

২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১১-১২ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন বরাদ্দসহ) পাওয়া গেছে ৭৫১.৬৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫১.২৮ কোটি টাকা । অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)
১	সংস্থাপন	৩৪৪.৬৭	৩১২.৭৪
২	পৌরকর	২.৩০	২.২৪
৩	ভূমিকর	৫.৭৫	৪.৯৪
৪	জরিপ	৬.০০	৬.০০
৫	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	১৮.০	১৭.৯৫
৬	মেরামত মঞ্জুরী	৩১৭.৮১	৩১৭.৭৮
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	১৪.০	১৪.০
৮	উন্নয়ন (রাজস্ব খাত)	৪৩.১৪	১৫.৬৮
	মোট	**৭৫১.৬৭**	**৬৯১.২৯**

২০১১-২০১২ উন্নয়ন বাজেটে সমাপ্তকৃত প্রকল্প

২০১১ -২০১২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ৫৮৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে জুন/২০১২)	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৮১.০২	৫৪৯.০০	৩৯০৫.১৬	৯২.৯২
২	৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৫-৩০/০৬/২০১২)	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	৯০.০০	৩০০.০০	৩২৫১.৬৭	৯৯.৯০
৩	৯	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০	১৩১৭৮.৫৪	৯৯.৯৯
৪	১০	পটুয়াখালী শহর সংরক্ষণ বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১২৫.৩৪	৮০.৩০	৪৫২.০০	২৫৬০.৩৬	১০০.০০
৫	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৮০.০০	১৩৪৮.০০	৪৭৭২.৭১	১০০.০০
৬	১৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.১৫	১৮৮০.০০	৩৫৭০.৮১	১০০.০০
৭	১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (০১/০৫/২০১০ থেকে ৩১/১২/২০১২)	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৬০.০০	৭৩.০০	১০৫.৮৪	১০০.০০
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	৫৬.০০	২২৯১.০০	৩২৯০.৪২	১০০.০০

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
৯	২৯	সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (২০০৯-১০ থেকে ৩১/১২/২০১২)	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৪৫.০০	৮৬.০০	১৪০.১৩	১০০.০০
১০	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২)	৭৪৪৫.১২	২০২০.৭০	৭৫.৬৩	৫১০২.০০	৬৪৫৩.৬৯	৯৬.৯৩
১১	১০৫	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০	১৩৭৪৯.৪১	১০০.০০
১২	১১১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১২১.০১	১১২৩.৭০	৭৪.৩৮	৭৪১.০০	১৮২১.৫৯	৯৯.৮৮
১৩	১১৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৮/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২)	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৫১.০০	৮২৯.০০	১৫৫১.২৪	৯৭.৩৩
			৬৩৬৫১.৭	৩৬৪৩৯.১৬		২২৭১৮	৫৮৩৫১.৫৭	

২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

(ক) মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

ফেণী জেলাধীন পরশুরাম, ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ এলাকা এবং ছাগলনাইয়া ও ফেণী সদর উপজেলার অংশ বিশেষ এ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৩৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও ঢেউয়ের কবল হতে বন্যা বাঁধ রক্ষাসহ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সেচ খাল/নালার সংস্কার এবং সেচ ইনলেট নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৩৫,৮০০ হেঃ আবাদী জমি উপকৃত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো হলঃ- বন্যা বাঁধ নির্মাণ- ১২২.৭৮ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ৬টি, সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট-১৬টি, ইরিগেশন ইনলেট-১৩০টি, রাবার ড্যাম নির্মাণ-১টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন-৬৬.৫৯ কিঃমিঃ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ-৬.৩০০ কিঃমিঃ।

(খ) ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প

বর্ণিত প্রকল্পটি ১৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার সদর ও কাহারোল উপজেলাধীন ঢেপা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ সর্বসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৭.৬৬ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-২.০৭৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো-৫টি, ইনলেট/আউটলেট-৯টি, খাল পুনঃখনন-৭.৫৫ কিঃমিঃ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২২০৩.০০ হেঃ আবাদী জমি উপকৃত হয়েছে।

(গ) দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা -পূনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বর্ণিত প্রকল্পটি ১৮.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পূনর্ভবা নদীর ডানতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ সর্বসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-৩২.৫২ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-১.৪০৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো-১৭টি, পাইপ আউটলেট-৭টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১৮২১.৬০ হেঃ আবাদী জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।

(ঘ) পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প

বর্ষা মৌসুমে উপকুলীয় পটুয়াখালী জেলা শহর উঁচু জোয়ারে প্রতিনিয়ত প্লাবিত হত। সরকারি দপ্তর, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র, সর্বোপরি জনবসতি রক্ষার নিমিত্তে জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী শহর তথা শহরবাসীদের নিরাপত্তা বিধান করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্টক দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১.২০ কিঃমিঃ, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ-০.২৬ কিঃমিঃ, সীট পাইল দ্বারা ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ-০.২৫কিঃমিঃ, ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর-৬টি, আউটলেট-১৭টি, কালভার্ট-৯টি, পাইপ ইনলেট-২৫টি, রাস্তা উঁচু করতঃ পাকাকরণ-২.০৫ কিঃমিঃ, ঘাট নির্মাণ-৪টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১৬৬৮ হেঃ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

চিত্রঃ সীট পাইল ও ব্লক দ্বারা জোয়ারের পানি প্রবেশ রোধ

চিত্রঃ বাঁধ ও স্লোপ প্রটেকশনের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন

(ঙ) পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প

১৩১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পদ্মা নদীর বামতীরের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ভূ-খন্ড নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করে দেশের ভৌগলিক সীমানা ও আয়তন অক্ষুন্ন রাখাসহ বিস্তীর্ণ ফসলী জমি, আম বাগান, বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কবল হতে রক্ষা করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনে পাগলা নদীর সাথে পদ্মা একীভূত রোধ করে শিবগঞ্জ উপজেলা সদর, গুরুত্বপূর্ণ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনমসজিদ মহাসড়ক এবং সর্বোপরি ভাটিতে অবস্থিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর এলাকা মারাত্মক ভাঙ্গন হতে রক্ষা করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সম্পদ ও জানমাল রক্ষাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উলেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- হলোঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১১.৬৭ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-১৭.৬৬ কিঃমিঃ ও স্পার নংঃ ৩ মজবুতিকরণ।

চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম

২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পের সংখ্যা মোট ২৪টি। উক্ত ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৪টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৩টি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-২** দ্রস্ট্রব্য।

সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম

(ক) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট

সম্পূরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ এ প্রকল্পের আওতায় নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী, চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর উপজেলায় অবস্থিত। ২৪৮.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১১-১২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ মেজর সেকেন্ডারী খাল (বগুড়া খাল ও রংপুর খাল ৬৩ কিঃমিঃ, সেকেন্ডারী খাল ৯৫.৯৭ কিঃমিঃ, টারশিয়ারী খাল ১৩১.০৩ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল ৬০.০০ কিঃমিঃ, সেচ কাঠামোসমূহ ৩৩৬ টি, ব্রীজ ৩৮টি, কালভার্ট ১৬০টি, নিষ্কাশন কাঠামো ১৮ টি, টার্নআউট ৩৯৯টি, পরিদর্শন রাস্তা ১০.০০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ ৩৭৭.৩৩ হেক্টর। বর্ণিত প্রকল্পটির জুন/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১২৬.২৩ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০.৮৯%। প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের স্থির চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ একুইডাক্ট

চিত্রঃ সাইফুন

(খ) মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রায় ৬২.২১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় বিস্তৃত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০,৩৪৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আসবে এবং প্রায় ১৩,৭১১ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক ফসলের নিবিড়তা ১৭৮.১২% থেকে ২০৫.৬০% এ উন্নীত হবে। এছাড়াও, উজানের মিঠা পানি ও ভাটির লোনা পানির মিশ্রন বন্ধ হওয়ায় উজানে অর্থাৎ প্রকল্প এলাকায় মিঠা পানির সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ভাটিতে লোনা পানি সর্বোচ্চ ব্যবহার পূর্বক লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। ইতোমধ্যে পালাকাটা রাবার ড্যামসহ অধিকাংশ অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ২টি রাবার ড্যাম, ২৯.৫৮ কিঃমিঃ সেচ খাল/নালা উন্নয়ন, ৩টি নতুন ড্রেনেজ স্লুইস, ২ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ, ৩টি শ্রীম্প ইনলেট ইত্যাদি। জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

(গ) গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প

সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট" শিরোনামে ৪৫.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বর্তমান সরকার অনুমোদন করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমীক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণসহ আনুসঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের ব্যারেজ নির্মাণের নক্শা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ব্যারেজ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীঘ মেয়াদী। এ যাবৎ বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে নদী শাসনে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমম্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)" শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জিওবি অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সময়কাল মার্চ/২০১০ থেকে জুন/২০১২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্টের উজান থেকে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিলোমিটার এবং টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলিন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ;
(২) বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের জন্য টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং সুনির্দিষ্ট Investment and Implementation Plan তৈরি করা;
(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ প্রভাব নিরূপণ (Impact assessment) সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৩৩.৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে (ক) টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ এবং (খ) সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্টের উজান হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম পরিকল্পনার জন্য সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম কর্মসূচীভূক্ত করা হবে।

ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ইতোমধ্যে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন ডানতীর থেকে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যানেলে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হার্ড পয়েন্ট এলাকায় ভাংগনের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়াও, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন যমুনা তীরে ইতোমধ্যে প্রত্যাশিত ৮ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি ক্রমান্বয়ে পুনরুদ্ধার হচ্ছে।

চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই এ মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারন প্রকল্প উদ্বোধন

(খ) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২.১৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প নভেম্বর ২০০৯ এ অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (বাপাউবো'র ড্রেজার, দেশীয় প্রযুক্তির প্রাইভেট ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদেশি ড্রেজার দ্বারা), জরিপ ও সমীক্ষা, গাণিতিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং, প্লানফর্ম স্টাডি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণ, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজার ক্রয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১১৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গড়াই নদীর ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ২য় বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ড্রেজিং কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ২ সেট ড্রেজার (প্রতি সেটে ১টি ড্রেজার, ১টি ওয়ার্ক বোট, ১টি হাউজ বোট, স্পেয়ার পার্টস, পাইপ লাইন ইত্যাদি এবং ২ সেটের জন্য ১টি টাগবোট) নভেম্বর/২০১২ সালে সরবরাহ নেয়া সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ ও ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নে আগ্রহী হওয়ায় ECRRP প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। ড্রেজিং কাজের Bathymetric Survey এর জন্য IWM নিয়োজিত রয়েছে।

ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানিয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে গড়াই অববাহিকা এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ গড়াই প্রকল্পে সংগৃহীত ড্রেজার ও ড্রেজিং কার্যক্রম

(গ) বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুংলী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা সিস্টেম)

ঢাকা মহানগীর চর্তুপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদী সমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নদীর পানি দূষণ সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ- গাইড বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ, রিভার ড্রেজিং-২২৬.০০ কিঃমিঃ, অফ্‌ টেক রেগুলেটর নির্মাণ-১টি ও ফিস পাস রেগুলেটর নির্মাণ-১টি। প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদীর ৬.৯৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পুংলী নদীতে ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।

(ঘ) ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়

(১) "বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প" এর আওতায় (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) ১১টি ড্রেজার (৭টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার, ৪টি ৫০০ মিঃমিঃ ড্রেজার), ৫টি Amphibian Excavator, ১০০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৬০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৪৫০ অশ্বশক্তির টাগ ৬টি, ১০০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ৫০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ২০০ অশ্বশক্তির স্পিড বোট ৫টি, ডেকলোডিং বার্জ ১০টি ইত্যাদি) সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৬৫০ মিঃমিঃ সাইজের ৪ সেট ড্রেজার , ৫০০ মিঃমিঃ সাইজের ২ সেট ড্রেজার এবং ৫টি Amphibian Excavator ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী নভেম্বর/২০১৩ এর মধ্যে ড্রেজার সরবরাহ পাওয়া যাবে। সংগৃহিত ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

(২) এছাড়াও ভারতীয় ঋণ সহায়তার আওতায় ২৩৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাপাউবো'র ২টি ড্রেজার সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে।

(ঙ) অন্যান্য ড্রেজিং

চন্দনা বারাশিয়া প্রকল্পাধীন এলাকার সেচ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ৯০.০০ কিঃমিঃ এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন হাকালুকি হাওর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য জুরী নদীর ১.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর খনন কাজ চলছে এবং কপোতাক্ষ নদের খনন কাজও শুরু হয়েছে।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম

(ক) যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প শুরুর আগে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল নদীবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা প্লাবন ভূমি হিসাবে চিহ্নিত ছিল যা সাগরের জোয়ারের লবনাক্ত পানিতে প্রত্যহ দুবার প্লাবিত হত বিধায় কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব ছিল না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ও বাসস্থানের চাহিদা মিটাতে প্লাবন ভূমি জনপদে রূপ নেয়। সে প্রেক্ষাপটে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমুহে ষাটের দশকে উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু হয়। বিলের জমিতে দুই হতে তিনটি ফসল উৎপাদন শুরু হয় এবং জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক ও দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়।

পোল্ডার নির্মানের ফলে জোয়ারের লোনা পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এতদঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে সবুজ বিপ্লব সাধিত হলেও এ অঞ্চলের নদ নদী সমূহে শুষ্ক সময়ে পদ্মার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পোল্ডারের কারনে শুষ্ক মৌসুমে জোয়ারের পানিতে আগত পলি বিলের ভিতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তা নদীতেই অধক্ষেপিত হতে থাকে । ফলে বিভিন্ন নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে নদীর তলদেশ বিলের ভুমির তলদেশ অপেক্ষাও উঁচু হয়ে যায়। বিল সমূহের নিস্কাশন ব্যবস্থা অবরুদ্ধ হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক জন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ শুরু হয় ।

এ বিপর্যয়কর দূরাবস্থা হতে উত্তরনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খুলনা ও যশোর জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পটি ১৯৯৪-৯৫ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং ২২৮৬৮.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। এলাকার জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে Structural solution প্রদান করার ফলে বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসন হয়। অপরদিকে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং স্থানীয় জনগনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে যশোর জেলা অংশের নিস্কাশন সমস্যার সমাধানের জন্য নন-ষ্ট্রাকচারাল টিআরএম ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা হতে উত্তরনের জন্য Tidal River Management (TRM) বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়। মূল নদী সংলগ্ন যে কোন একটি পূর্ব নির্বাচিত বিলের চতুর দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মান করে বেড়ী বাঁধের একটি অংশ উম্মুক্ত করে উক্ত বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা হয় যাহা TRM নামে পরিচিত। ১৯৯৮ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ০৪ বৎসর বিল ভায়নায় এবং ২০০২ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিল কেদারিয়ায় দ্বিতীয় TRM চালু করা হয়। টিআরএম পরিচালনার ফলে ২০০৪ সাল পর্যন্ত হরি নদীতে পর্যাপ্ত নাব্যতা থাকায় উক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতাজনিত কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার ফলে TRM অব্যাহত রাখতে না পারা ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগনের ভবদহ রেগুলেটরের কপাট সমূহ বন্ধ করে দেয়ায় ২০০৫ সালে ১৭ কিঃমিঃ হরি নদী ২.০০ হতে ৩.০০ মিটার উচ্চতায় পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। এতে বিলের নিস্কাশন পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পূনরায় ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতার সূত্রপাত হয়। ফলে যশোর জেলার অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এর ১৮১০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার শিকার হয় এবং ১৯৩টি গ্রামের প্রায় ৩১,০০০ অধিবাসী দূর্ভোগের শিকার হন। পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় জরুরী ভিত্তিতে ৩টি এক্সাভেটর ও ২টি ড্রেজার দ্বারা ১২.৭৮ কিঃমিঃ লিড চ্যানেল খনন করে এপ্রিল/২০০৬ এর মধ্যে ৪ ফুট উচ্চতার পলি অপসারন করে জলাবদ্ধতা সহনীয় পর্যায়ে আনা হয় এবং সমীক্ষার ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে ১২.৯১ কিঃমিঃ পেরিফেরিয়াল মার্জিনাল ডাইক নির্মান করে এপ্রিল/২০০৬ এ পূর্ব বিল খুকশিয়ায় পুনরায় টিআরএম চালু করা হয়।

ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান কার্যক্রম

ভবদহ ও তৎসংলগ্ন নীচু এলাকা সমূহের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ হিসাবে দুই পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মধ্য মেয়াদে "ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ৭৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন আছে যা ২০১১-২০১৫ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথা- যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং কেশবপুর উপজেলা সমূহের ভবদহ এলাকার বিদ্যমান বিভিন্ন বিল সমূহের (যথা-কুমারসিং,রাজাপুর, সুন্দলি,

ঝিকড়া, বিলবকর, বিলকেদারিয়া, ডমুরতলা, হাজরাহাটি, পাচুরিয়া, ভেয়া, চাপাতলা, চান্দা, খুকশিয়া, দহকুলা, সিংগা, আমডাংগা, বালিয়াভাংগা, হরিণা ও অন্যান্য ছোট বিল সমুহ) নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ৭৩,৪০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি (১ম পর্যায়) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীন ভবদহ এলাকার নিষ্কাশিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নসহ ২০০৬-২০০৭ হতে চলমান বিল খুকশিয়ায় TRM ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এবং বিল কাপালিয়ায় নতুন TRM কার্যক্রম পরিচালনার কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ TRM (Tidal River Management)। TRM ভুক্ত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় এবং জমির মালিকগনের অনীহার কারনে বিল কপালিয়ায় TRM চালুকরন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। তবে বর্তমানে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ার তরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বছরে TRM বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদে জলাবদ্ধতা সমস্যা দুরীকরনের জন্য IWM ও DDC পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

(ক) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)

৯৮২২৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্টিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো’র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ, হাওর-বাওর ও বিল উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্বলিত প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে সম্পাদিত প্রায় ৩৬৮টি স্কীমের মধ্য হতে ৬৭টি স্কীমের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হবে। ৬৭টি স্কীমের মধ্যে ৩২টি স্কীমের সিষ্টেম ইম্প্রুভমেন্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট ট্রান্সফার ও ৩৫টি স্কীমের পূনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পর উক্ত স্কীমসমূহ সংশ্লিষ্ট জনগণের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় জুন/১২ পর্যন্ত সমাপ্ত অবকাঠামোগুলো হলোঃ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (রেগুলেটর/স্লুইস) ৬১টি, বাঁধ নির্মাণ ৪.৯৭ কিঃমিঃ, বাঁধ মেরামত ৩৬৬.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১২.০০ কিঃমিঃ, সেচ খাল খনন ৪.২০ কিঃমিঃ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ১৬৩৫০০ হেক্টর এলাকা বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদ বৃদ্ধিসহ নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দেশে মধ্যে মোট ৫০২ জন এবং বিদেশে মোট ১০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে বাপাউবো ও সংশ্লিদের কর্মদক্ষতা ও কাজে গুনগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে “জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯”, “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশকা-২০০০” এবং “বাপাউবো আইন -২০০০” এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত

(Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২৯৪.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর থেকে "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (SWAIWRPMP)" এর কাজ শুরু হয় এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪.০৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (খ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (গ) সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি (ঘ) খুলনা সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার-৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন।

প্রকল্পের আওতায় জুন/১২ পর্যন্ত সমাপ্ত অবকাঠামোগুলো হলোঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ ৩৪.৬৬ কিঃ মিঃ, খাল খনন ৩৫৫ কিঃ মিঃ, রেগুলেটর মেরামত/রেগুলেটর নির্মান ১৮টি, চেক ষ্ট্রাকচার/কালভার্ট/ফুট ব্রীজ ৪২টি, ইনলেট-আউটলেট ষ্ট্রাকচার ১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণ ২.৮৪ কিঃমিঃ, ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং-৫,১৫,৩১ ও ৩২ এর পুনর্বাসন এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর ২৫টি অফিস নির্মান। এ ছাড়াও ১০২টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), ১১টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMA), দুইটি এড হক Joint Management Committee (JMC) এবং অস্থায়ী ১৪০টি Landless Contracting Society (L.C.S) গঠন করা হয়েছে। ১০২টি WMG Co-operative Department কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে গঠিত L.C.S এর মাধ্যমে ছোট ছোট মাটির কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

মানব দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উপকারভোগী কৃষক/WMG/WMA সদস্যদের আধুনিক চাষাবাদে, মৎস্য চাষ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৩৫০ ব্যাচ উপকারভোগী এবং ৫০ ব্যাচ ষ্টাফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারে প্রণোদনামূলক হাতে নাতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে FFS [(Field Farmers School) (Agriculture)], FSF (Field School of Fishery) গঠন করা হয়েছে। অদ্যবধি ১৬টি কৃষি বিষয়ক ডেমোনেস্ট্রেশন প্লট এবং ১২টি পুকুরে ডেমোনেস্ট্রেশনমূলক মৎস্য চাষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়াও ৪৫টি কৃষি বিষয়ক উচ্চ ফলনশীল ডেমোনেস্ট্রেশন প্লটে প্রণোদনামূলক কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ২টি মাছের অভয়াশ্রম ও ৪টি খালের ভিতর মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ১৩টি FFS (Fisheries) পাঠদান সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩২টি FFS (Fisheries) এর কার্যক্রম চলছে। ৩০টি FSF (Agriculture) এর পাঠদান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০টি FSF (Agriculture) এর কাযক্রম চলছে।

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম

চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ২৭৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৪" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকা লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধকরতঃ ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন করে সিডিএসপি-৩ এলাকার রক্ষনাবেক্ষন কাজের অংশ হিসেবে ২৫.৯৫ কি:মি: নিষ্কাশন খাল পুন:খনন কাজ করা হয়েছে এবং সিডিএসপি-৪ এলাকায় নতুন ৩৩.৫৫৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে।

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওর সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর।

(ক) বিভিন্ন ধরনের ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে হাওড় এলাকার প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির একমাত্র বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রায় ২২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪) এবং ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিস্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) নামে ২টি প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প ২টির আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাওরের বাঁধ উঁচুকরণ, বিভিন্ন পানি অবকাঠামো নির্মান, নদ-নদী ড্রেজিং ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি লংবুম এস্কাভেটর ক্রয়, ১৬০.০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন ও উচুকরণ এবং ৪টি পানি অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছে। প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হলে হাওর অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ক) "উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" প্রকল্প

"উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকার ১টি প্রকল্প ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন/২০১২ পর্যন্ত ২০টি ক্লোজার, ৫৪.০০ কিঃমিঃ রিং বাঁধ, ৫০.০০ কিঃমিঃ বিকল্পবাঁধ, ১৮৪.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ৭টি পানি অবকাঠামো নির্মান, ২০টি মেরামত ও ২.২০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে প্রকল্পভূক্ত উপকূলবর্তী এলাকায় বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্রঃ মাতারবাড়ী ক্লোজার

চিত্রঃ বাঁধ ও স্লোপ প্রটেকশন

(খ) ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)

২০০৭ সনে সংঘটিত ঘুর্ণিঝড় সিডরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের নিমিত্তে ১৮০.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, দশমিনা ও গলাচিপা, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা ও বেতাগী এবং পিরোজপুর জেলার মাঠবাড়িয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে এবং সমাপ্ত হবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ বাঁধ নির্মাণ/মেরামত- ৫৭০.৫০ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত-২৪৯টি ও তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৯০ কিঃমিঃ।

জুন/২০১২ পর্যন্ত নতুন বাঁধ- ১.৩০ কিঃমি, বাঁধ মেরামত ১৮৪.৩৮ কিঃমিঃ, পানি অবকাঠামো নির্মান- ৩১টি, মেরামত ২৫টি ও নদীতীর সংরক্ষন- ০.৭০ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকার ১৯টি পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এতে বর্ণিত এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মানের (অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য ECRRP এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা 'Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP)" কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষার্থে এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো কর্তৃক জুন/২০১২ পর্যন্ত ২৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরাঞ্চলে অন্যান্য পানি অবকাঠামোসহ পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত ২৬টি প্রকল্পের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩৮৩.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে বাকি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

আরও বেশকিছু প্রকল্প পর্যায়ক্রমে অর্ন্তভূক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শেষে ২০০.০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

নদী শাসনে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

(ক) ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প

প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব বন্দরকে মেঘনা নদীর ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা, বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ সহায় সম্পদ রক্ষা করা। মোট ২২৬৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো হলো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১৮৭৬ মিটার, রিটেইনিং ওয়াল- ১৮৭৬ মিটার, ওয়াকওয়ে- ১৬৬০ মিটার, ড্রেন- ৪৬০ মিটার, রাস্তা- ৭০০ মিটার। জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৩৯৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৩%। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

চিত্রঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন

(খ) সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রজেক্ট

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাচিত ৯ টি মাঝারী শহরে সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যামুক্ত ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পটি মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ শহরে অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহরের বন্যা প্রতিরোধের সঙ্গে পৌরবাসীদের মৌলিক চাহিদা যথা পানি-নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (বস্তির) উন্নয়ন সমন্বিত করে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ; পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা; পৌর ব্যবস্থাপনা ও পৌর সুবিধাদি প্রদানে সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসাবে মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ থেকে জুন/১৩ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৫১৯.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত বর্নিত ৯টি শহর রক্ষার্থে সর্বমোট ৩৬ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৯০.১৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৩৩%।

(গ) নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন হতে জন গুরুত্বপূর্ণ শহর, মূল্যবান সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি রক্ষাকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে নদী তীরবর্তী এলাকায় জনগণের মধ্যে সামাজিক পরিবেশ রক্ষা ও ভারত হতে প্রবাহিত সীমান্ত নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর তীর ও জমি রক্ষার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৯১.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি ৮৪টি উপ-প্রকল্প নিয়ে গঠিত যা ৩৭টি জেলায় অবস্থিত। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৮৪টি উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা উপকৃত হবে। তাছাড়া ২১৬০.২০ কোটি টাকার সম্পদ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পাবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩৯,৯৯৫ মিটার বাঁধ নির্মাণ- ৯৫,০০০ ঘন মিটার, গ্রোয়েন/স্পার ৬টি ও ইনলেট/স্লুইস-২টি। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত। সর্বমোট ৭৫টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩৮টি উপ-প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে-যার মাধ্যমে ১৬.৪২০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১০৮.৯১ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৮%।

(ঘ) সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ নিম্ন সমতলভূমি বিশিষ্ট অঞ্চল। নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উপরন্ত সীমান্ত নদী তীর ভাঙ্গনের ফলে ব্যাপক এলাকা প্রতি বছর বাংলাদেশ ভূ-খন্ড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫৪টি এবং মায়ানমারের সাথে ৩টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এসকল নদ-নদী ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সীমান্তে প্রবাহমান। এ সকল সীমান্ত নদীর তীর ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশ যে শুধু ভূ-খন্ডই হারাচ্ছে তাই নয়, বিলীন হচ্ছে জনবসতি, সহায়-সম্পত্তি, ফসলী জমি এবং বিচ্ছিন্ন হচেছ মানুষের সংস্কৃতিক বন্ধনও। এসকল সীমান্ত নদীর তীর ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমঝোতা চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তীর সংরক্ষণ কাজ করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৯৩১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩.০৭৩ কিঃমিঃ সমীন্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪৯২১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১.১৩৮ কিঃমিঃ কাজ চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও সীমান্ত নদী তীর সংবক্ষন কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে।

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় বাপাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভিত্তিতে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল শ্রেণীর সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, বাপাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম

(ক) সেচ কার্যক্রম

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০.৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সেচ কার্যক্রমের জোন ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	জুন, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩	১৫৬৬৯	১৬১৯২৮	১৫৮৪৮১
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৮৭২২	৬১৩৪	৭০৭৩	১৩৫৫৭৫	১৩৪৬৮৩
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ ৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫	১২৩৯০	১৮১৭৩০	১৫৫৬৮৭
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৪০৩১	৪১৭৫৩	২৭৯৮৮	১৮৫৬০৮	১৬৯৫১৯
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫	১০৪০০	১০৪৫৫০	১০৪০৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০	০	১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩

ক্রমিক নং	জোন	জুন, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭।	উত্তর- পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৫০২৭১	০	০	৭৫৮৯০	৭৪৭৫৯
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্রগ্রাম	০	০ 0.00%	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫	০	০	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫
	মোট ঃ	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৪৪১২৮ (৯৯.৮৩%)	১০০৭৬০	৭৩৫২০ (৭২.৯৭%)	১০৬৪২৪৪	১০১৪০৩৭ (৯৫.২৮%)

(খ) সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর বূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে।

জোন ভিত্তিক সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫১.৫০ ৫.০০	৫১.৫০ ৫.০০	১০.৩৭ ২.৪১	১৪.৫০ ৩.৫০	১৩১.৬৪ ১২.৭৪	১৪৬.১৪ ১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	১.০০ ৫.০০ ০.২০	১.০০ ৫.০০ ০.২০	০.৯৫ ২.৪৬ ০.০০	১.৫৭ ২.৫৫ ০.০০	১১.১৩ ১৪.০০ ১.০২	১২.৭০ ১৬.৫৫ ১.০২

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	৩.৭৮	৭৬.৬৪	৮০.৪২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	৩১.৭৯	১৯৩.১৫	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০৭	১৫.৪৪	১৫.৫১
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	১১.৭৫	১৯.৬৪	৩১.৩৯
	মোট		১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৬৯.৫১	৪৭৬.৪৫	৫৪৫.৯৬

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুন/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫৯.৩৭	১৭৫.৮০	৬৯.৫১

চলমান সেচ কার্যক্রম ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য এলাকার মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদযোগ্য জমির ৭২%) সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে সেচ প্রকল্পাধীন এলাকা প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদ যোগ্য জমির প্রায় ১৭%)। প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেচযোগ্য এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে দেশের সেচ এলাকা বৃদ্ধি করতে হলে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল ভরাট হয়ে যাওয়া খাল ও নদী-নালা পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ড্রেজিং কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করে এর সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক চলমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

চলমান গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (২য় পর্যায়; ১ম ইউনিট)	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৫৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
২	আপার সুরমা-কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৮২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	বাদাই নদী ও শাখাখাল পুনখনন এবং পাম্পস্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ১৭,০০০ হেঃ এলাকাকে চাষের আওতায় আনা, পানি নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন কাঠামো তৈরি করে উক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হওয়াসহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপকূলীয় বন সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষিত হবে।
২	চাঁদপুর-কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১৫৮.৭১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১২৭৮০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৬১৬৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৪৭.৬৫ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৬৯৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ২৪.৯৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৭৩.২৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩৩১৭ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৪৩৭ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ৭৪৮০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ড সরকারের মধ্যে কারিগরি সহায়তা চুক্তির আলোকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীনে জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে ১৯৯১ সালে সমাপ্তকৃত "ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প" এর মাধ্যমে মেঘনার মোহনায় ভূমি উদ্ধার এবং চর উন্নয়ন মাধ্যমে ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়- যা জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯১ সালে "ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প" সমাপ্তির পর তা বর্ধিত আকারে স্থল ভিত্তিক 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন' (সিডিএসপি) এবং পানি ভিত্তিক 'মেঘনা এষ্টুয়ারী স্টাডি' নামে দুইটি আলাদা প্রকল্প শুরু হয়।

'মেঘনা এষ্টুয়ারী স্টাডি' প্রকল্প জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ বাস্তবায়ন করে। 'মেঘনা এষ্টুয়ারী স্টাডি' (এম.ই.এস) প্রকল্পটি বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্ক সরকারের অর্থায়নে নভেম্বর/১৯৯৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে এবং জুলাই/২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। এম.ই.এস প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় এপ্রিল/২০০৭ হতে নভেম্বর/২০১১ সাল ব্যাপি এষ্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের সার্ভে ইউনিট এম. ভি. অন্বেষা (M V ANWESHA) জাহাজ দ্বারা হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য জরিপ কার্যক্রম সমূহ ছিল প্রকল্প এলাকায় বেথিমেট্রিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা, ডিসচার্জ মেজারমেন্ট, লবণাক্ততার পরিমাপ, সেডিমেন্ট মেজারমেন্ট, ইরোশন ও এক্রিশেন মেজারমেন্ট, পানি উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষন ও Potential Cross-Dam সমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে চর মন্তাজে-খলিফার চর ক্রস-ড্যাম নির্মিত হয়েছে

এবং চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ দু'টি ক্রস-ড্যাম নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রস-ড্যাম নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১১-২০১২ সালে জরীপ কাজে কোন বরাদ্দ না থাকায় হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, উপকূলীয় এলাকায় মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও ভূমি উদ্ধার স্টাডি একটি নিয়মিত কার্যক্রম। জাতীয় স্বার্থে উপকূলীয় অঞ্চলে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে কাজসহ সার্ভে ইউনিট এম. ভি. অন্বেষার নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা প্রয়োজন।

চিত্র ঃ জরীপ জাহাজ এম. ভি. অন্বেষা (M V ANWESHA)

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর দপ্তর ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেলত্রয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসর যাবৎ পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান নিম্নে বর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে থাকেন।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা
১।	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩
২।	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১০০
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুনাগুন	২২
৪।	লবণাক্ততা	১০০
৫।	পলি প্রবাহ	২৬
৬।	বারিপাত	২৬৯
৭।	আবহাওয়া	৩
৮।	বাষ্পায়ন	৩৯
৯।	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৫২
১০।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৮২
১১।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০
১২।	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুন	১১৯
১৩।	একুইফার বৈশিষ্ট্য	২৭৮
১৪।	বোরহোল লিথলজি	৪৭১

উপরোক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বন্যা পূর্বাভাস ও প্রসেসিং সার্কেল এ প্রক্রিয়াকরণের পর ডাটাবেজ পাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান / দপ্তরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হয়।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান

বর্তমানে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সার্কেলের আওতায় ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে প্রায় সবগুলি নদীরই সীমান্ত নিকটবর্তী ষ্টেশনে পানি প্রবাহ ও পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে যা অভিন্ন নদী অববাহিকার দেশসমূহের পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, আলাপ আলোচনা ও যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে অপরিহার্য। প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞানের আওতায় পাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ফলশ্রুতিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে জানমালের রক্ষা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। এ ছাড়াও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত ৫ মাস ব্যাপী হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উজানে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ উদ্যোগে পানি প্রবাহ পরিমাপ কার্যক্রম এর মত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলাধীন পাবনা পানি বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক পালিত হয়ে আসছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষনের জন্য ১২৮২টি পর্যবেক্ষণ কূপ রয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল মনিটরিংসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় আর্সেনিকের মাত্রা নিরূপন, এ্যাকুইফার টেষ্ট, হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচারাল ওয়ার্কের ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রিভার মরফোলজি

রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল কর্তৃক দেশব্যাপী বিস্তৃত ১৫৯টি নদীতে প্রায় ১৮৫২টি ক্রস সেকশন জরীপ কাজ করা হয়। উক্ত জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ভাঙ্গন, নদীর দুই পারের অবস্থান, নদীর গতি পথ নির্ণয় এবং নদীর উপর ব্যারাজ/ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস ৫ (পাঁচ) দিনে উন্নীত করা সহ বন্যা বার্তা জনগণের নিকট দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যেগে ২০১০ সাল হতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উজানের বর্ষা মৌসুমে পানি সমতল তথ্য প্রতিদিন ভারত থেকে পাওয়া যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের জনগণ যে কোন মোবাইল অপরেটর হতে ১০৯৪১ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জ্বলোচ্ছাস পূর্বাভাস জানতে পারেন। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। বন্যা ও সতর্কীকরণ পূর্বাভাস আধুনিকীকরণে এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জানমাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ড্রেজার পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

নদ নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এই উপমহাদেশে (বাংলাদেশে) ড্রেজার ব্যবহার শুরু হয়। ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিংসহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর "No profit No los " ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ঘনমিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯.৪১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে মোট আয় হয় ৩৯.৬০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৯.৩৭ কোটি টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ২৮টি (১৫টি ১৮'', ১২টি ১২'' এবং ১টি ৬'' ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার, ৫টি এ্যম্ফিবিয়ান এক্সকাভেটর ও ২টি বুষ্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩০টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২'') এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮'' ও ১টি ১২'') কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২'' ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ৬০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান ড্রেজিং কাজগুলো ছিল- পানি উন্নয়ন বোর্ডের জি.কে ইনটেক চ্যানেল খনন, চাঁদপুরস্থ চরবাগাদী পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল খনন, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের অনুকুলে টুঙ্গিপাড়াস্থ বর্ণি বাওড় খনন, মধুমতি বাওড় খনন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরীরুট খনন, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌরুট খনন, মাওয়া-মঙ্গলমাঝি-চরজানাজাত ফেরী রুট ড্রেজিং, ঢাকা-বরিশাল নৌ-রুট ড্রেজিং, মংলা জয়মনি ড্রেজিং, গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মুখে খনন, এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এর ভেড়ামারাস্থ ৪০০ কেভি ব্যাক টু ব্যাক বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন নির্মান স্থলের ভূমি উন্নয়নকল্পে মাটি ভরাট, ইত্যাদি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে ১৩০৯.৮৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যমানের "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ঋণের আওতায় আরো ২টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক জলযানও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। এসকল ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ক্যাপিটাল ড্রেজিং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

২০১১-১২ অর্থবছরে ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(লক্ষ টাকা)

ক্রং নং-	খাতের নাম	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
১।	ড্রেজার হতে আয়	৩৯৫৯.৯০		
২।	বিবিধ আয়	২৪.১২		
৩।	পরিচালন ব্যয়		৩২৭৭.৬৩	
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়		৩১৫.৩৩	
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ		৩৪৩.৯০	
	মোট=	**৩৯৮৪.০২**	**৩৯৩৬.৬৬**	

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমনঃ পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট নির্মাণ, মেরামত ও সংযোজন; পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত; বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার ও কুলিং টাওয়ার নির্মাণ ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে ভারী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান করে এ প্রতিষ্ঠান রাজস্ব আয় করে থাকে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয় হয়েছে ১২২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩০২.০০ লক্ষ টাকা। স্ব-আয়ে পরিচালিত যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের গেট ও হোয়েষ্ট নির্মাণ ও স্থাপনসহ সকল কর্মকান্ড এবং আয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রং নং-	খাতের নাম	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়ার আয়	২৭৫.০০		
২।	জলযান ভাড়ার আয়	১০০.০০		
৩।	ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	৮০০.০০		
৪।	বিবিধ	৪৫.০০		
৫।	পরিচালন ব্যয়		৯৭৭.০০	
৬।	প্রশাসনিক ব্যয়		৩২৫.০০	
	মোট =	**১২২০.০০**	**১৩০২.০০**	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বোর্ড সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধার্থে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, GIS সেল, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) ও GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে জিপিএফ হিসাব কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেওয়া সম্ভব হবে।

বিকল্প বিদ্যুতের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পরপরই বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সদর দপ্তরসহ তার অধিনস্ত ৮টি জোনের প্রধান কার্যালয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে সৌর প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাপাউবোর ঢাকা-এর গ্রীণরোড ডিজাইন অঙ্গন এবং কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম জোনের প্রধান কার্যালয়ে সৌর প্যানেল স্থাপন করতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। অন্যান্য জোন যথাঃ খুলনা, রংপুর, সৌর প্যানেল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে- যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

চিত্র ঃ সোলার প্যানেল (গ্রীনরোড ডিজাইন অঙ্গন)

জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতি। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ কম-বেশী- এ দেশে ঐতিহাসিকভাবে হয়ে আসছে। এ অংশগ্রহণ সুশৃংখল এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে করার জন্য এলাকাবাসীর পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রয়োজন এবং তাদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সম্পদ আহরনের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ধারাবাহিক ভাবে ধরে রাখতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ও টেকসই করতে পারে।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে। বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ।

এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

১) সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমে পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার;

২) কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড উদ্দীপ্ত করা;

৩) প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা;

৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫) সদস্যদের কল্যাণার্থে সমবায় সমিতি হিসাবে অন্যান্য সাধারণ কাজ করা;

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহনের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সমিতি সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবো এর অধীন নিবন্ধিত করা হচ্ছে।

বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১২ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেঃ)	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF)		মন্তব্য
		গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধেনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধনের অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১৯	১৬০১৮৬১	৫৩৯১	১৩০৯	১৯০	৫৭	৭	-	

জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যার বিপরীতে জুন '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৬৩.০১	২০.৬৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৫৩.৮৩	৫০.৫১%
৫।	তহবিল প্রদান	৫৭.৬৪	১৮.৯২%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬৪.৪৯	২১.১৭%

পেন্ডিং	২৪০.০৭ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৩২.৯৬ হেঃ (৪৩.৬৬%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	১০৭.১১ হেঃ (৩৫.১৭%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)
২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	৩০৪.৫৬ হেঃ
	মোট= ৩০৪.৫৬ হেঃ

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে "অংশ গ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১" এবং পরবর্তীকালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৪) এবং নারী-পুরুষ সমতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এ সকল দলিলে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ বিষয়টি বিশেষ

গুরুত্ব পায়। এর ভিত্তিতে বোর্ডের সদর দপ্তরে এবং মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে বিশেষ করে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে নারীর স্বক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। নারী সদস্যরা যাতে পানি ব্যবস্থাপনায় স্বক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে নারী সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়। নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে বাপাউবো নারী কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী পদে বদলি তথা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমিতে বন সৃজন করার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মুল লক্ষ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- উপকূলীয় এলাকায় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমি বনায়নপূর্বক সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থাপনা সমুহের রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান

সরকারের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ, ভোলা সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মতো বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হয়। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরববাজার ইত্যাদি বড় বড় শহরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সেসঙ্গে সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূ-খন্ড হারানো প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যমুনা নদীর করাল গ্রাস থেকে সিরাজগঞ্জ ও সারিয়াকান্দি রক্ষাকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প; ফ্যাপের অধীন কামারজানী, গুটাইল রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, সিরাজগঞ্জ ও কাজিপুরে কয়েকটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় খুলনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম শহরকে নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। যার ফলে ৬টি পৌর এলাকার প্রায় ১২ লক্ষ লোক, তাদের সহায় সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাদি নদীভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশের ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বন্যা বাঁধ/ফ্লাড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে বন্যামুক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, এ প্রকল্পের অধীনে আশুলিয়া-মীরপুর-লালবাগ-মিটফোর্ট পর্যন্ত অংশে বাঁধের উপর ৩২ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে যার ফলে মহানগরীর পশ্চিমাংশে যানবাহন চলাচলের এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত ৫৩ বছরে (২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ছোট বড় ৭৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ যাবত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৩৮টি বৃহত্তম, ৬০টি বৃহৎ ও ১৫৬টি মাঝারি ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৫৭১ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১০,৪৬৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে প্রায় ৯৭.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে। এ ছাড়া মেঘনার মোহনায় বেশ কয়েকটি আড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০২০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃজন/উদ্ধার করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে

সমগ্র দেশের প্রায় ৪০% এবং বন্যা বিধৌত অঞ্চলের প্রায় ৫০% এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১১-১২ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১.	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	৫৭
২.	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	৮৯
৩.	ব্রীজ ও কালভার্ট (সংখ্যা)	০
৪.	ক্লোজার (সংখ্যা)	১১
৫.	রাবার ড্যাম (সংখ্যা)	১
৬.	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	৫৮.০০
৭.	বাঁধ রিসেকশনিং (কিলোমিটার)	৩২২.০০
৮.	ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১১৯.০০
৯.	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	৫০.০০
১০.	নিষ্কাশন খাল (কিলোমিটার)	৪৬.০০
১১.	শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের (সংখ্যা)	১
১২.	প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৩৪.১৪
১৩.	ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	২
১৪.	নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	১১৪
১৫.	নদী ড্রেজিং রক্ষনাক্ষেন (কিলোমিটার)	৩০

এক নজরে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৬৪ টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা	৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা	১৪.০০ লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪ টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০ বর্গ কিলোমিটার
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২১ টি
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১০,৪৬৩ কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,২২৫ কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪,৪৩৩ টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	১৯ টি
ক্লোজার	১৩৫৬ টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৩০ টি
রাবার ড্যাম	৫ টি
ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	২ সেট
নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	১১৪ কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৪১ কিলোমিটার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় এর ঠাকুরগাঁও এ কালিকাগাঁও প্রকল্প পরিদর্শন

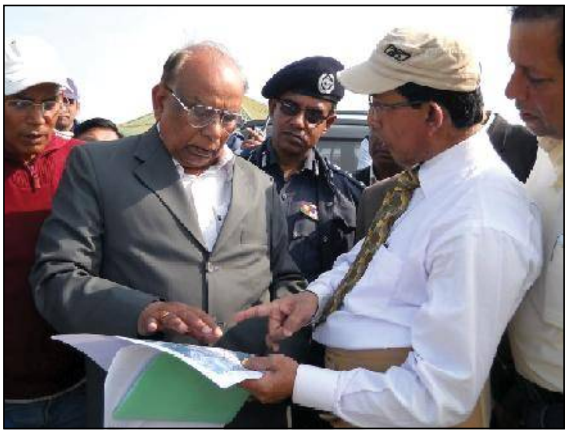

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় এর সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর ষ্টীফ-২ প্রকল্পাধীন জামালপুর শহর প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার চলমান কাজ পরিদর্শন

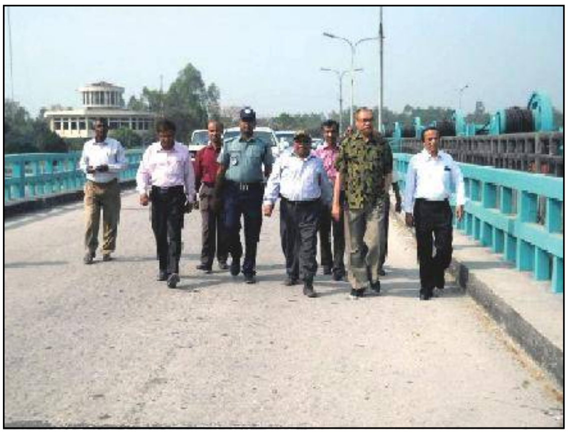

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এর তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এর আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার চলমান কাজ পরিদর্শন

হাওর এলাকায় ডুবন্ত বাঁধসহ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি

ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামো পুনর্বাসনের কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০১০-১১ অর্থবছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৩.৫৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন (2011 Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh)। বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৯৭.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১	**ড্যাম** ড্যামের মাধ্যমে পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদ সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতঃ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

মহামায়া ছড়া ড্যম, মিরশ্বরাই

২	**বন্যা বাঁধ** বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ

সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫

৩	**সেচ খাল** সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল, রংপুর

৪	**নিষ্কাশন খাল** নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা

নোয়াখালী খাল

৫	**বাঁধ কাম রাস্তা** যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৬	**স্লুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	 বেতুয়া স্লুইস, চরফ্যাশন, ভোলা
৭	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর
৮	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌচলাচল সচল রাখা	 সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস

৯	**ব্যারেজ** প্রবাহমান বড় নদীতে কাঠামো নির্মাণ করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

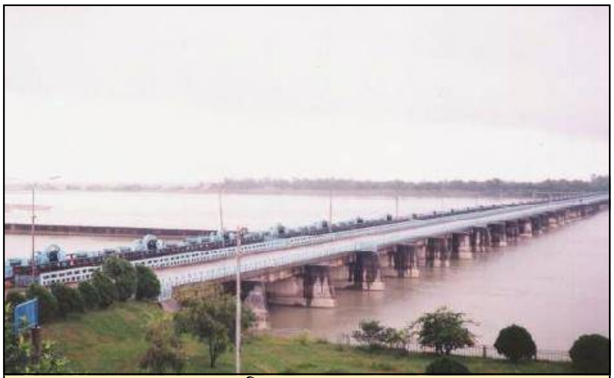

তিস্তা ব্যারেজ

১০	**রাবার ড্যাম** প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে টিউবে বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা

রাবার ড্যাম (মহামায়াছড়া, মিরশ্বরাই)

১১	**রেগুলেটর কাম ব্রীজ** পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন

কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ

১২	**ক্লোজার ড্যাম** প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধকরণ

মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম

১৩	**স্পার** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরির্বতন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 তিস্তা নদীতে সলিড স্পার
১৪	**গ্রোয়েন** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরির্বতন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 যমুনা নদীতে কালিতলা গ্রোয়েন
১৫	**রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ** নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ	 যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট
১৬	**পাম্প হাইজ** যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে প্রকল্প এলাকায় সেচের জন্য পানি উত্তোলন এবং প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন	 জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ

১৭	**অ্যাকুয়াডাক্ট** সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ সচল রাখা

তিস্তা সেচ প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট

১৮	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন

১৯	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন

গড়াই নদী পুনঃ খনন

২০	**জিও টেক্সটাইল ও জিওব্যাগ** নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ফিল্টার মেটিরিয়াল হিসেবে জিও টেক্সটাইল এবং প্রতিরক্ষা মেটিরিয়াল হিসেবে জিও ব্যাগ

যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (জেএমআরইএমপি)

২১	**ফিস-পাস ঃ** প্রজনন মৌসুমে নদী থেকে খালে-বিলে এবং খাল-বিল থেকে নদীতে মাছের অবাধ যাতায়াতের জন্য

ফিস-পাস, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

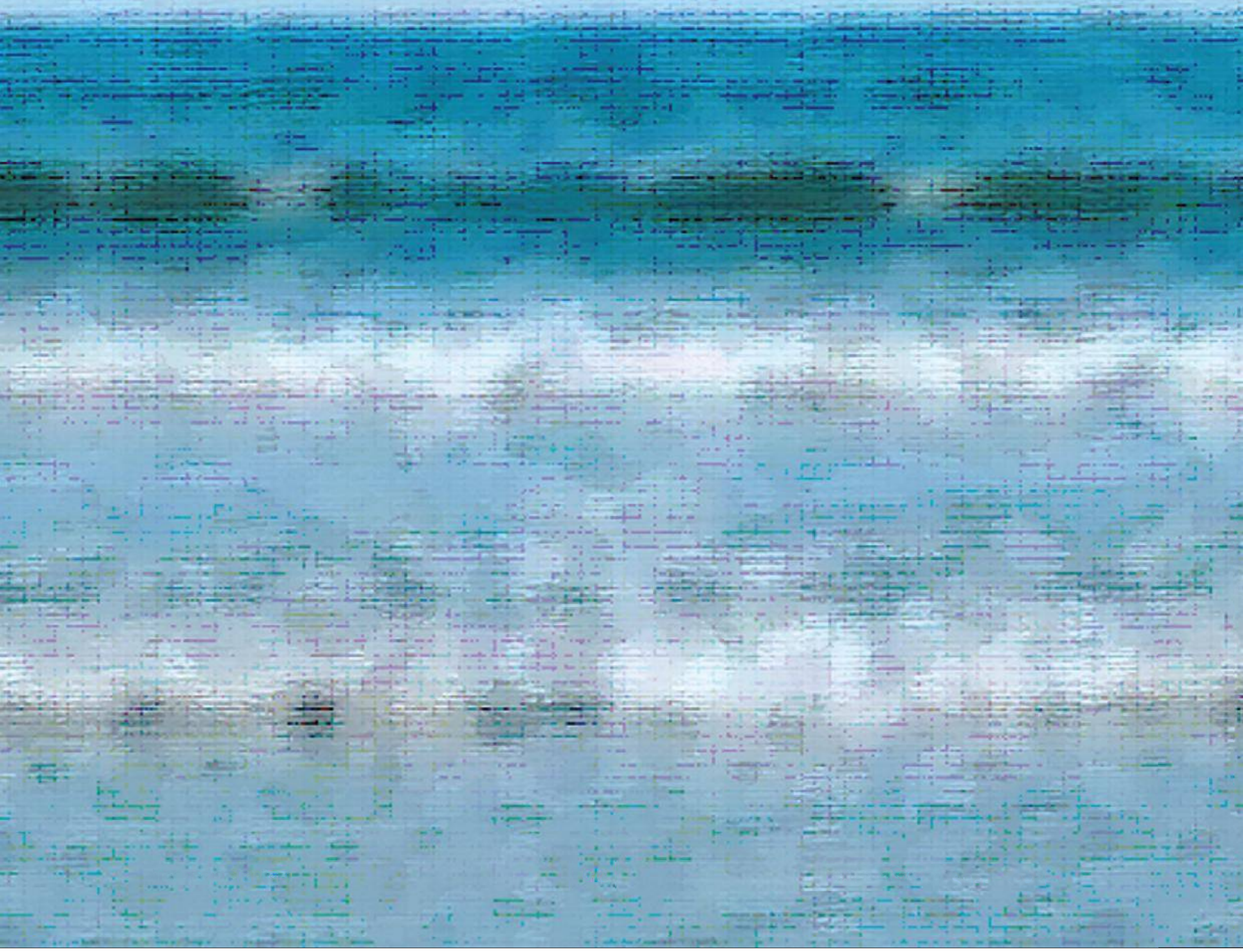

চতুর্থ অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের শহর, নগর ও বন্দর এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের অভাব, পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা তথা ওয়ারপোকে প্রতিষ্ঠা করে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞিপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি হয়। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত "মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন" বা এমপিও এর উত্তরসূরী। পরবর্তীতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপো নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি-কে পরামর্শ প্রদান;
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য "ক্লিয়ারিং হাউজ" হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর অতিরিক্ত দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পাদন। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। নিম্নে অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবলের একটি চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ ১ম শ্রেণী ২য় শ্রেণী	৪২ ২	২৪ ২	১৮
কর্মচারিঃ	৪৩	৪০	৩
সর্বমোটঃ	**৮৭**	**৬৬**	**২১**

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

ওয়ারপো পানি সম্পদ খাতের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা। বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কর্মকান্ড/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১১-১২ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১১-১২ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) ওয়ারপো অংশ	৩৫০	২৬১.৪২	বিশ্বব্যাংক/ নেদারল্যান্ডস
অনুন্নয়ন			
ভাতাদি	২৪৮.৭৯	২৪৮.২৫	জিওবি
অন্যান্য	১১৯.১৫	১০৬.৮৮	
উপমোট	৩৬৭.৯৪	৩৫৫.১৩	
সর্বমোট	**৭১৭.৯৪**	**৬১৬.৫৫**	

২০১১-১২ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ

(ক) বাস্তবায়িত কার্যক্রম

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) ৩বি

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ওয়ামিপ ৩বি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ওয়ারপোতে স্থাপিত "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার" হালনাগাদকরণ এবং ওয়ারপোর মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

ওয়ামিপ প্রকল্পে ওয়ারপোর অংশ (কম্পোনেন্ট-৩বি)

কম্পোনেন্ট-৩বি - ১ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং
কম্পোনেন্ট-৩বি - ২ ঃ 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'

কম্পোনেন্ট ৩বি - ১ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষন। ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ এ প্রকল্পের পরামর্শক ও ওয়ারপোর মধ্যকার পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জানুয়ারি ২০১১ হতে পরামর্শক সেবা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০১১ তে খসড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে । NWPo, NWMP, ODP, CZPo বর্ধিত কর্মকান্ডের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালাও পরিকল্পনার কার্যক্রম চলছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ওয়ারপো ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ১৬ জন কর্মকর্তা দুটি গ্রুপে AIT, Bangkok ও Netherlands এ IWRM এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কম্পোনেন্ট ৩বি - ২ ঃ "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প "

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচারের দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত হয় । জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় 'পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (NWRD)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার জন্য ওয়ারপোকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে প্রাথমিকভাবে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ তথ্যভান্ডার (NWRD)' প্রতিষ্ঠা করা হয় । পর্যায়ক্রমে এর অধীনে 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ তথ্য ভান্ডার (ICRD)' সম্পৃক্ত করা হয় । ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ূ, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত বিষয়ে NWRD এবং ICRD

-তে ৯০০ (নয়শত) টির অধিক উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই তথ্যভান্ডার NWMP হালনাগাদকরণে এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস । সংগৃহীত উপাত্ত ছাড়াও এই উপাত্তভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটাবেজ, টুলস্ ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ তাদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে NWRD ও ICRD এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন ।

বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) অধীনে ওয়ারপোর ”জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ” প্রকল্প কার্যক্রম চলমান আছে । ১৯ মে ২০০৯ তারিখে প্রকল্পের পরামর্শক ও ওয়ারপোর মধ্যকার পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । চুক্তিটি আগামী ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে ।

”জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ” প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য নতুন নতুন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে NWRD কে হালনাগাদকরণ
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নততর টুলস এবং টেকনিক উদ্ভাবন ও হালনাগাদকরণ
- তথ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রবর্তন
- বৃহত্তর তথ্য ব্যবহারকারি গোষ্ঠীর মধ্যে সহজে তথ্য বিতরণ ও আদান প্রদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত কৌশলের ব্যবহার
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং সহজে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।
- NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন
- উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন

২০১১-২০১২ অর্থবছরে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:-

১.১ উপাত্ত সংগ্রহ

NWRD এবং ICRD এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ওয়ারপো ৭ (সাত) টি বিভিন্ন প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থা (Primary Data Collecting Agency) হতে ভূ-পরিস্থ পানি, মৃত্তিকা এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত বিষয়ে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করেছে ।

১.২ বিদ্যমান উপাত্ত হালনাগাদ ও নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্তকরণ

২০১১-২০১২ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে NWRD এর ১০ (দশ) টি এবং ICRD এর ১০ (দশ) টি নতুন উপাত্ত মেটা-ডাটাসহ সংযোজন করা হয়েছে।

এছাড়া, NWRD এর ৬০ (ষাট) টি এবং ICRD এর ৪০ (চল্লিশ) টি spatial, tabular and time series সংক্রান্ত বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।

১.৩ বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় সংরক্ষিত উপাত্ত, উপাত্তভান্ডার, উপাত্ত সংরক্ষণ, হালনাগাদ, বিতরণ, সফটওয়্যার ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ওয়ারপো এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রেরণ করে এবং ২০১১-১২ সময়কালে ওয়ারপো ১৩ (তের) টি সংস্থা হতে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে ।

১.৪ NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি

"জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ" প্রকল্পের অধীনে NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্য্যকরীভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। এই কাজের আওতায় প্রণীত Concept Note on MIS Development for Monitoring and Evaluation of NWMP Programmes' ওয়ারপোর কমর্কর্তাবৃন্দের মতামত অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়েছে । ২০১১-২০১২ সময়কালে, Concept Note এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত MIS কাঠামোর (ফ্রেমওয়ার্ক) নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

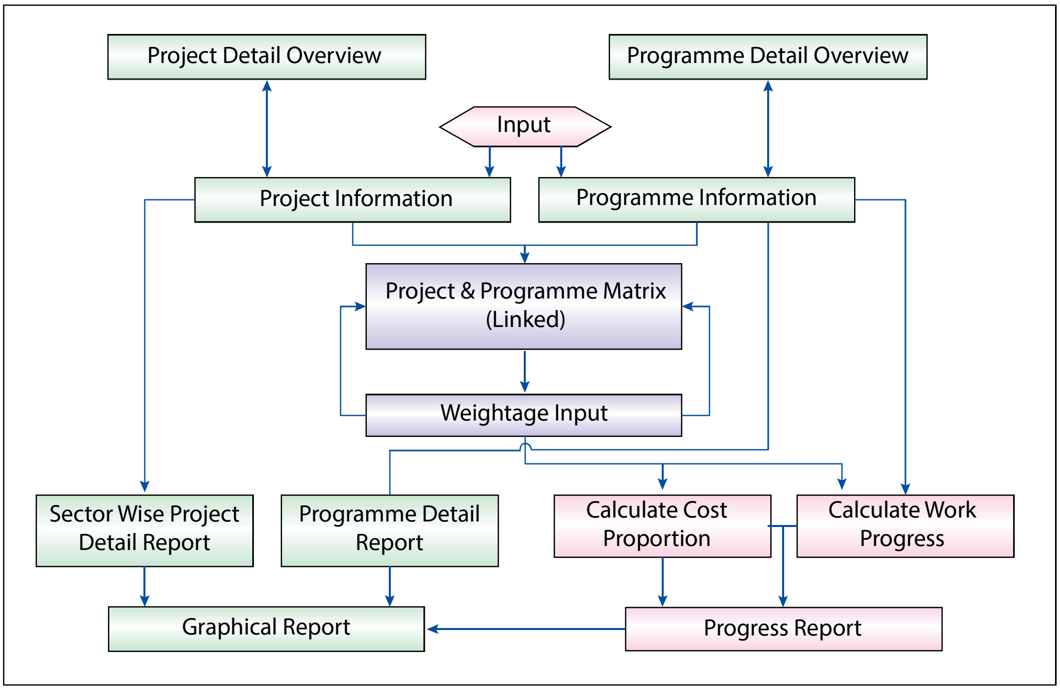

চিত্রঃ MIS কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক

MIS কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক এর উপর ভিত্তি করে তৈরী চার সারি (টায়ার) বিশিষ্ট MIS Tool এর ডিজাইন করা হয়েছে। MIS Tool অর্থাৎ application সফটওয়্যারটিতে ASP.Net (C#), XHTML, CSS2, AJAX, jQuery and JavaScript প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। MIS Tool টি ওয়েববেজড্ বিধায় Internet/Intranet এর সাহায্যে খুব সহজে সার্ভার হতে ডাটা খুঁজে (retrieve) বের করা যায়। সফটওয়্যারটি আরও user-friendly করার জন্য ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দ কাজ করছেন।

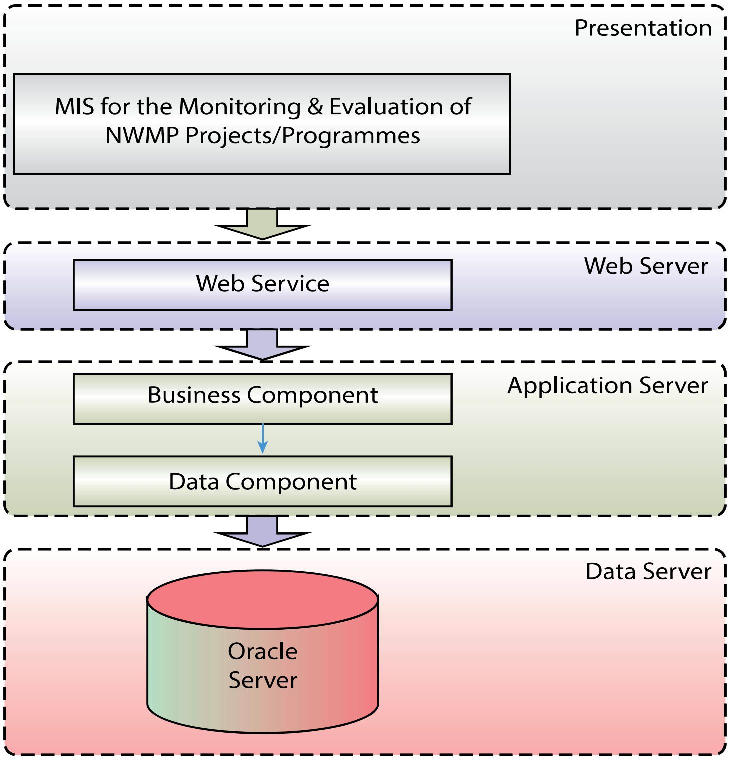

চিত্র: চার সারি (টায়ার) বিশিষ্ট MIS Tool

১.৫ উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন

জাতীয় পানি "সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ" প্রকল্পের অধীনে পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত GCP Databank এর মূল্যায়নের ও মতামতের জন্য মে, ২০১২ সময়ে BIWTA, BUET, BWDB, CEGIS, IWM, LGED, SoB, SPARRSO এবং WARPO এর অংশগ্রহনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

চিত্র: মানিকগঞ্জ জেলা থেকে Differential Global Positioning System (DGPS) যন্ত্রের মাধ্যমে GCP ডাটা সংগ্রহ করছেন WARPO এবং CEGIS এর কর্মকর্তা বৃন্দ

১.৬ ডিজিটাল ওয়ারপো লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম

ওয়ারপো লাইব্রেরী ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন দুর্লভ/দুস্প্রাপ্য, মূল্যবান বই, রিপোর্ট এবং নকশার (৪৮০০ পৃষ্ঠা) ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করে ওয়ারপোর সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ প্রকারের বিভিন্ন বই, রিপোর্ট এবং নকশা ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ারপোর অনলাইন লাইব্রেরী ক্যাটালগ ওয়ারপো ওয়েবসাইটে (http://www.warpo.gov.bd/Library) সংযোজন করা হয়েছে।

১.৭ ওয়ারপোর ওয়েব সাইট উন্নতকরণ

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ারপোর ওয়েব সাইট (http://www.warpo.gov.bd) ২০১১-২০১২ অর্থবৎসরে উন্নত ডিজাইন ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে ।

ওয়ারপোর সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন রিপোর্ট, পরিকল্পনা, পলিসি, টেন্ডারসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট, এবং ওয়ারপোর সকল কর্মকর্তার ই-মেইল, ফোন নাম্বার ওয়েবসাইটে দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এছাড়া, ওয়ারপোর অনলাইন লাইব্রেরী ক্যাটালগ সফট্ওয়্যার (http://www.warpo.gov.bd/Library) এবং NWRD ও ICRD এর উপাত্ত তালিকা ও সংক্ষিপ্ত মেটাডাটাও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে (http://www.warpo.gov.bd/Database)।

চিত্র: ওয়ারপো ওয়েবসাইটের নতুন হোম-পেজ

১.৮ ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের in-house প্রশিক্ষণ

২০১১-১২ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা Training on Microsoft Office Access, Training on Data Updating Procedure (Spatial & Simple Table Data), Training on Ground Control Point (GCP), Training on Data Updating Procedure (Time Series), Training on Data Quality Control (Times Series) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান গ্রহণ করেন।

১.৯ ”জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার” এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তাবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে NWRD ও ICRD এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন। ২০১১-২০১২ সময়কালে, International Union for Conservation of Nature (IUCN), WMIP M&E Consultant (Package S2), Department of Urban & Regional Planning BUET, Student of Water Resources Engineering Department BUET, JICA Study for preparatory survey on cooperation program for the Disaster Management in Bangladesh, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (Hydrocarbon Unit), Bangladesh Agricultural University, Mymensingh ইত্যাদিসহ মোট ৮ (আট) টি সংস্থাকে NWRD ও ICRD হতে বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।

২.০ ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য “ক্লিয়ারিং হাউস” হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে এনডব্লিউআরসি-এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির কারিগরী বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করবে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সহায়তা করবে।

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের অক্টোবর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ারপো পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলি ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পর্যালোচনা শুরু করে। এ যাবৎ এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ১২০ (একশত বিশ)টি প্রকল্প পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করে ।

বর্তমানে বিদ্যমান “ক্লিয়ারিং হাউস” প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। সম্প্রতি সংশোধিত ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচী হিসাবে ওয়াপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনান্তে আরও শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রয়োজনীয় টুলস্ ও তথ্য ভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে “ক্লিয়ারিং হাউজ” কার্যক্রম কে আরও শক্তিশালী করার আয়োজন প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ আনুমোদনের ফলে পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হলে চলমান “ক্লিয়ারিং হাউজ” কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গৃহীত হবে।

৩.০ CSIRO এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা

গবেষণা প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় কেনবেরা ভিত্তিক Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization (CSIRO)র সাথে ওয়ারপো এবং বাপাউবো "Bangladesh Integrated Water Resources Assessment" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। গবেষণায় আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস এবং বিআইডিএস সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পায় জলবায়ূ পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহ যেখানে তথ্যগত অপর্যাপ্ততা আছে তা পূরন করে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের যথাযথ সমন্বিত ব্যবহারের সাহায্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদ করণে সহায়তা প্রদান এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা।

বিগত ১৫ আগষ্ট ২০১০ তারিখে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্ভোদন করা হয়। প্রকল্পের সমন্বয়ক হিসাবে আইডব্লিউএম নিয়োজিত। গবেষনা প্রকল্পটি আগামী জুলাই ২০১৩ তে সমাপ্ত হবে।

৪.০ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

নদী মাতৃক বাংলাদেশের জীবন ধারা পানিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আবহমান কাল থেকে দেশের কৃষি, শিল্প, নৌ- চলাচল তথা আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ এই পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা ক্রমের হ্রাস পাচ্ছে এবং গৃহস্থলী, মৎস্য উৎপাদন, নৌ-পরিবহণ, কৃষি ও শিল্পের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সীমিত এই পানি সম্পদ দূষিত হচ্ছে; জলাভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় পানি সম্পদের আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যথাযথ বৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে।

পানি আইন অনুযায়ী দেশের সকল পানি সম্পদের মালিকানা সরকারের উপর ন্যাস্ত। তবে প্রতিটি নাগরিক তার গৃহস্থালী , ক্ষুদ্রকারে কৃষি , নৌ-চলাচল ইত্যাদি কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহারের অধিকারী হবেন। স্থান ও এলাকা বিবেচনায় এই আইনের আওতায় পানির প্রাপ্যতা ও চাহিদার আলোকে অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে। এ আইনে পানির মালিকানা, ব্যবহার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার, সীমিত পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি, অপরিকল্পিত ও অবৈধ জলাভূমির দখল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি, সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং শাস্তি ও অর্থ দন্ডের বিষয়ে বিস্তারিত ধারা অন্তর্ভূক্ত আছে। এ ছাড়াও বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা এর দায়িত্ব ও কর্মপরিধি উল্লেখ পূর্বক আন্ত খাতের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়গুলি আইনে অন্তর্ভূক্ত আছে।

(খ) পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহ

১। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় খাবার পানি সরবরাহের বিকল্প উৎস হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানির উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ, আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় সুপেয় পানি হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং রিভার স্যান্ড ফিলটার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের ব্যয় ৬.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির টিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী পাওয়া গেলে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

২। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরন

বিগত ২০০১ সালে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দেশের পানির উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন সংরক্ষন সহ অন্যান্য চাহিদার আলোকে স্বল্প মেয়াদে (২০০১-২০০৫), মধ্য মেয়াদে (২০০৫-২০১০) ও দীর্ঘ মেয়াদে (২০১১-২০২৫) বাস্তবায়ন উপযোগী কর্মসূচীর সমন্বয়ে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। প্রায় ১৩টি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/এজেন্সী দ্বারা প্রকল্প গ্রহনের সাহায্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচীর মেয়াদ অতিক্রান্ত। প্রাথমিক পর্যালোচনায় স্বল্প ও মধ্য মেয়াদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমান অনুযায়ী এনডব্লিওএমপির প্রায় ৪০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

এনডব্লিওএমপি বাস্তবায়নের বিস্তারিত পর্যালোচনা তথা এনডব্লিওএমপি হালনাগাদের দিকনির্দেশনা নির্ধারনের লক্ষে চলমান ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় ক) এনডব্লিওএমপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও খ) পানি সম্পদ নিরূপন ও পর্যালোচনা শীর্ষক দুইটি প্রকল্প কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের উদ্দোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত এই সমীক্ষায় বিগত এনডব্লিওএমপি “জ্ঞানের স্বল্পতা” হিসাবে চিহ্নিত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি সম্পদের উপর প্রতিক্রিয়া, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেকসই সীমা নির্ধারন এবং আন্ত-বেসিন পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে সীমান্ত নদীর পানি পরিমান ও মানের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত চাহিদা ও ব্যবহারে কৌশল পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কৌশল হিসাবে “বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা” শীরনামে ২০০৮ সালে জাতীয় কৌশল পত্র প্রণীত হয়। জলবায়ুর এই কৌশল পত্রে পানি খাতের “No regret” কৌশল বাস্তবায়নে কর্মসূচীগুলি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রাথমিক পর্যালোচনা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সামগ্রীক পানি ব্যবস্থাপনার কৌশলে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে পানি সরবরাহ, নদ-নদী ব্যবস্থাপনা, নদী তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পূনরুদ্ধার, উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী এনডব্লিওএমপিতে ইতোমধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে (২০১২-২০২৫ সালের) বর্ধিত বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যা প্রণীত জলবায়ু কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রস্তাবিত সমীক্ষায় এনডব্লিওএমপি কর্মসূচী সমূহ এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশল পূনমূল্যায়ন, কর্মসূচী বাস্তবায়ন অনুযায়ী পর্যালোচনান্তে সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিদ্ধারিত এবং পরবর্তী হালনাগাদকরনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হবে।

Clusters of NWMP climate programmes

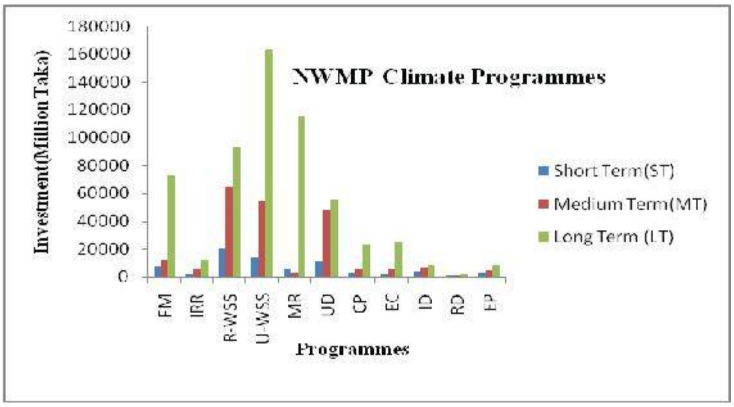

(i) বন্যা ব্যবস্থাপনা	FM
(ii) সেচ ও খরা ব্যবস্থাপনা	IRR
(iii) পল্লী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন	R-WSS
(iv) পৌর পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন	U-WSS
(v) প্রধান নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা	MR
(vi) নগরে পানি নিষ্কাশন	UD
(vii) জ্বলোচ্ছাস ও সাইক্লোন হতে উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিরোধ	CP
(viii) ভাঙ্গন প্রতিরোধ কর্মসূচী	EC
(ix) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও অনুকূল পরিবেশ	ID
(x) গবেষনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা	RD
(xi) পরিবেশ ও দূষন প্রতিরোধ	EP

চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল অনুযায়ী গুচ্ছ কর্মসূচী এবং এনডব্লিওএমপির বরাদ্দ ব্যয়

প্রস্তাবিত এনডব্লিওএমপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিগত দশকে এনডব্লিওএমপি বাস্তবায়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরুপন সহ আগামী দশকে (২০১৫-২০২৫) আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চলক সমূহ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও হালনাগাদের প্রস্তাব করা হবে।

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্প

১। বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১২০ লক্ষ এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এই শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৭০ লক্ষ। শহরের বর্তমান এলাকা ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার আরও সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, জলাবদ্ধতা এবং বন্যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ঠ না থাকায় জনগনের জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, শহরের চারিপাশের নদ-নদীর দূষন, জলাভূমি দখলের ফলে শহরের পরিবেশ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আগামী দশকে ঢাকাকে ২০২১ সালের জন্য মেগাসিটি হিসাবে উন্নয়নের জন্য পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, জলাভূমি ও নদ-নদী দূষন মুক্তকরণ, জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ হ্রাস তথা পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষে এই শহরের উন্নয়ন নিয়োজিত সংস্থার কর্মকান্ডের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে ওয়ারপো বৃহত্তর "ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সাহায্যে বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার জন্য সমন্বিত বন্যা ও নিস্কাশনের মহাপরিকল্পনা, পানি সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা, শিল্প ও গৃহস্থালী বর্জ্য পরিশোধন এর পরিকল্পনাসহ নদ-নদীর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বাস্তবায়ন উপযোগী পরিকল্পনা প্রণীত হবে। সমীক্ষা প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। সমীক্ষা গ্রহণের মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রায় ১০.৯৭ কোটি টাকা।

২। **কর্ণফুলী নদী অববাহিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা**

কর্ণফুলী নদীর পানি ব্যবহার উপযোগী ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Karnafuli River Basin (Within Bangladesh) Management on IWRM শীর্ষক প্রকল্পটির একটি PDPP প্রস্ততপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য গুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

- কর্ণফুলী নদীর অববাহিকায় টেকসই ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ও উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলে উল্লিখিত বাংলাদেশে সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা
- অববাহিকা পর্যায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে stakeholder এর দক্ষতা উন্নয়ন
- অংশীদারিত্ব গঠনে এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণে stakeholder দের নিকট তথ্য ও উপাত্ত আদান প্রদান নিশ্চিত করণ
- সকলের ব্যবহার উপযোগী সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও ব্যবস্থাপনা tool ব্যবহারসহ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

৩। **Feasibility Study and Detail Engineering design of Brahmaputra Barrage**

দেশের অভ্যন্তরে শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে প্রবেশ করে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইইকো কর্তৃক প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান (১৯৬৪) এক্সপার্ট ষ্টাডি গ্রুপ (১৯৮৭), জাতীয় পরিকল্পনা (১৯৮৭, ১৯৯১) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১) অনুযায়ী দেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্ব হাইড্রলজিক্যাল অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ব্যরাজ নির্মান করা প্রয়োজন। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সেচ পানি সরবরাহ, শহর ও নগর অঞ্চল গুলিতে পানি সরবরাহ, নৌ-চলাচল ইত্যাদি বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য এই ব্যারাজ নির্মান প্রয়োজন। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্ভাব্য ব্যরাজ এর উপর সমীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক একটি প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দেশে ও বিদেশে নিম্নবর্ণিত কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Workshop on Gorai River Restoration Project (Phase-II)	০৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা	১
২	9th Course on Conflict Management & Negotiation technique	৪ - ৮ নভেম্বর,২০১২	BPATC , সাভার, ঢাকা	১
৩	Basic Training Course on Poverty, Environment, Climate Change and Disaster Nexus and Logical Framework	২৩- -২৭ জুলাই ২০১২	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা	৩
৪	ToT Course on IWRM and its Practices for District Level Manager	৯ - ১৪ জুন, ২০১২	CEGIS ,ঢাকা	২
৫	জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র সংশোধন ও পরিমার্জন	১১ মার্চ ২০১২	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা	১
৬	e-Governance and ICT Infrastructure for Implementation of Digital Bangladesh	১২-২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২	Bangladesh Institute of Management, Dhaka	১
৭	World Marketing Summit 2012	০১-০৩ মার্চ ২০১২	Bangubandhu International Conference Centre	২
৮	South Asian Disaster Knowledge Network (SADKN)	০৭-০৮ মার্চ ২০১২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ঢাকা	১
৯	Workshop on Environmentally-friendly Natural Resources Management	১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২	CEGIS , ঢাকা	২
১০	7th Gender and Development Course	১৮-২২ মার্চ ২০১২	BPATC , সাভার, ঢাকা	১
১১	Workshop on "Sharing Professional Experiences for Updating Course Curriculum of Agricultural Engineering and Food Engineering, BAU	২২ মার্চ ২০১২	BAU, Mymensingh	১
১২	Training Workshop on Environmental Impact Assessment(EIA) and Natural Resources Accounting (NRA) for Sustainable Land Management (SLM) in Bangladesh	২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২	Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Agargaon, Dhaka	২
১৩	Project Formulation, Appraisal and EIA	২৯ জানু -১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২	NAPD , নীলক্ষেত, ঢাকা	১
১৪	Office Automation	০৪-১৪ মার্চ ২০১২	NAPD , নীলক্ষেত, ঢাকা	১

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/দেশ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Study tour to Australia as part of the Bangladesh Integrated Water Resources Assessment Project	14-23 April, 2012	AusAID -CSIRO, Australia	৩
২	Integrated Water Management Practice in Europe	28 May-06 June, 2012	Netherland	৪
৩	Seminar on Coastal Region Economic Development for Developing Countries	16 May-05June, 2012	China	১
৪	International Training Program on " Understanding and Adapting Climate Change in Mountain Area"	8 – 17 July, 2012	Italy	১
৫	Integrated Sustainable Coastal Development	7 August – 20 September , 2012	Sweden	১
৬	Visit of the B angladesh Delegation to attend the "1st meeting of the sub group on India's proposed Tipaimukh Hydro-Electric (Multipurpose) project under Joint River Commission"	27-28 August, 2012	India	১
৭	1st Asia-Netherlands Water Learning Week, 2012	22-26 October, 2012	Netherland	১
৮	Supporting Policy Research to Inform Agricultural Policy in Sub Shaharan Africa and South Asia	22-23 October, 2012	Srilanka	১
৯	International conference on "Climate Change Impacts & Adaptation for Food & Environment Security SEARCA,	21 – 22 November , 2012	International conference on "Climate Change Impacts & Adaptation for Food & Environment Security SEARCA,	১
১০	Integrated Sustainable Coastal Development	03 -14 December, 2012	Tanzania	১
১১	Study tour in South Korea	07 -10 December, 2012	South Korea	২
১২	6th Abu Dhabi Dialogue on "Water Cooperation in South Asia"	12- 13 December, 2012	Thailand	১
১৩	PhD Course on Environmental Policy and Management	31 March 2010 - 2014	Australia	১

এপ্রিল ২০১২তে CSIRO-AuSAid এর যৌথ আমন্ত্রণে "Collaborative Research Study Program on Water Resources Assessment of Bangladesh and Its Socio-economic Impact" বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমনকারী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, CSIRO-Australia ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

মে ২৮ থেকে জুন ০৬, ২০১২ তে Netherlands এ অনুষ্ঠিত "Integrated Water Management Practice in Europe" বিষয়ক ট্রেনিং এ অন্যান্যদের সাথে ওয়ারপোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

Coastal Region Economic Development for Developing Countries, Fuzhou, China, 16th May-5th June, 2012 তে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ওয়ারপোর কর্মকর্তার সাথে অন্যান্য প্রশিক্ষনার্থী

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

RRI

River Research Institute

পঞ্চম অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

ভূমিকা

পলি বিধৌত বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী বিনুনি শাখা-প্রশাখা হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশ একটি পলিভরণকৃত অঞ্চল। সুবৃহৎ নদীগলো প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ের মত সমস্যা এ অঞ্চলের মানুষ নিত্যই পোহাচ্ছে। নদী ভাঙ্গনের সমস্যাটি প্রকট। অন্যদিকে কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পানি সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন অপরিহার্য। এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত উক্ত পরিদপ্তরের অধীনে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীকে পরবর্তীকালে ইপিওয়াপদার অধীনে স্থাপন করা হয়। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভবপর না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাপাউবোর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে (১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ (MANDATES)
(১৯৯০সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

১. নদী শাসন, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

২. পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৩. নদী শাসন, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;

৪. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

৫. উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং

৭. উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটডউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনষ্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	-	সদস্য (শূন্য)
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	মোঃ আব্দুর রহমান সংসদ সদস্য, ফরিদপুর-১	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	শেখ আলতাফ আলী সিনিয়র সচিব	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়	সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এস. এম. নজরুল ইসলাম	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	মোঃ আজিজুল হক	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	ডঃ মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	মোঃ সহিদুর রহমান মহাপরিচালক, ওয়ারপো	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটডউট	কাজী আবু সাঈদ যুগ্ম সচিব	সদস্য-সচিব

প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন

নদী গবেষণা ইনস্টিটডউট-এর কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রোলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হয়।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জনবলের বিবরণ

ইনষ্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং ৩০ জুন ২০১২ এ কর্মরত জনবল ২১২ জন।

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব এবং নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য জনাব শেখ আলতাফ আলী নগই পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাদের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১) **রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদীভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। একমাত্র ভৌত মডেলের সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয় শুষ্ক মৌসুমে চ্যানেলের বাস্তব অবলোকনসহ পানির ঘুর্ণায়ন ও নদীর বাঁকের ক্রিয়াকর্মের ফলাফল নির্ণয় করা।

২) **হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণ সহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় যা অন্য কোন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

৩) **ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ** এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে। ইতিমধ্যে বাপাউবো এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের কিছু কিছু প্রকল্পের গাণিতিক মডেলের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থ বছরের হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১) গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রকল্পের “Overall Physical Model Investigation to Support the Feasibility Study and Detailed Engineering” এর ভৌত মডেল ষ্ট্যাডি (এর কাজ শেষ পর্যায়ে)।

২) গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রকল্পের “Right Guide Bund Model Study” এর ভৌত মডেল ষ্টাডি (এর কাজ শেষ পর্যায়ে)।

৩) গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রকল্পের “Left Guide Bund Model Study” এর ভৌত মডেল ষ্টাডির কাজ শেষ পর্যায়ে।

৪) গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রকল্পের “Main Spillway Model Study” এর ভৌত মডেল ষ্টাডির কাজ শেষ পর্যায়ে।

৫) রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭তম কিমি-এ করোতোয়া নদীর উপর “Hydrological and Morphological Study for completion of Wazed Miah Bridge” শীর্ষক গাণিতিক মডেলের কাজ সমাপ্ত।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রকল্পের ভৌত মডেল ষ্টাডির কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এম পি।

Variations in velocity distribution in transverse direction at different locations upstream of Ganges Barrage axis for 100-year discharge

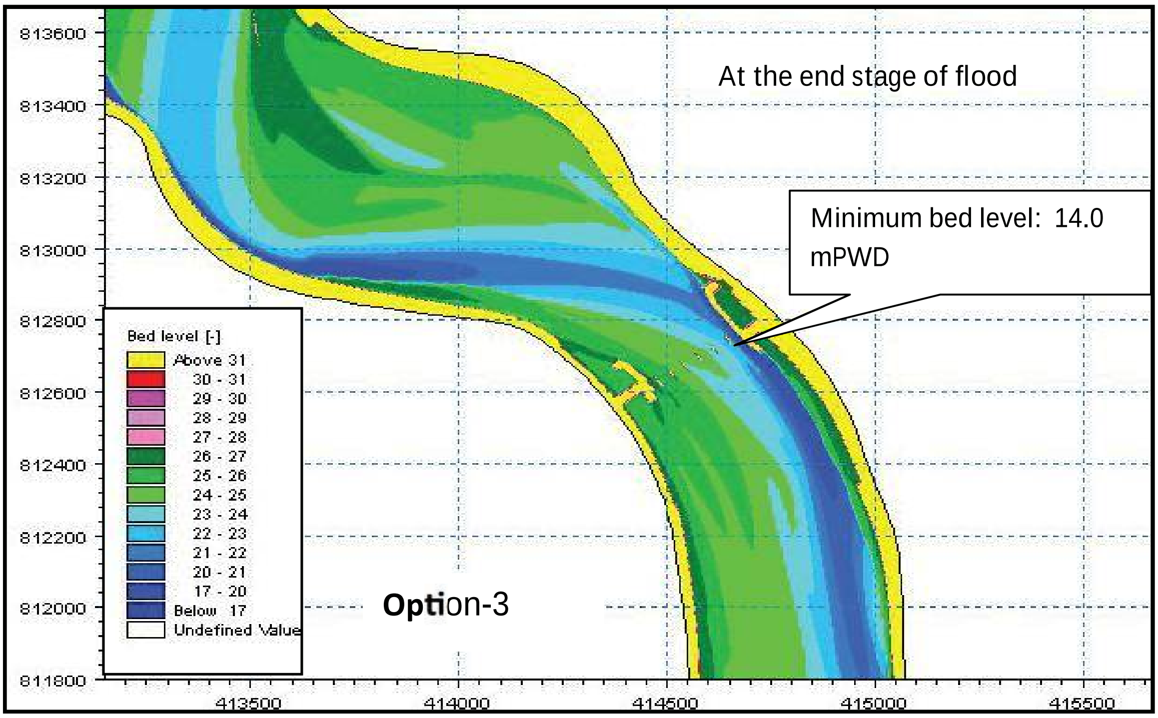

Morphological conditions (Bed levels) at the bridge location under Option-3 after 100 year event

৬) "Institutional Development and Capacity Building of RRI" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৭) "Research on the Effect of Banadlling on river Flow & Morphology" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের Phase-II এর কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

নগই পরিদর্শন কালে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব শেখ আলতাফ আলী ব্যান্ডেলিং-এর উপর গবেষণা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. **সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

২. **ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩. **সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর সাধারণতঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর হতে চাহিদা মোতাবেক টেকনিশিয়ানদের প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৩৬৩৫টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৭৮২টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৪৭৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

Grain Size Analysis এর জন্য Hydrometer Test প্রত্যক্ষ করেন

Triaxial Shear Test Apparatus এর মাধ্যমে Cohesion, Angle of internal friction নির্ণয় করা হয় যা Construction এর Design এ ব্যবহৃত হয়

Digital Turbiditymeter detects Turbidity of water sample and Conductivitymeter measures Conductivity, Total Dissolved Solid (TDS), and Salinity of soil & water sample

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে চারটি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১১-১২ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ নিম্নরূপ (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৬৪০.৫৪	সংস্থাপনঃ	
			• বেতন ও ভাতাদি	৫১৫.৩৪
			• সরবরাহ ও সেবা	৯৩.২৬
			• মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৯.১৮
			• মূলধন ব্যয়	২.৭৬
			• নিজস্ব অর্থে সংস্থাপন ব্যয়	৩.৬৩
২	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং থেকে আয়	১১৫.২৪	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং বাবদ খরচ	৮১.০৮
৩	অন্যান্য আয়	১১.৭০	উদ্বৃত্ত	৪২.২৩
	মোট	৭৬৭.৪৮	মোট	৭৬৭.৪৮

জুন ৩০, ২০১২ইং পর্যন্ত উপরিল্লিখিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব Pie Chart এর মাধ্যমেও নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

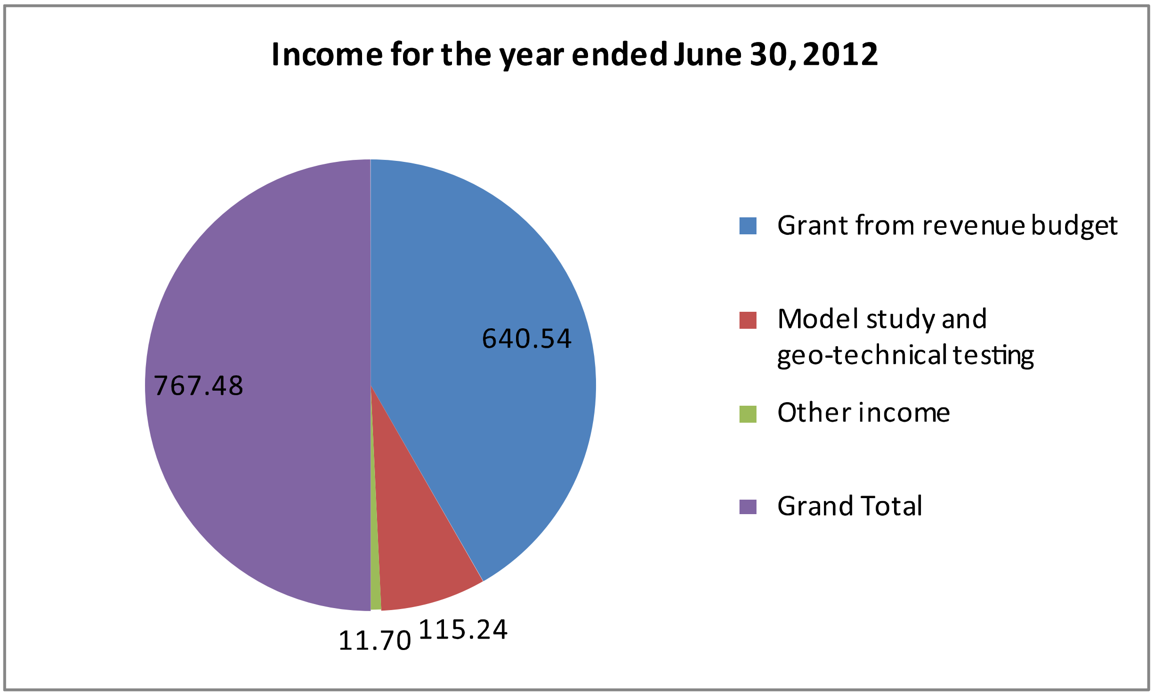

আয়ের হিসাব

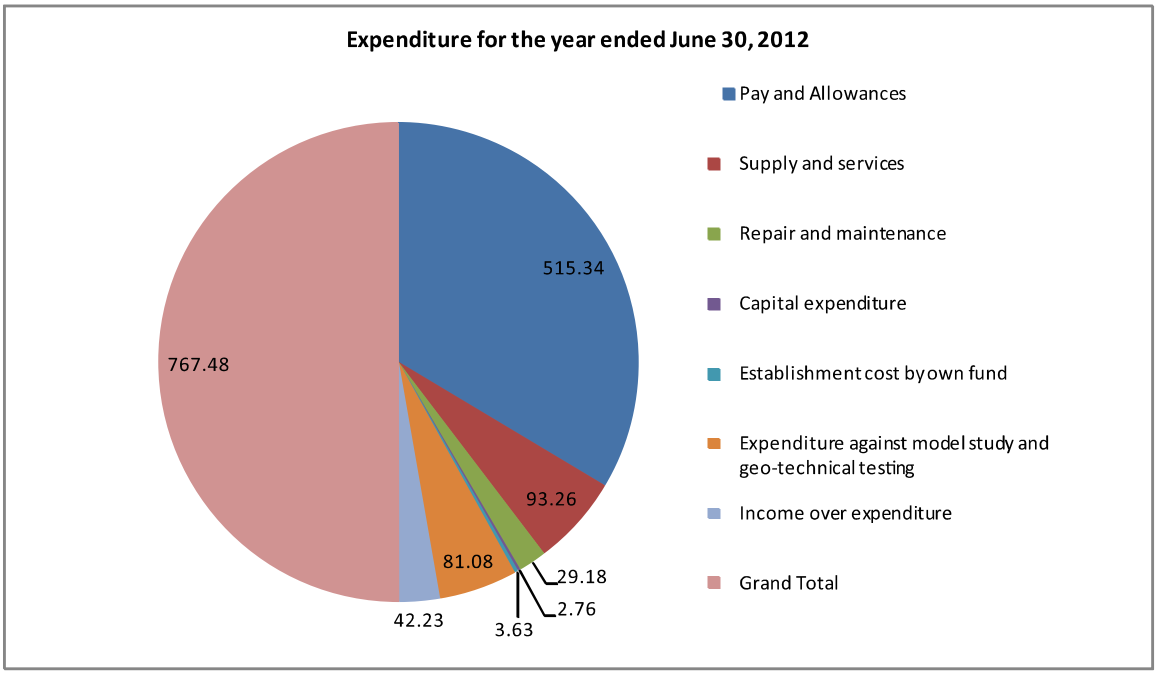

ব্যয়ের হিসাব

দক্ষ জনবল তৈরি কার্যক্রম

প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এই অর্থ বছরে ১ (এক) জন বিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়া থেকে Ph. D শেষ করে নগইতে যোগদান করেছেন। বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সংখ্যা ১৩ (তের) জন এবং এর মধ্যে ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা বিদেশে সেমিনারে/কর্মশালায়/কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

নগই'র সুবিধাদি

১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার x ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার x ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২) **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার x ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৩) **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও - কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা - নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN ১৬০৬-৯২৭৭ এ ছাড়াও নগইর কার্য়ক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং News Letter প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীসমূহের উপর ব্যাপক জরিপ কার্য পরিচালনা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;
গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;
ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছেন। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১২ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	১৪	৯	৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	২	১	১
তৃতীয় শ্রেণী	২১	৬	১৫
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৬	৫
মোট ঃ	৪৮	২২	২৬

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের ৩৭তম বৈঠক বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টন বিষয়ে অববাহিকাভুক্ত দেশসমূহের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান। বিশেষত ভারতের সাথে নিয়মিতভাবে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, অভিন্ন/সীমান্ত নদীর ভারতে অবস্থিত উজানের বিভিন্ন স্টেশনসমূহ থেকে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি, অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বাঁধ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশন ও অন্যান্য পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট গঙ্গা নদীর যৌথ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে যৌথভাবে ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন এবং গবেষণা ও কারিগরি বিষয়ে নেপালের সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. চীনের সাথে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ব্রহ্মপুত্র/ইয়ারলুং জাংবো নদের অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় এবং বন্যা পূর্বাভাসের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ানুবর্তীতার ভিত্তিতে এতদাঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি;

৬. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID)-এর বাংলাদেশের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই কমিশন ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে। ২০১২ সালের শুকনো মৌসুমেও (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে।

বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৫১তম বৈঠক শেষে ভারতের যৌথ কমিশনের সদস্য জনাব দেবেন্দ্র শর্মা এর সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন

বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ভাটিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে গঙ্গা ছাড়াও তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে ফেণী ব্যতীত অন্যান্য নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা করেছে। সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালে যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠকে ফেণী নদীর পানি বণ্টন বিষয়টি দু'পক্ষের আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework এ দু'পক্ষ সম্মত হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের প্রস্তাব আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় ও ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সংগ্রহ করা হয়েছে যা যাচাইয়ের পর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে।

মার্চ, ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা পূর্বাভাসের আগাম সময় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন অভিন্ন নদীর ভারতে অবস্থিত আরো উজানের বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে গঙ্গা নদীর ফারাক্কার ৭৮ কিলোমিটার

উজানের সাহিবগঞ্জ স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বিরতিহীনভাবে বাংলাদেশকে প্রদান করছে। এ ছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে নিয়মিত সরবরাহ করছে। গত বর্ষা মৌসুমে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারত বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ করেছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এ ছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃ আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিন যাবত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ (বহুমুখী) প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে এর প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মে, ২০১২ সময়ে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশন (JCC) এর প্রথম সভায় উভয় পক্ষ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনে উপ-দল গঠনে একমত পোষণ করে এবং গঠিত উপ-দল টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সকল দিক পর্যালোচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যৌথ নদী কমিশনের অধীনে যৌথ সমীক্ষার নিমিত্ত বাংলাদেশ ও ভারত সরকার নিজ নিজ উপ-দল গঠন করেছে। বর্তমানে সমীক্ষা চলমান আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় তার পূর্বের অবস্থান ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

এ ছাড়া গত মে, ২০১২ সময়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশনের প্রথম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় জানায় যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম "বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার" সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে নেপাল সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। বিগত ১৯-২৩ নভেম্বর, ২০০৮ সময়ে চীনের বেইজিং এ দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহযোগিতা

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার উভয় দেশের মধ্যে Framework Agreement on Cooperation for Development চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উক্ত Framework Agreement এর আলোকে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগসমূহ কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থায়নে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের নিজ নিজ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার জন্য নেপাল ও ভূটানকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত মে ২০১২ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উভয় পক্ষ শীঘ্রই প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের আশা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

সরকার/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক সেচ ও নিস্কাশন কমিশনের বাংলাদেশের জাতীয় কমিটি (BANCID), পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ (বুয়েট) ও বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ এর সহযোগিতায় ২২ মার্চ ২০১২ বিশ্ব পানি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০১১-২০১২ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন, ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৪২৩.৫০ লক্ষ টাকা	৩৯০.৬৯ লক্ষ টাকা	২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ৩২.৮১ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশনের বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক ২০১২ সালের ২২মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করা হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর অধ্যুষিত ৭টি জেলার (সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জনসংখ্যা প্রায় ২.০ কোটি। আয়তনের দিক থেকে এ অঞ্চল বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ। দেশের মোট উৎপাদিত ধান ও মাছের যথাক্রমে শতকরা ১৮ ও ২০ ভাগ এ অঞ্চলে জন্মে। হাওর অঞ্চল খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন ও উদ্বৃত্ত যা দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের মানুষের ক্ষুধা নিবারণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং আমিষের যোগান দিচ্ছে। হাওর অঞ্চলের এ দু'কোটি জনগন দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখলেও এ অঞ্চলের ২৮% ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা তাদের নিত্যসঙ্গী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন। ১৯৭৭ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সরকার কর্তৃক একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সামরিক সরকারের অন্য একটি আদেশে উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৯৮ সালের ৩রা অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় হাওর উন্নয়নের বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এ বোর্ডের অগ্রযাত্রা দ্রুত শুরু হয়। তাঁরই আন্তরিক সদিচ্ছায় ২০০০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সভায় একটি রিজলিউশনের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" নতুন নামে পুনর্গঠন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড এবং পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনায় বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ পর্যন্ত ৩টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বোর্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে যুগপযোগী বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাঁরই নির্দেশে অতি অল্প সময়ে "হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডাটাবেস" তৈরী ও অনুমোদিত হয়েছে, বোর্ডের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ৫৫ টি পদ সৃজন এবং টি ও এন্ড ই অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া বোর্ডকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বোর্ডের আইনের একটি খসড়া পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।

পরিচালনা বোর্ড

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ঃ	
(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপার্সন
(খ) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ) মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ) মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ছ) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(জ) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঝ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঞ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য

ট)	জনাব এম,এ,মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
ঠ)	জনাব শেখ হেলালউদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১	সদস্য
ড)	বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪	সদস্য

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যপরিধি

ক) বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প্লান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ) বোর্ড হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন করবে ও প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করবে।

গ) বোর্ড হাওর এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নাধীন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য বোর্ড যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ নিয়ে গঠিত ঃ

(ক)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ)	মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
(গ)	মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(ঘ)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(ছ)	সংশ্লিষ্ট সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(জ)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(ঝ)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঞ)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ট)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ঠ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ড)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ

(ঢ) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সাবেক নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস (CEGIS) সদস্য
(ণ) প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ফজলুল বারী, অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য

জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১২ প্রণয়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) এবং ৫৫টি পদ বিশিষ্ট জনবল

কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী), ২০১২ চূড়ান্ত না হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১ (এক) জন যুগ্ম সচিব বোর্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দয়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ২ (দুই) জন উপ সচিব বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) ও উপ পরিচালক (কৃষি ও মৎস্য); বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ২ (দুই) জন উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ও ১ (এক) জন ডাটা এন্ট্রি-অপারেটর এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে ১ (এক) জন হিসাব সহকারী হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ১৬ জন কর্মচারী দ্বারা বোর্ডের জরুরী কাজকর্ম চালানো হচ্ছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
২০১১-২০১২	১৪৪.৯৮	৪৪৭.০০	১২৪.৪৭	৪৪৫.২৫	

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম (২০১১-১২)

১। বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বর্ষা মৌসুমে হাওরে অবস্থিত গ্রামগুলো পানিতে ডুবো ডুবো অবস্থায় ভাসতে থাকে এবং ডেউয়ের আঘাতে বসতভিটা ভেঙ্গে যায়। তাই ভূমিহীন জনগণের জন্য সরকারীভাবে নির্মিত আশ্রায়ন প্রকল্পের বসত ভিটিগুলোকে ঢেউয়ের আঘাত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য ৭৫১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)" ২০০৮-২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪টি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন বিভাগের মাধ্যমে "ডিপোজিট ওয়ার্ক" হিসেবে ৯টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত কয়েকশত পরিবারের বসতবাড়ীসহ তাদের জানমাল রক্ষা পেয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২। হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং হাওর ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেস উন্নয়ন প্রকল্প

"হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা" বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭ টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ অঞ্চলের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমভাবে সমন্বিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষে ১৭টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৬ টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮ টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়ন কাল ২০১২-২০৩১, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা।

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও প্রাক্কলিত টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা				প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
		স্বল্প মেয়াদি (১-৫ বৎসর)	মধ্যমেয়াদি (৬-১০ বৎসর)	দীর্ঘমেয়াদি (১১-২০ বৎসর)	মোট	
১।	পানি সম্পদ	৭	১	১	৯	১৭৮৩৭৪
২।	কৃষি	৫	৮	৭	২০	২০৩৮৯৭

ক্রমিক নং	উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা				প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
		স্বল্প মেয়াদি (১-৫ বৎসর)	মধ্যমেয়াদি (৬-১০ বৎসর)	দীর্ঘমেয়াদি (১১-২০ বৎসর)	মোট	
৩।	মৎস্য	৩	৯	১০	২২	৫০৪২৩
৪।	মুক্তা চাষ	-	-	০১	০১	১০০০০
৫।	প্রাণিসম্পদ	২	৮	-	১০	৭৬৬৯৪
৬।	বন সম্পদ	-	-	০৬	০৬	২৪৬৫০৪
৭।	জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি	৩	৭	-	১০	১১৩০০০
৮।	যোগাযোগ ব্যবস্থা	৬	৯	-	১৫	৫১৬২৭৭
৯।	পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন	-	-	২	০২	১০৫০০০
১০।	গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন	১	-	-	০১	৯১০০
১১।	শিক্ষা	৪	৩	-	০৭	৭১৯৭৫
১২।	স্বাস্থ্য	৮	৮	-	১৬	১২০৩৬৩
১৩।	পর্যটন	৫	৪	৪	১৩	৩৮৯২
১৪।	সামাজিক সেবা	-	৫	১	০৬	১৫৬০০
১৫।	শিল্প	৯	-	-	০৯	৭২৭১৭
১৬।	বিদ্যুৎ শক্তি	-	৩	১	০৪	৩৪০৯৮৯
১৭।	খনিজ সম্পদ	৩	-	-	০৩	২১৫৫০০
	মোট	৫৬	৬৫	৩৩	১৫৪	২৮০৪,৩০৫

উক্ত মহাপরিকল্পনার ৩ (তিন) টি ভলিউম বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bhwdb.gov.bd) সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে। তা ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেস প্রস্তুত করা হয়েছে যা বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে CEGIS জানুয়ারী ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদে হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডাটাবেস প্রস্তুতির কাজটি সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প ব্যয় ৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- হাওর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক সকল সম্পদের একটি সার্বিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করণ;
- ভূমি, পানি, কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, বনজ ইত্যাদি সম্পদের উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন;
- হাওর এলাকায় পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- হাওর অঞ্চলে পানি সেচ ও নিষ্কাশন এবং বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ;
- হাওরে সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩। বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প

'বর্ণি বাঁওড়' দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। এটি মধুমতি নদীর একটি পরিত্যাক্ত/মৃত বাহু যার দৈর্ঘ ১১.৪৫ কিমি.। দীর্ঘদিন ধরে এ বাঁওড়ের তলদেশে পঙ্কিল কাঁদা ও বালুমাটি জমে এর গভীরতা কমে নাব্যতা অনেকাংশেহ্রাস পেয়েছে। ফলে একসময়ের দেশীয় সুস্বাধু মাছের আধার হিসেবে পরিচিত এ বাঁওড়ের গৌরব হারাতে বসছে এবং অনেক মাছের প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাঁওড় খনন করে প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য উৎপাদন, সেচ ও নিষ্কাষণ সুবিধা এবং জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে "বর্ণি বাওড় উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ ড্রেজার পরিদপ্তর ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩, প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ৫৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং অপসারণ যোগ্য মাটির পরিমাণ ৩৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার।

চিত্রে বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম

চিত্র ১: বর্ণি বাঁওড়ে ড্রেজার দ্বারা মাটি খনন করা হচ্ছে।

চিত্র ২: চিত্র ২: প্রকল্প পরিচালক, শেখ মোঃ রজব আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ বর্ণি বাঁওড়ের ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন।

চিত্র ৩: বর্ণি বাঁওড়ের ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা স্থানীয় বাজার উন্নয়ন এবং ভূমি উদ্ধার করা হচ্ছে।

চিত্র ৪: বর্ণি বাঁওড়ের ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা জনগনের ব্যবহার যোগ্য রাস্তা তৈয়ার করা হচ্ছে।

৪। হাওরে সৃষ্ট ঢেউ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প প্রস্তাব

বর্ষাকালে হাওরে সৃষ্ট ঢেউয়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব কিনা এ সংক্রান্ত একটি সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প প্রস্তাব (Renewable Electricity Production through Wave Action of Haors) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব

পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য নিম্নবর্ণিত ২(দুই) টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরন করা হয়েছে।

(i) Mitigation Measures through Preservation and Plantation of Social Forest in Haor Area.

(ii) Climate Proofing Village Platform Development through River Dredging.

৬। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব

(ক) হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Flood Management Project in Hoar Areas).

(খ) হাওর এলাকায় নদী খনন ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্প

(River Dredging, Housing & Settlement Development Projects in Haor Areas).

উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবগুলো ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (ADP) সবুজ পাতাভুক্ত হয়েছে। অনুমোদিত হলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৭। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ই- সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটের (www.bhwdb.gov.bd) মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রম, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগনের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। বোর্ডের উক্ত Dynamic Website এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদান ইত্যাদি ই-সেবা হাওর অঞ্চলের জনগণসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বোর্ডের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৮। বিবিধ

(ক) বোর্ডের প্রধান অফিস ভবন ঢাকা শহরের গ্রীন রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সীমানার ভিতর নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট কাজ আগামী জুন, ২০১৩ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(খ) সুনামগঞ্জ জেলা সদরে বোর্ডের আঞ্চলিক দপ্তর ভবন নির্মান কাজ ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে শুরু হয় এবং ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে।

(গ) কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে বোর্ডের আঞ্চলিক দপ্তর ভবনের সংস্কার কাজ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ হলে এ দপ্তরে কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

INSTITUTE OF WATER MODELLING

IWM

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং
(আইডব্লিউএম)

অষ্টম অধ্যায়

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM) আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনশক্তি প্রায় ৩২৫ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৯৫
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৭৫
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫৫
মোট	৩২৫

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি ; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা ; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা। • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা	• GIS ভিত্তিক DSS ; • GIS ভিত্তিক IIS ; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সমীক্ষা সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থামান
১	গড়াই নদীর উৎসমুখ ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	রয়্যাল হাসকোনিং ডিএইচভি, নেদারল্যান্ড	সমাপ্ত
২	চন্দনা-বারাশিয়া নদীর খনন পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক জরীপ ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
৩	ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন শ্রীনগর ও দোহার থানায় কবুতরখোলা, ভাগ্যকুল বাজার, বাঘরা বাজার, নারিশা বাজার, ব্রাহা বাজার এলাকায় পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙনের হাত থেকে রক্ষাকল্পে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
৪	নিউ ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা এবং নিউ ধলেশ্বরী, পাংলি, বংশাই, তুরাগ-বুড়িগঙ্গা নদীর হাইড্রলিক পর্যবেক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৫	বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহ, শাখানদী ও উপশাখানদীসমূহের টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে গাণিতিক মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৬	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (ফেজ-২) এর খনন কাজের পরিকল্পনা, নকশা, পর্যবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এর জন্য মরফোলোজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৭	বরেন্দ্র এলাকার সমন্বিত অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প- (তৃতীয় পর্যায়) এর ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ সমীক্ষা	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সমাপ্ত
৮	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা - হাইসাওয়া (HYSAWA FMO)	HYSAWA	সমাপ্ত
৯	প্যাকেজ-১ : উপকূলীয় এলাকায় উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ নিরূপন এবং সমীক্ষা এলাকায় নির্বাচিত নদীসমুহ থেকে পানি উত্তোলনজনিত ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন নির্ণয়ে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা (ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১০	প্যাকেজ-২ : উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, লবণাক্ততার মাত্রা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবনাক্ততার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে গাণিতিক মডেল সমীক্ষা ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১১	প্যাকেজ-৩ : উপকূলীয় এলাকায় অবজারভেশন ওয়েল নেস্ট, মডেল বাউন্ডারি নির্ধারণ, পাম্পিং টেস্ট তদারকি, স্লাগ টেস্ট, বিভিন্ন হাইড্রজিক্যাল প্যারামিটার মূল্যায়ন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষন পরিচালনা ও সংগ্রহ বিষয়ে হাইড্রলজিক্যাল ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১২	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী এবং লালমনিরহাট জেলায় ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ সমীক্ষা ও ইন্টারএকটিভ ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন (বিএমডিএ- ২য় পর্যায়)	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	চলমান
১৩	খালিয়াজুড়ি এফসিডি প্রকল্পে কজওয়েসমুহের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১৪	লিড টাইম বৃদ্ধি এবং অবস্থান নির্দিষ্ট বন্যা সতর্কতাকল্পে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আপগ্রেডিং এর মাধ্যমে গবেষণা এবং পূর্বাভাস মডেলিং।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১৫	তিস্তা বাঁধ ও এর ক্যানেল হেড রেগুলেটরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ম্যানুয়েল এর হালনাগাদীকরণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১৬	কালনি-কুশিয়ারা খনন মডেলিং ও পর্যবেক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১৭	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুত (বহুমুখী) প্রকল্পে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ অংশের গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
১৮	গঙ্গাইজুড়ি হাওড় এলাকায় সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
১৯	পাবনা জেলাধীন সুজানগর এলাকায় গাজনার বিল অঞ্চলে নিস্কাশন ও সেচ উন্নয়ন এর জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
২০	সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প-এর জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
২১	তাড়াইল পাঁচুড়িয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প-এর জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা (ফেজ-২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
২২	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে কাজ পূর্ববর্তী ও কাজ পরবর্তী খননমাত্রা নিরূপণ কল্পে বেথিমেট্রিক জরীপ পরিচালনা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৩	সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট থেকে ধলেশ্বরী উৎসমূখ (২০ কি.মি.) পর্যন্ত ২ টি স্থানে এবং নলিনি বাজার এর নিকটে (২ কি.মি.) যমুনা নদীর পাইলট ড্রেজিং এর মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৪	কাপ্তাই হ্রদের পরিবেশ পুনরুদ্ধার কল্পে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৫	গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরীপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৬	জয়েন্ট একশন রিসার্চ প্রকল্পে ভূগর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৭	ডিম ছাড়ার গ্রাউন্ড পুনরুদ্ধার এর স্থায়িত্ব নিরূপন এর জন্য হালদা নদীর মডেলিং সমীক্ষা	মৎস অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৮	সিইআইপি: উপকূলবর্তী ভেড়িবাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	কনসালটেন্ট / বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
২৯	মেরিন ড্রাইভ সুরক্ষায় উপকূলীয় হাইড্রলিক এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	চলমান
৩০	খুলনা জেলায় ভুটিয়ার বিল এবং বমল সালিমপুর কোলাবসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের পূনর্বাসন সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সমাপ্ত
৩১	সিপিডব্লিউএফ : উপকূলীয় পানি সম্পদে প্রত্যাশিত এক্সটারনাল ড্রাইভারসমুহের প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	কনসালটেন্ট	চলমান
৩২	ভৈরব নদী বেসিনে নাব্যতা উন্নয়ন সমীক্ষা টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৩৩	লবনাক্ততা অনুপ্রবেশ মডেলিং এবং লবনাক্ততার তথ্য উন্নয়ন সমীক্ষা	কনসালটেন্ট	চলমান
৩৪	মেঘনা নদীর ক্রমাগত ভাঙন থেকে লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রক্ষাকল্পে ব্যাপক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৩৫	গাণিতিক মডেল প্রযুক্তির মাধ্যমে পোল্ডার ৩৬/১ এর পুনর্বাসন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
৩৬	সিজিআইএআর-সিপিডব্লিউএফ : জল শাসন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	আইডব্লিউএমআই	চলমান
৩৭	ওয়ামিপ (WMIP) এর স্কিম ইনফরমেশন ম্যনেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৩৮	গঙ্গা বাঁধ (ব্যারেজ) প্রকল্প এর গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	কনসালটেন্ট/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	চলমান
৩৯	১৪৮ পৌরসভায় পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন ও পয়ঃব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	চলমান
৪০	ঢাকা ওয়াসা : ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা (Master Plan) সমীক্ষা	ঢাকা ওয়াসা	চলমান
৪১	বাংলাদেশে পানি সম্পদের ভবিষৎ মূল্যায়ন	আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট	চলমান

বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম	যে দেশে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	মেগাস্টিলের পানি উত্তোলন সমীক্ষার জন্য মালয়েশিয়ার লংগাত নদীর অববাহিকার জন্য ওয়াটার মডেলিং (নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি)	মালয়েশিয়া	চলমান
২	তাজিকিস্তানের খাতলন প্রদেশে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	তাজিকিস্তান	সমাপ্ত
৩	নেপালের বাগমতি বেসিনে বন্যা ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সংক্রান্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	নেপাল	সমাপ্ত
৪	'লেনকোংগান বানজির তিমা তাসো' সংক্রান্ত ডিটেইলড ডিজাইন কল্পে সকল কাজের হাইড্রলিক ও স্যালিনিটি মডেলিং সমীক্ষা।	মালয়েশিয়া	চলমান
৫	মালয়েশিয়া সুংগাই লুই এর জন্য পলল পরিবহন (সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট) মডেলিং	মালয়েশিয়া	চলমান
৬	বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	ফিলিপাইন	চলমান
৭	বাগমতি অধোরা বেসিন-এ বন্যা পূর্বাভাস উন্নয়ন এবং ইনআনডেশন মডেলিং সিস্টেম	ভারত	চলমান

আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কতিপয় জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তালিকা ঃ

দেশের ভিতরে

মনু সেচ প্রকল্প; তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (১ম পর্যায়); বঙ্গবন্ধু ব্রীজ প্রকল্প; ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা উন্নয়ন প্রকল্প; হরিপুর বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন; বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কল্পে যমুন নদীর মরফোলজিক্যাল পূর্বাভাস; ঢাকা মহানগরীতে ভবিষ্যতে পানি সরবরাহের পরিমান নিরূপণ ; ঢাকা ওয়াসার জন্য জিআইএস-ভিত্তিক এমআইএস উন্নয়ন; বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় গভীর নলকূপ প্রকল্পে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন; বরেন্দ্র এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন, খুলনা-যশোর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প; উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প, গড়াই নদীর পুনরুদ্ধার প্রকল্প, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পুর্বাভাস ও সতর্কীকরণ প্রকল্প, দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালি নিষ্কাশণ প্রকল্প, সাগরখালি-বড়বিলার বিশদ সম্ভাব্যতা ও নকশা প্রকল্পের সমীক্ষা, চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের গাণিতিক মডেলিং, সিঙ্গাইর প্রকল্পে ঢাকা মহানগরীতে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য কূপ খনন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিদেশে

মালয়েশিয়ার সুংগাই লঙগাত নদীতে নাব্যতা উন্নয়ন সমীক্ষা; তাজিকিস্তানের খাতলন প্রদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা; শ্রীলঙ্কার নীল গঙ্গা নদীতে সমীক্ষা।

উপরোক্ত প্রকল্পগুলো ছাড়াও আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত আরো অনেকগুলো সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে।

মালয়েশিয়ায় আইডব্লিউএম শাখা অফিস উদ্বোধন

গত ০৬ অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে আইডব্লিউএম এর শাখা অফিস উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব একেএম আতিকুর রহমান। উক্ত অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গাণিতিক মডেল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আইডব্লিউএম এর সেবা গ্রহণ আরো সহজসাধ্য হবে।

উল্লেখযোগ্য গবেষণা সমীক্ষা

১. নগর অঞ্চলে বন্যা সহনশীলতা বিষয়ে সহযোগিতামূলক গবেষণা (CORFU)
২. মরফোলোজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ওপর বাংলা-ডাচ গবেষণা উদ্যোগ
৩. উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ক যৌথ উদ্যোগ গবেষণা (Joint Action Research)
৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল: ফেজ-১)
৫. উপকূলীয় অঞ্চলে উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা সমীক্ষা

কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম এর প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং সর্বমোট ১৩২ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষক ছাড়াও বুয়েট, এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, থাইল্যান্ড, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক, বৃটিশ কাউন্সিল, এশিয়ান ডিসেস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার, থাইল্যান্ড উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

অন্যান্য সংস্থার প্রকৌশলী / কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ

আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ৮ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নাহরিম, মালয়েশিয়া, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার্ন শিক্ষার্থীসহ সর্বমোট ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling -এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয় এবং অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশের সেমিনারসমূহে অংশগ্রহণ পূর্বক মত বিনিময়ে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞগণ পানি ব্যবস্থাপনা মডেলিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা এ প্রতিষ্ঠানের কাজের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের চিত্র

Dredging in the Gorai River

River Bank Erosion of Left Bank of the Padma River at Braha Bazar of Dohar Upazilla

Installation of deep tube well at Saidpur under BMDA Phase III project

Joint Survey with BWDB and CHEC at Sirajganj

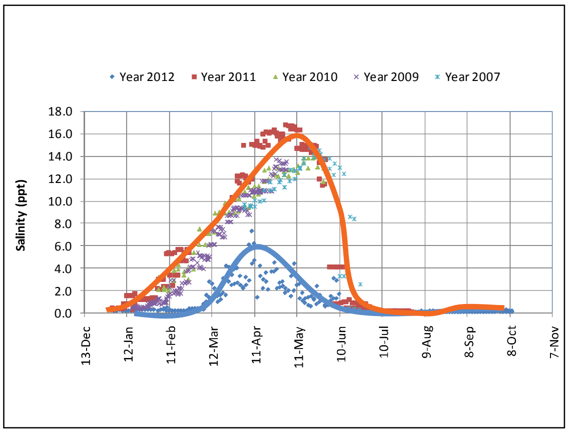

Reduction of salinity level in the Rupsha River at Khulna during 2012 dry season

Sedimentation at Surma River at Amalshid

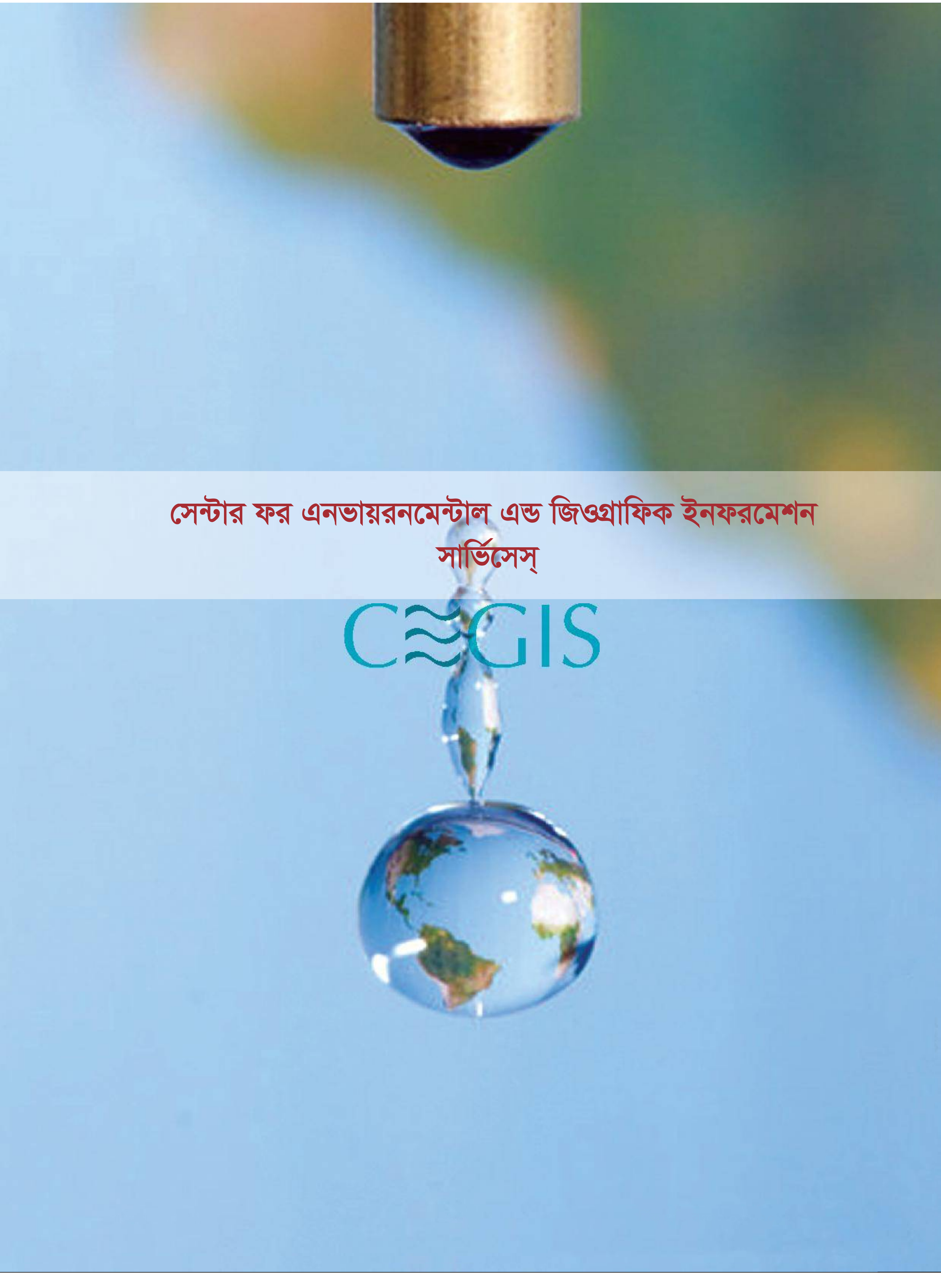

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস্

CEGIS

নবম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ এর ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপি পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে ইজিআইএস প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং উক্ত দুটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি প্রচলিত প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেইমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদর পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদী প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমন:- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ

উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি) মেটাডাটাবেইস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্তভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপ ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেইস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেইজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেইস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেইস প্রস্তুতি • ডাটা রিপোজিটরি তৈরি • আইটি সমাধান, সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরী ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেইস ও আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস এ পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত দুটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২০১ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৭১ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছেন। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ প্রকৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস Software ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৭১ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	৩০ জন
মোট	২০১ জন

২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-২০১২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
০১	টেকসই পানি ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ-ভারত প্রারম্ভিকা
০২	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB)-এর সিদ্ধেশ্বরী-মানিকনগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের সমীক্ষা
০৩	বাংলাদেশ সমন্বিত ডব্লিউ আর এ (Bangladesh Integrated WRA) প্রকল্প
০৪	সীমান্ত এলাকার নদ-নদীসমূহের পানি বণ্টন সংক্রান্ত অবস্থান পত্র
০৫	হাওর এলাকার বন্যার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ক সমীক্ষা
০৬	চট্টগ্রাম, খুলনা এবং মহেশখালী তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের কয়লার উৎস অনুসন্ধান, পরিবহন এবং বিতরণ সমীক্ষা
০৭	পদ্মা নদীর পর্যটন কেন্দ্রের কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
০৮	ড্রেজিং-এর মাধ্যমে খনন কাজ অপটিমাইজকরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমীক্ষা
০৯	বাংলালিংকের ভৌগোলিক বিপনন জরিপঃ পর্যায়-৬
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিবেশ মূল্যায়ন সমীক্ষা
১১	সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন সমীক্ষা
১২	রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে একটি নতুন নলকূপ স্থাপনের জন্য খনন এবং গ্যাস জমাকরণের পাইপ লাইন স্থাপনে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
১৩	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের পরিবেশগত সামাজিক ও নদীর প্ল্যানফর্ম সমীক্ষা
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB), প্রকল্প-২, হাটহাজারী-শিকলবাহা-আনোয়ারা, প্যাকেজ-১ সমীক্ষা
১৫	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB), প্রকল্প-২, দশটি নতুন সাব-স্টেশন, প্যাকেজ-২ সমীক্ষা
১৬	এমআই সাপোর্ট এবং লবণাক্ততার পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন
১৭	গঙ্গা-যমুনা-পদ্মা-মেঘনা (G-J-P-M) নদীসমূহের ভাঙ্গন পূর্বাভাস সমীক্ষা
১৮	বাংলাদেশের ১৫টি হাওরের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই সমীক্ষা
১৯	দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় খুলনা-যশোর ড্রেনেজ পুনরুদ্ধার কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা
২০	গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নে পানির অন্তবর্তিতা (Water Intervention) সমীক্ষা
২১	বিদ্যুৎ খাতের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প (SPSDP)-এর আওতায় আমিন বাজার-পুরাতন বিমান বন্দরের ২৩০ কেভি লাইন প্রকল্পের সমীক্ষা
২২	বাংলাদেশের ধান উৎপাদনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
২৩	হাওর এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
২৪	প্রস্তাবিত খুলনা ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্ল্যান্টের কয়লা পরিবহন করিডোরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পশুর নদীর তীরবর্তী ভূমি অধিগ্রহণ ও নদীবক্ষের ভূ-কারিগরী অনুসন্ধান সমীক্ষা
২৫	টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের অগ্রগতি সাধন কার্যক্রম
২৬	পূর্ব নীল নদের অববাহিকার হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা
২৭	প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ-ঘাটাইল-টাঙ্গাইল ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই) এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
২৮	প্রস্তাবিত সিদ্ধিরগঞ্জ মানিকনগর ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ডিএনডি খাল সংলগ্ন ৬.৫ কি.মি. বিকল্প পথ (সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে ডেমরা কোনাবাড়ী পর্যন্ত) এর পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
২৯	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমস্যা ও ভবিষ্যত গবেষণার সম্ভাবনার পরিসর নিরূপন সমীক্ষা
৩০	রবি এজিয়াটা লিমিটেডের দূরবীন ঐকতান টুলস প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
৩১	প্রস্তাবিত চন্দ্রঘোনা-রাঙ্গাঁমাটি খাগড়াছড়ি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ কার্যক্রম
৩২	প্রস্তাবিত চন্দ্রঘোনা-রাঙ্গাঁমাটি -খাগড়াছড়ি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৩৩	বন অধিদপ্তরের এফআইজিএনএসপি (FIGNSP) প্রকল্পের স্যাটেলাইট উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, জিআইএস বিশ্লেষণ এবং মানচিত্র তৈরী কার্যক্রম
৩৪	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারন অর্থনীতি বিভাগ কে সহায়তাকরণ কার্যক্রম
৩৫	কমিউনিটি মূল্যায়ন ও ঝুঁকি হ্রাস এ্যাকশন প্ল্যান কার্যক্রম
৩৬	বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্কের ভূ-প্রাকৃতিক (Topographic) জরিপ সমীক্ষা
৩৭	জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (NAEP) হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে স্থানিক (Spatial) বিশ্লেষণ ও ম্যাপিং এর মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের ছক তৈরীর মাধ্যমে উক্ত নীতি হালনাগাদকরণ কার্যক্রম
৩৮	কৃষি, পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব এবং এর অভিযোজন পদক্ষেপের সমীক্ষা
৩৯	চট্টগ্রামস্থ কোরীয় রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (KEPZ) প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা হালনাগাদকরণ
৪০	চন্দনা-বারাসিয়া নদীর পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪১	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পোল্ডার ৩৪/২ এর পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪২	এস ইউ এস এফ ই আর (SUSFER) প্রকল্পের বেসলাইন প্রণয়ন
৪৩	সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অবকাঠামো (FCDI) প্রকল্পের পরিবেশ এবং প্রতিবেশ মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪৪	পশ্চিম গোপালগঞ্জ একীভূত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৪৫	খুলনায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৪৬	ভুটিয়ার বিল প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪৭	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪৮	পি এম ই সি (PMEC)-এর জন্য ভূ-প্রাকৃতিক (Topographic) জরিপ সমীক্ষা

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
০১	সাতটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষার পরামর্শ সেবা প্রদান কার্যক্রম।
০২	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দিতে মাছের নির্গমন পথ বা ফিস পাস স্থাপনের কার্যকারীতা সমীক্ষা।
০৩	কোরিয়ান রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ।
০৪	মিরপুর ও ভালুকা এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা।
০৫	সিরাজগঞ্জের এপিআই (এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্প পার্কের ভূ-প্রাকৃতিক জরীপ (Topographic Survey) এর ২য় পর্যায়।
০৬	বাংলাদেশের প্রধান শষ্য বিন্যাসের আওতায় খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ভূমির উপযোগীতা সমীক্ষা।
০৭	জনবহুল ব-দ্বীপের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, জীবিকা, প্রতিবেশগত সার্ভিস ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের সমীক্ষা।
০৮	বৃহৎ নদীর বন্যা ও তীর ভাঙ্গন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।
০৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় উপগ্রহ চিত্রের সহায়তায় বন্যার মাত্রা মানচিত্র, জলাবদ্ধতা এবং ভূমি ব্যবস্থার মানচিত্র প্রণয়ন।
১০	দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবতর্নজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতির ধারা ও প্রভাব সমীক্ষা।
১১	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ (বহুমুখী) প্রকল্পের ভারত–বাংলাদেশের যৌথ সমীক্ষার লক্ষ্যে যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশকে সহায়তা কার্যক্রম।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
১২	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমঝোতা কার্যক্রম ও Knowledge-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান।
১৩	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য যমুনা, পদ্মা, মেঘনা ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ড্রেজিং পরিমিতকরণ এবং ড্রেজিং ভলিউম নিরূপন ও পরিবীক্ষণ।
১৪	গড়াই এবং হুগলী নদীর ই-ফ্লো বা পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ের পদ্ধতি নিরূপন কার্যক্রম।
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমঝোতা কার্যক্রম ও Knowledge-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান।
১৬	ডেসকোর আওতায় নির্মিতব্য ১৩২/১৩৩ কেভি গ্রীড সাবস্টেশনের বর্ধিতকরণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা।
১৭	দেশের পানি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষার জন্য জাতীয় এবং অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মডেল উদ্ভাবন কার্যক্রম।
১৮	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটের জন্য ওয়েবভিত্তিক ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সফ্টওয়ার তৈরী ও সংযুক্তিকরণ কার্যক্রম।
১৯	পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য ওয়েব ব্যবহার্য হালনাগাদকৃত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তথ্যভান্ডার তৈরী।
২০	বাংলাদেশে বর্জ্য উৎপাদন, বর্জ্য প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও ট্রাফিক ভলিউম জরিপের বেসলাইন সমীক্ষা।
২১	পাহাড়ী ঢলের আগাম পূর্বাভাস প্রদান সংক্রান্ত পাইলট সমীক্ষা।
২২	সিলেট অঞ্চলের নদীসমূহ থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বালি, নুড়ি ও পাথর উত্তোলনের কারণে নদীর পরিবেশগত ও গঠনশৈলীর উপর প্রভাব সমীক্ষা।
২৩	কৃষি, পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপন এবং মৌসুমী ও মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযোজনের কার্যকারীতা সমীক্ষা।
২৪	সুন্দরবনের পরিবেশগত ও জীবিকা নিরাপত্তা (SEALS) প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) প্রণয়ন
২৫	বাংলাদেশের বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যৌথ গবেষণার অংশ হিসেবে হাওরের বন্যা ও নদীর গতিপ্রকৃতি সমীক্ষা।
২৬	স্কুল পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।
২৭	দেশের পানি ও স্যানিটেশন এর বিপন্ন এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিতকরণ সমীক্ষা।
২৮	ইলিশ মাছের অভিগমনের উপর গঙ্গা নদীর গতি প্রকৃতির প্রভাব সমীক্ষা।
২৯	কুড়িগ্রাম ও বরগুনা জেলায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জিআইএস প্রযুক্তির সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
৩০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় সামাজিক প্রভাব নিরূপন এবং ভিলেজ প্ল্যাটফর্ম তৈরীর কার্যক্রমের পরামর্শক সেবা প্রদান।
৩১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ট্রাস্ট ফান্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৬টি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা।
৩২	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত মুন্সিগঞ্জের ৪৫০-৫০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্যতা এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা।
৩৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১৫টি হাওরের আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলাবদ্ধতা উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই।
৩৪	ফসল উৎপাদনে ভূমির উপযোগীতা সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান শষ্য বিন্যাসের আওতায় খামার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) এর প্রয়োগ কার্যক্রম।
৩৫	দেশে টেকসই ধান উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা ও অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকারীতা সমীক্ষা।
৩৬	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্পর্শকাতর এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমীক্ষা।
৩৭	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) ৩৫টি স্কীমের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী কার্যক্রম।
৩৮	প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নবীনগর -নরসিংদী ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্রাথমিক পরিবেগশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
৩৯	আন্তর্জাতিক উদারাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (ICDDR,B) জরুরী গর্ভকালীণ ও সদ্য প্রসূত শিশুর স্বাস্থ্যসেবা সার্ভিস এর জন্য ওয়েবভিত্তিক ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) প্রস্তুতকরণ।
৪০	তিস্তা ব্যারেজ দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পানি নিষ্কাষণ ও সেচ ব্যবস্থার গানিতিক মডেল নকশা প্রণয়ণ সহ ভূগর্ভস্থ, পানিসহ সামগ্রিক বিষয়ের সমীক্ষা।
৪১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)-এর পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)- এর স্ক্রীনিং, কারিগরি এবং পরিবেশগত নিরীক্ষা সমীক্ষা।
৪২	এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তায় বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী সমূহের বন্যা ও নদী ভাঙ্গণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমীক্ষা।
৪৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া লাকসাম রুটে ডাবল লইন নির্মান এবং দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার রুটে নূতন রেললাইন স্থাপনের পূর্বে ঐ এলাকার সোশ্যাল সেফগার্ড প্ল্যান তৈরীর সমীক্ষা।
৪৪	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প এর জন্য স্যাটেলাইট চিত্র প্রক্রিয়াকরণ।

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. ফসল উৎপাদনে ভূমির উপযোগীতা সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান শষ্য বিন্যাসের আওতায় খামার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) এর প্রয়োগ কার্যক্রম।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর তত্ত্বাবধানে সিইজিআইএস ফসল উৎপাদনে ভূমির উপযোগীতা সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান শষ্য বিন্যাসের আওতায় খামার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) এর প্রয়োগ শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর আওতায় সিইজিআইএস প্রকল্প এলাকার বেইসলাইন জরিপ এবং অত্যাধুনিক জিআইএস-এবং দূর অনুধাবন (আর এস) প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমির ফসল উৎপাদন উপযোগীতা নির্ণয়ের জন্য জিআইএস ভিত্তিক সফটওয়ার প্রস্তুতকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। দিনাজপুরের কাহারোল ও পার্বতীপুর, টাঙ্গাইলের সদর ও ঘাটাইল উপজেলা এবং বাগেরহাটের মোল্লারহাট ও রামপাল উপজেলার নির্বাচিত এলাকায় উক্ত বেইসলাইন জরিপ পরিচালনা করা হবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি জমির সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কৃষকদের যথাযথ শষ্য বিন্যাস গ্রহণে তথ্য প্রদান করা যার ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের সর্বোচ্চ আয়ের সংস্থান করা সম্ভব হবে।

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের Validation বা সঠিকতা নিরূপনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে নীরিক্ষা করা হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সর্বোপরি কৃষকগণ উপকৃত হবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এর ফলে ফসল উৎপাদনে লাগসই ও হালনাগাদ তথ্যের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

২. দেশে টেকসই ধান উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা ও অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকারীতা সমীক্ষাঃ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ঢাকাস্থ রাজকীয় নরওয়ে দূতাবাস, নরওয়ের কৃষি ও পরিবেশ গবেষণা ইনস্টিটিটিউট (BIOFORSK) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) সিইজিআইএস-কে উপর্যুক্ত সমীক্ষাকাজে নিয়োজিত করে। এ কার্যক্রমে খরাপ্রবণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা যেমনঃ গোদাগাড়ী, নাচোল ও তানোর উপজেলা এবং লবণাক্ততা প্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলের আওতাধীন আমতলী, কলাপাড়া ও পাথরঘাটা উপজেলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ধান উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিপন্নতার মাত্রা নিরূপণ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে (Scenario) ধানের ভবিষ্যৎ উৎপাদন সম্ভাবনা নিরূপন করা।

এ সমীক্ষার মাধ্যমে দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা টেকসই করার জন্য ধান চাষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় অভিযোজন কার্যক্রমের প্রস্তাবনা তৈরী করা হবে। এ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফল কৃষি বিজ্ঞানী, নীতি নির্ধারক, কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সঙ্গে বিনিময় করা হবে। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অভিযোজন পদক্ষেপের প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে কৃষি উৎপাদনের মূলধারায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র: এ প্রকল্পের কর্মশালায় প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শেখ আলতাফ আলী ও অন্যান্য সম্মানিত বক্তাগণের সঙ্গে সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

৩. **কৃষি, পানি সম্পদ এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপন এবং মৌসুমী ও মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে অভিযোজনের কার্যকারীতা সমীক্ষা।**

সিইজিআইএস স্মল আর্থ নেপাল (এসইএন), বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাব স্টাডি কেন্দ্র (জিসিআইএসসি) পাকিস্তান ও ICIMOD, নেপাল এর সহযোগীতায় আবুধাবী ভিত্তিক ডায়ালগ ফোরাম স্মল গ্রান্ট প্রোগ্রাম (ADDK-SGP) এর জন্য উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিচালনা করছে। খাদ্য নিরাপত্তার সুরক্ষা ও তা টেকসই করার উদ্দেশ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকার তিনটি স্টাডি এরিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তা মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল নিরূপনই হচ্ছে এ সমীক্ষার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এ সমীক্ষার স্টাডি এরিয়া হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলতঃ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র -মেঘনা - অববাহিকার পানি সম্পদের প্রাপ্যতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। একইসাথে এ বিষয়ে লাগসই অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হবে যা টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার নীরিখে পানি সরবরাহের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হবে।

৪. **বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ**

সিইজিআইএস বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের জন্য 'তথ্য যোগাযোগ এবং ডিজিটাইজেশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় যাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এরূপ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো যাদুঘরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার, সার্ভার ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদানসহ জাতীয় যাদুঘরের জন্য তৈরীকৃত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা। এ ধরণের তিনটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা হচ্ছেঃ

ক) কম্পিউটারের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ;
খ) নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যাংক পরিচালনা এবং
গ) সার্ভার ব্যবস্থাপনা ও ডাটা পুনরুদ্ধার পদ্ধতি।
এ তিনটি প্রশিক্ষণে যাদুঘরের ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের বিভিন্ন প্রত্নসম্পদের ছবি। এরূপ প্রায় এক লক্ষ প্রত্নসম্পদের বিস্তারিত তথ্যভান্ডার সিইজিআইএস প্রস্তুত করেছে

৫. চন্দনা বারাশিয়া নদীখনন কার্যের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরুপণ

চন্দনা বারাশিয়া নদীর খনন কার্যের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরুপণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সিইজিআইএস-কে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে সমীক্ষার দায়িত্ব প্রদান করে। এই প্রকল্পে IWM বাপাউবো কর্তৃক গৃহীত নদী খনন কার্যের পাশাপাশি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো স্থাপন পরিকল্পনার সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ করবে। উক্ত সমীক্ষার আলোকে সিইজিআইএস প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ডিসেম্বর, ২০১২ সালে উক্ত প্রকল্প এলাকায় EIA ও SIA কার্য সম্পন্ন করে। পরিবেশগত সমীক্ষা প্রণয়নকালে দেখা যায় যে, উক্ত নদীটি খনন করা হলে উজান থেকে গঙ্গার পানি প্রবাহ নিশ্চিত হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে নদী দিয়ে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক থাকবে। ফলে প্রকল্প এলাকার (রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ) কৃষি, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

৬. হাওর এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন

বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড (বিএইচডব্লিউডিবি)-এর জন্য হাওর এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিইজিআইএস একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। হাওর এলাকার উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কৌশলগত কার্যাবলীর সমন্বয়মূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণই এ মহাপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

হাওর মহাপরিকল্পনা মূলত একটি ফ্রেমওয়ার্ক পরিকল্পনা যা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আলোকে প্রণীত হয়েছে। হাওর মহাপরিকল্পনাটি মোট ৩টি খন্ডে সংকলন করা হয়েছে। প্রথম খন্ডে রয়েছে সারসংক্ষেপ যেখানে সম্পূর্ণ মহাপরিকল্পনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার মূল প্রতিবেদনটি ২য় খন্ডে এবং প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার ৩য় খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত ২১টি সংলগ্নীতে মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলের আকস্মিক পাহাড়ী ঢল, দারিদ্র, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সংবেদনশীলতা/স্পর্শকাতরতা, নদীভাঙ্গন, যাতায়াত ও স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা প্রভৃতি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তার সমাধানে মহাপরিকল্পনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র দূরীকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ ৬টি জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত এ মহাপরিকল্পনাটি আগামী ২০ বছরে অর্থাৎ ২০১২ হতে ২০৩২ সালের মধ্যে তিনটি (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ) মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয় এবং ৩৮টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য এ মহাপরিকল্পনায় ১৭টি উন্নয়ন বিষয়ে ১৫৪টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড বর্ণিত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। সিইজিআইএস কর্তৃক প্রণীত এ হাওর মহাপরিকল্পনা বিগত ৩১মে ২০১২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

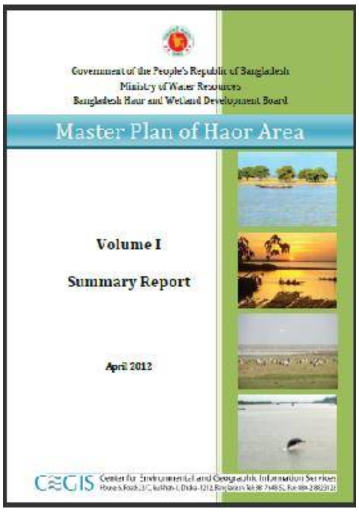

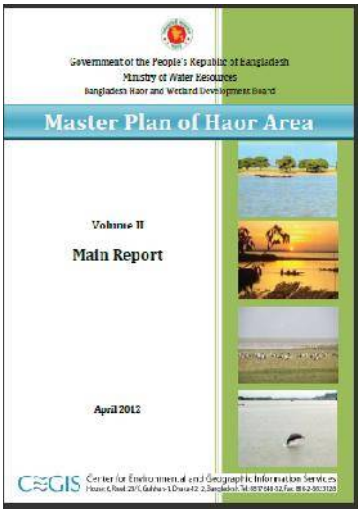

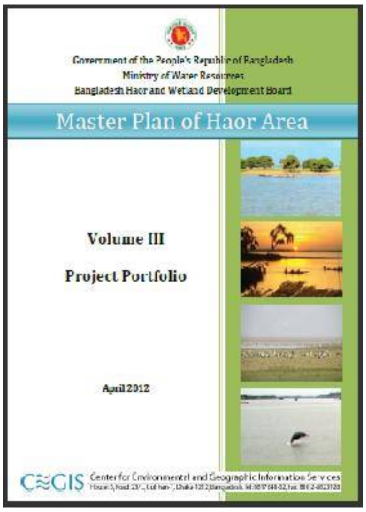

চিত্রঃ সিইজিআইএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হাওর মহাপরিকল্পনার তিন খন্ড

৭. দীর্ঘমেয়াদী পানি সম্পদ মূল্যায়নের নিমিত্ত জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মডেল তৈরি

সিইজিআইএস পানি সম্পদ মূল্যায়নের নিমিত্ত দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মডেল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি জলবায়ু মডেল তৈরি করা যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ফলে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। সিইজিআইএস, Hadley Center, UK Met Office কর্তৃক প্রণীত PRECIS আঞ্চলিক জাতীয় মডেল ব্যবহারপূর্বক এ কার্যক্রম শুরু করেছে। বিগত ১০ বছরের (১৯৭০-১৯৮০) তথ্যের ভিত্তিতে ৫০ কিলোমিটার এবং ২৫ কিলোমিটার রেজুলেশনে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক জলবায়ু সিম্যুলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ সমীক্ষার ফলাফলে বাংলাদেশের সকল স্থানে এবং বর্ষা মৌসুমে পর্যবেক্ষণকৃত এবং সিম্যুলেটেড তাপমাত্রার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু মৌসুমপূর্ববর্তী এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় এ মডেলের ফলাফলে কিছুটা তারতম্য পাওয়া যায়। এ মডেলের আওতায় প্রক্ষেপনের সময় অনিশ্চয়তার যে ধারণা পাওয়া যায় তা পরিমাপ করা হবে এবং ভবিষ্যতে Artitificial Neural Network এবং Fuzzy Clustering logic ব্যবহারপূর্বক বিদ্যমান তারতম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। Bangladesh Climate Change Trustee Board (BCCTB) এর অনুমোদনক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পের জন্য অর্থায়ণ করছে যা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আওতায় সিইজিআইএস বাস্তবায়ন করছে।

৮. ক্যাপিটাল ড্রেজিং অ্যান্ড সাসটেনেবল রিভার ম্যানেজমেন্ট

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী দীর্ঘদিনের পলি সঞ্চায়ন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার দেশের নদ-নদীসমূহ পুনরুদ্ধারে 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং' শীর্ষক এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকার এই ড্রেজিং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রযুক্তি ও জনবল এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকায় সিইজিআইএস-কে নদ-নদীর মরফোলজি ও প্ল্যানফর্ম-এর ওপর সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিইজিআইএস চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত প্রতিটি নদীর ওপর আলাদা আলাদা সমীক্ষা সম্পাদন করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা-পদ্মা, মেঘনা (আপার), আত্রাই, গড়াই, ধলেশ্বরী, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, শীতলক্ষ্যা নদীর খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মূল পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেইসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করা।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা
০১	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় টেকসই মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭	০৬
০২	সিইজিআইএস এর প্রফেশনালদের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার বিষয়ে আন্ত:বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	১৩	৩০
০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কমকর্তাদের জন্য আর্ক জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাণীরোগ মানচিত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২	২২
০৪	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য পানি সেক্টরে জিআইএস প্রযুক্তির এড্‌ভান্সড ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১২	১৪
০৫	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স	২৪	৩৫
০৬	বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন এটলাস প্রস্তুতির লক্ষ্যে সমান্তরাল টাচ্ টেবিল ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৪	১৫
০৭	বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ	০৩	৬৭
	মোট	৮৫	১৮৯

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস প্রফেশনালগণ বিভিন্ন বিষয় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রফেশনালগণ পুনরায় সিইজিআইএস এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন সমীক্ষা কাজসমূহ আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	বিদেশে প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	সংখ্যা
০১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম, খুলনা, ও মহেশখালীতে প্রস্তাবিত কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার উৎস সন্ধানে কয়লা খনি ও কয়লা রপ্তানিকারকদের সাথে সভা	অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া	১৫ দিন	০৩
০২	ইষ্টার্ন নাইল প্ল্যানিং মডেল বিষয়ে ১ম জাতীয় কর্মশালায় যোগদান	মিশর	০৪ দিন	০১
০৩	ইউএন আইজিআইএস আমষ্টার্ডাম আয়োজিত সিদ্ধান্ত সহায়তা পদ্বতি: ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন মডেলিং বিষয়ক কর্মশালা	নেদারল্যান্ড	০৫ দিন	০২

কর্মশালা

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত কর্মশালার আয়োজন করেছেঃ

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
০১	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত স্টেকহোল্ডার কন্সালটেশন ওয়ার্কশপ	অক্টোবর ২০১১
০২	দেশে টেকসই ধান উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিপন্নতা ও অভিযোজন শীর্ষক কর্মশালা	ফেব্রুয়ারী ২০১২
০৩	পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা	ফেব্রুয়ারী ২০১২
০৪	বিশ্ব পানি দিবস ২০১২ উপলক্ষে সমন্বিত হাওর ও জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার	মার্চ ২০১২
০৫	যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর নিম্নাংশের ২০১২ সালের জন্য নদী ভাঙ্গন বিষয়ে পূর্বাভাস প্রদান কার্যক্রম	এপ্রিল ২০১২
০৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় খসড়া হাওর মহাপরিকল্পনা এর উপর জাতীয় কর্মশালা	এপ্রিল ২০১২
০৭	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার	জুন ২০১২
০৮	উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ক্ষুদ্র চাষীদের খামার ব্যবস্থাপনা ও জীবিকা উন্নয়নে পানি সম্পদের অপরিহার্যতা বিষয়ক কর্মশালা	নভেম্বর ২০১২

সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ

দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ না করে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে/সমাপ্তির পর EMP বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব। পরিবেশসম্মত প্রকল্প গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধিতে IEE, EIA ও EMP এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ এবং পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, ইত্যাদি; পরিবেশ সংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ খাতে সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরুপণের ব্যবস্থা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং ২০১০ (সংশোধিত) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-তেও এ বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে EMP বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিইজিআইএস-নিজস্ব আয়ে পরিচালিত লাভের-জন্য-নয় (not-for-profi) এমন একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবেশগত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সিইজিআইএস-এর প্রফেশনাল ও প্রকৌশলীগণ অত্যাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। সরেজমিনে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অবস্থা নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পের IEE, EIA সম্পাদন ও EMP প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের Benefit Monitoring and Evaluation (BME) এর কাজ, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদের জিআইএস ও আরএস ভিত্তিক ড্যাটাবেইস প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিইজিআইএস-এর সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১

২০১১-২০১২ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত	১৩২৬০.০০ ০.০০	১৩২৬০.০০ ০.০০	৫৯০০.৩৭ ০.০০	৫৯০০.৩৭ ০.০০	৫০.৩০	১১২৫.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ০.০০	৮.৪৮	৮.৪৮	৫৮.৭৮
২	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	৪১৬১.০০ ০.০০	৪১৬১.০০ ০.০০	৩৩৬৯.০০ ০.০০	৩৩৬৯.০০ ০.০০	৮১.০২	৫৪৯.০০ ০.০০	৫৪৯.০০ ০.০০	১৩.১৯	১২.৯৫	৯৩.৯৭
৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত	১৫৩৭৯.০০ ০.০০	১৫৩৭৯.০০ ০.০০	৭০০১.৪২ ০.০০	৭০০১.৪২ ০.০০	৭৩.৫০	২.০০ ০.০০	২.০০ ০.০০	০.০১	০.০০	৭৩.৫০
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬ ৮৮৪১৪.৩৬	৯৮১৩.২০ ৬৯৯০৩.৫৫	২০১৫২.৪০ ১৬৫৬০.৭২	৩৫৯১.৬৮ ১৬৫৬০.৭২	২৩.৬০	৯৩৬০.৮০ ৮৮৭৫.০৫	৪৮৫.৭৫ ৮৮৬৬.১০	১৩.২২	৯.৫০	৩৩.১০
৫	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ।	৬৪১১৬.০০ ৩৭০৪৬.০০	২৭০৭০.০০ ৩৩৯৩৩.০০	৩৬৮৪৪ ২৮০৬৪.৯৩	৮৭৭৯.৮৯ ২৬৩৫৭.৫৯	৮৭.৫৮	১৩৪৮০.০০ ৭৭৯৭.১৩	৪৫০০.০০ ৬৭৫৪.৫৬	১২.৪২	১১.৭৩	৯৯.৩১
৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	৪৫৬৪.০০ ০.০০	৪৫৬৪.০০ ০.০০	২০২২.৮৭ ০.০০	২০২২.৮৭ ০.০০	৫৩.৪৮	৯০০.০০ ০.০০	৯০০.০০ ০.০০	১৯.৭২	১৯.০০	৭২.৪৮
৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম	৩২৮৪.০০ ০.০০	৩২৮৪.০০ ০.০০	২৯৫৬.০৪ ০.০০	২৯৫৬.০৪ ০.০০	৯০.০০	৩০০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ০.০০	১০.০০	৯.৯০	৯৯.৯০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত । (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত ।	৭৩৬০.৫০ ০.০০	৭৩৬০.৫০ ০.০০	৫৩২০.৪৭ ০.০০	৫৩২০.৪৭ ০.০০	৭৮.৫০	১২৫৪.০০ ০.০০	১২৫৪.০০ ০.০০	১৭.০৪	১৪.৫০	৯৩.০০
৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১৫৩২৪.১৮ ০.০০	১৫৩২৪.১৮ ০.০০	৭৭১৫.৩৩ ০.০০	৭৭১৫.৩৩ ০.০০	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০ ০.০০	৫৪৬৭.০০ ০.০০	১৮.৬৫	১৮.৬৫	১০০.০০
১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০ ০.০০	২৬৬৩.০০ ০.০০	২১৩৮.৩৪ ০.০০	২১৩৮.৩৪ ০.০০	৮০.৩০	৪৫২.০০ ০.০০	৪৫২.০০ ০.০০	১৯.৭০	১৯.৭০	১০০.০০
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত ।	১৯১৩৩.৮১ ০.০০	১৯১৩৩.৮১ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ০.০০	৪৯.১৭	২৩০৮.০০ ০.০০	২৩০৮.০০ ০.০০	১২.০৬	১৯.৫০	৬৮.৬৭
১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯২৩.৪০	০.০০ ৩৩৯০৫.৭৫	৩০২০.৫৬ ৩০২০.৫৬	০.০০ ৩০০৩.২০	৮.৯০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০	০.০০ ৭৫০০.০০	২২.১১	১৬.৫০	২৫.৪০
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত।	১৫০৬০.৪৫ ০.০০	১৫০৬১.৪৫ ০.০০	৭১২৪.০৭ ০.০০	৭১২৪.০৭ ০.০০	৫১.৪৩	২২৫০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ০.০০	১৪.৯৪	১৪.৯৪	৬৬.৩৭
১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ০.০০	৮০.০০	১৩৪৮.০০ ০.০০	১৩৪৮.০০ ০.০০	২০.০০	২০.০০	১০০.০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	৯৪২১৪.০০ ০.০০	৯৪২১৪.০০ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ০.০০	১৭.৫০	১৪১১৫.০০ ০.০০	১৪১১৫.০০ ০.০০	২০.৮২	২০.৮২	৩৮.৩২
১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০ ০.০০	৩৭৪৬.০০ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ০.০০	৪৫.১৫	১৮৮০.০০ ০.০০	১৮৮০.০০ ০.০০	৫৪.৮৫	৫৪.৮৫	১০০.০০
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জানু/১৩ পর্যন্ত)	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ০.০০	২১.৫৫	৩৩০০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ০.০০	১৮.৬৯	১৮.৬৯	৪০.২৪
১৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৪ পর্যন্ত ।	১৪২৮৭.৫৬ ০.০০	১৪২৮৭.৫৬ ০.০০	২২৯৬.২৯ ০.০০	২২৯৬.২৯ ০.০০	১৬.০৭	১৫০০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ০.০০	১০.৫০	৩.৫০	১৯.৫৭
১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)। প্রস্তাবিত জুন/১২ পর্যন্ত।	১৫৪.০০ ০.০০	১৫৪.০০ ০.০০	৩৯.৫৬ ০.০০	৩৯.৫৬ ০.০০	৬০.০০	৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ০.০০	৪০.০০	৩৭.০০	৯৭.০০
২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৩০৭০.০০ ০.০০	৩০৭০.০০ ০.০০	৩১.২২	৩০০০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ০.০০	২৫.৪২	২৫.৪২	৫৬.৬৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
২১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	২১৩৪.০০ ০.০০	২১৩৪.০০ ০.০০	৩৮৪.১৩ ০.০০	৩৮৪.১৩ ০.০০	১৮.০০	৬০০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ০.০০	২৮.২২	২৮.২২	৪৬.২২
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	১৩৪১০.২৫ ০.০০	১৩৪১০.২৫ ০.০০	১৫৮৬.৯৮ ০.০০	১৫৮৬.৯৮ ০.০০	১১.৮৩	২০০০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ০.০০	১৪.৯১	১৯.৯১	৩১.৭৪
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন/১৪)	৪১৭০০.৭১ ০.০০	৪১৭০০.৭১ ০.০০	২৩৯৮.৩৩ ০.০০	২৩৯৮.৩৩ ০.০০	৬.৮৩	৩৩০০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ০.০০	৭.৯১	১৪.০০	২০.৮৩
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০ ০.০০	৩৬০৬.০০ ০.০০	৯৯৯.৪৯ ০.০০	৯৯৯.৪৯ ০.০০	৫৬.০০	২২৯১.০০ ০.০০	২২৯১.০০ ০.০০	৪৪.০০	৪৪.০০	১০০.০০
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	১৬৯৪০.০০ ০.০০	১৬৯৪০.০০ ০.০০	৪৮০০.৩২ ০.০০	৪৮০০.৩২ ০.০০	২৬.১০	৫২৫০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০ ০.০০	৩৩.৭১	৩৯.১৬	৬৫.২৬
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	১৫৫৭২.০০ ০.০০	১৫৫৭২.০০ ০.০০	৪৫৯৯.৯৭ ০.০০	৪৫৯৯.৯৭ ০.০০	২৯.৫৪	৫২৫০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০ ০.০০	৩৩.৭১	৩৯.৮২	৬৯.৩৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
২৭	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	১০২৮১.০০ ০.০০	১০২৮১.০০ ০.০০	৩৮৩৭.৪৬ ০.০০	৩৮৩৭.৪৬ ০.০০	৩.৭৩	৬৫০০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০ ০.০০	৬.৩২	৪৬.৭৪	৫০.৪৭
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩)	৯৪৪০৯.০০ ০.০০	৯৪৪০৯.০০ ০.০০	৫৭৮.৯৯ ০.০০	৫৭৮.৯৯ ০.০০	০.৬২	১৫২৫.০০ ০.০০	১৫২৫.০০ ০.০০	১.৫৯	১.৮৫	২.৪৭
২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প সংশোধিত অনুমোদিত (মে/১০ থেকে জুন/১২ পর্যন্ত)।	১৫৬.০০ ০.০০	১৫৬.০০ ০.০০	৫৪.৮৭ ০.০০	৫৪.৮৭ ০.০০	৪৫.০০	৮৬.০০ ০.০০	৮৬.০০ ০.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	১০০.০০
৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	২৩৯২.২১ ০.০০	২৩৯২.২১ ০.০০	৪৯৫.৯৪ ০.০০	৪৯৫.৯৪ ০.০০	১৯.০০	৯০০.০০ ০.০০	৯০০.০০ ০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৫৭.০০
৩১	সমাপ্য প্রকল্প চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত) ।	৫৯৫৩.০০ ০.০০	৫৯৫৩.০০ ০.০০	৩৩৬.৮৮ ০.০০	৩৩৬.৮৮ ০.০০	৫.৭১	১৭০০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ ০.০০	২৮.৫৬	৪০.৪১	৪৬.১২
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপামি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)প্রস্তাবিত - জুন/১৪ পর্যন্ত।	১৩০৯৯৮.০০ ০.০০	১৩০৯৯৮.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৪৬.০০ ০.০০	১৪৬.০০ ০.০০	০.১১	০.১১	০.১১
৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৭১৪৫.১২ ০.০০	৭১৪৫.১২ ০.০০	২০২০.৭০ ০.০০	২০২০.৭০ ০.০০	৭৫.৬৩	৫১০২.০০ ০.০০	৫১০২.০০ ০.০০	২৪.৩৭	২১.৩০	৯৬.৯৩
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৩৪৬৬৩.২৮ ০.০০	৩৪৬৬৩.২৮ ০.০০	৭১৮০.৬৭ ০.০০	৭১৮০.৬৭ ০.০০	২০.৭২	৬৪৯২.০০ ০.০০	৬৪৯২.০০ ০.০০	১৮.৭৩	৩৩.৬৯	৫৪.৪১

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৪২৪২.০০ ০.০০	৪২৪২.০০ ০.০০	২.০৩ ০.০০	২.০৩ ০.০০	০.০৫	২৫০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ০.০০	৫.৮৯	৪.৮০	৪.৮৫
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	২৮৫৪০.০০ ০.০০	২৮৫৪০.০০ ০.০০	৫১৩.৭৮ ০.০০	৫১৩.৭৮ ০.০০	১.৯৩	১৬৭৫.০০ ০.০০	১৬৭৫.০০ ০.০০	৫.৭৮	২৫.০০	২৬.৯৩
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৭৩৩৭.০০ ০.০০	৭৩৩৭.০০ ০.০০	৮৪.৩৮ ০.০০	৮৪.৩৮ ০.০০	১.১৫	১১১৬.০০ ০.০০	১১১৬.০০ ০.০০	১৫.২১	১৫.২১	১৬.৩৬
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর /১২পর্যন্ত) সংশোধিত অনুমোদিত-ডিসেঃ/১৪ পর্যন্ত ।	৬১১৬.৪৩ ০.০০	৬১১৬.৪৩ ০.০০	৩৯৯.৯৬ ০.০০	৩৯৯.৯৬ ০.০০	৬.৫৩	৭৫০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	১২.৬৩	২৪.৩০	৩০.৮৩
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩))।	১৭০৩১.০০ ০.০০	১৭০৩১.০০ ০.০০	৭৯৮.৬৫ ০.০০	৭৯৮.৬৫ ০.০০	৪.৭০	১৮০০.০০ ০.০০	১৮০০.০০ ০.০০	১০.৫৭	৫৫.০০	৫৯.৭০
৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০০৮৯.০০ ০.০০	২০০৮৯.০০ ০.০০	১৯৯.৪৬ ০.০০	১৯৯.৪৬ ০.০০	১.০০	২৫০০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ০.০০	১২.৪৪	১৪.২৩	১৫.২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA -3 nos, BWDB -2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc. Proposed june/14	২৩৭৮২.০০ ০.০০	২৩৭৮২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২.০০ ০.০০	২.০০ ০.০০	০.০১	০.০০	০.০০
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৩-১৪)	৬০৯৮৩.৩১ ০.০০	৬০৯৮৩.৩১ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৬৭.০০ ০.০০	১৬৭.০০ ০.০০	০.২৭	০.২৭	০.২৭
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত	১১৬৮৬.৮৯ ০.০০	১১৬৮৬.৮৯ ০.০০	১৯৯.৯৭ ০.০০	১৯৯.৯৭ ০.০০	১.৭২	৫০০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ০.০০	৫.৯৯	৭.১৬	৮.৮৮
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২)। প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত।	৩২৩০.০০ ০.০০	৩২৩০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	২৩.২২	২৯.০০	২৯.০০
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১-৩১/১২/১৬)	২৭৬৬১.৩১ ২৩৯৫৭.১৯	৩৭০৪.১২ ১৩১০৯.২৫	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৩৭০০.০০ ৩৩০০.০০	৪০০.০০ ১৫০০.০০	১৩.৩৮	১৩.১০	১৩.১০
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১-৩১.১২.১৫)।	৬৮৪৯৪.০০ ০.০০	৬৮৪৯৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭৩৫.০০ ০.০০	৭৩৫.০০ ০.০০	১.০৭	১.০৭	১.০৭
৪৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৫)	২৬১৫৫.০০ ০.০০	২৬১৫৫.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৩৮৫.০০ ০.০০	১৩৮৫.০০ ০.০০	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৪৮	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪)	৬৩৮৬.০০ ০.০০	৬৩৮৬.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭০.০০ ০.০০	৭০.০০ ০.০০	০.১০	১.৫০	১.৫০
৪৯	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪)	৭৩২৫.০০ ০.০০	৭৩২৫.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	২.৭৩	২.৭২	২.৭২
৫০	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯ ০.০০	১৩৯২৯.৩৯ ০.০০	১০১৬৮.১৯ ০.০০	১০১৬৮.১৯ ০.০০	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০ ০.০০	৩৬০০.০০ ০.০০	২০.৩৫	২০.৩৫	১০০.০০
৫১	সমাপ্য প্রকল্প মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০০৫-৩০-০৬-২০১২)	৬২২০.৪৮ ০.০০	৬২২০.৪৮ ০.০০	৫৭৮০.৮০ ০.০০	৫৭৮০.৮০ ০.০০	৯৪.০০	২৬৮.০০ ০.০০	২৬৮.০০ ০.০০	৪.৬৪	৩.৮৫	৯৭.৮৫
৫২	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪)	২৯৪০৬.৭৯ ২৩৬২৪.৩৪	৫৭৮২.৪৫ ১৯৫৯৮.১৭	১১২৪৯.৫৫ ৮৯৯৫.২৯	২২৫৪.২৬ ৫৯৭৪.২৯	৫৫.৯৭	৭৭০০.০০ ৪৩৯৭.৬৬	১০০০.০০ ৪০৪৫.০০	২৬.১৮	১৮.০০	৭৩.৯৭
৫৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০ ০.০০	১০৯৯৭.০০ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ০.০০	১৪.৫৭	১.০০ ০.০০	১.০০ ০.০০	০.০১	০.০০	১৪.৫৭
৫৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০ ০.০০	২০৭৮০.০০ ০.০০	১৫২২.১৮ ০.০০	১৫২২.১৮ ০.০০	৮.১৫	১.০০ ০.০০	১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	৮.১৫
৫৫	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৫ পর্যন্ত ।	২৪৮৬৩.০০ ০.০০	২৪৮৬৩.০০ ০.০০	১১৩৩৪.৩৯ ০.০০	১১৩৩৪.৩৯ ০.০০	৪৫.৫৯	১২৯০.০০ ০.০০	১২৯০.০০ ০.০০	৫.১৯	৫.১৯	৫০.৭৮

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১২১.০১ ০.০০	২১২১.০১ ০.০০	১১২৩.৭০ ০.০০	১১২৩.৭০ ০.০০	৭৪.৩৮	৭৪১.০০ ০.০০	৭৪১.০০ ০.০০	২৫.৬২	২৫.৫০	৯৯.৮৮
৫৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	৩৬১৭১.০০ ০.০০	৩৬১৭১.০০ ০.০০	২১২৮.৬৬ ০.০০	২১২৮.৬৬ ০.০০	৫.৮৮	১৬২৪.০০ ০.০০	১৬২৪.০০ ০.০০	৪.৪৯	৪.৪৯	১০.৩৭
৫৮	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩)	২৮১৪৫.০০ ০.০০	২৮১৪৫.০০ ০.০০	১৭৬৫.২২ ০.০০	১৭৬৫.২২ ০.০০	৬.৫৪	৩৫০০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ০.০০	১২.৪৩	১২.৪৩	১৮.৯৭
৫৯	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/১০-৩০/০৬/১২)	২২৮৬.০০ ০.০০	২২৮৬.০০ ০.০০	৭৪৯.৯৭ ০.০০	৭৪৯.৯৭ ০.০০	৫১.০০	৮২৯.০০ ০.০০	৮২৯.০০ ০.০০	৪৯.০০	৪৮.০০	৯৭.৩৩
৬০	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	৭৯৮৩.০০ ০.০০	৭৯৮৩.০০ ০.০০	১০.১৪ ০.০০	১০.১৪ ০.০০	০.১৪	৩১৭০.০০ ০.০০	৩১৭০.০০ ০.০০	৭০.০৩	৭০.০৩	৭০.১৭
৬১	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	৪৫৭০.৫০ ০.০০	৪৫৭০.৫০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২৫০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ০.০০	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৭
৬২	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্ট্রিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেষ্টোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)	১১৬৪.০০ ৯২২.০০	২৪২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.৪৩	১.০০ ০.০০	১.০০ ০.০০	০.০৯	০.০০	০.৪৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৬৩	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	১৯৫৪.০০ ০.০০	১৯৫৪.০০ ০.০০	৪৬৪.০৪ ০.০০	৪৬৪.০৪ ০.০০	২৩.৭৫	৩৯৫.০০ ০.০০	৩৯৫.০০ ০.০০	২০.২১	০.০০	২৩.৭৫
৬৪	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যান্ডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	১৭৮.০০ ০.০০	১৭৮.০০ ০.০০	৭৫.০০ ০.০০	৭৫.০০ ০.০০	৪২.১৩	২৫.০০ ০.০০	২৫.০০ ০.০০	১৪.০৪	১৩.৩৪	৫৫.৪৭
৬৫	প্রিপারেশন অব মাষ্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	৭৩৯.০০ ০.০০	৭৩৯.০০ ০.০০	৪৯২.০০ ০.০০	৪৯২.০০ ০.০০	৬৬.৫৮	২৪৭.০০ ০.০০	২৪৭.০০ ০.০০	৩৩.৪২	৩৩.৪২	১০০.০০
৬৬	বর্ণি বাওর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত।	৫৩৫৭.০০ ০.০০	৫৩৫৭.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	৩.৭৩	৩.৭৩	৩.৭৩

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় মোট পিএ	প্রকল্প ব্যয় টাকা আরপিএ	২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় মোট পিএ	২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় টাকা আরপিএ	জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ মোট পিএ	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ টাকা আরপিএ	২০১২-২০১৩ বাস্তব লক্ষমাত্রা (%)	২০১২-২০১৩ বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১ / ১	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	২৪২.০০	২৪২.০০	২৪২.০০	২৪২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
২ / ৬	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
৩ / ৭	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১৬৫.০০	১৬৫.০০	৩২.০০	৩২.০০	৯০	১৩০.০০	-	১০	১০	১০০
৪ / ৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫ ১০	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০) (ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
৬ ১১ (খ)	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিলা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)। (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১১৮.০০	১১৮.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৬০	৬০	৫০	-	৫০
৭ ১২	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৪৭৬২.০০ ৬৮৪৯৪.০০ (অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক)	৪৭৬২.০০ ৬৮৪৯৪.০০	৪৭৬২.০০ ৭৩৪.৯২	৪৭৬২.০০ -	১০০ ১.০৭	- ২০০০.০০	- ২০০০.০০	- ২.৯২	- ৩.৭০	১০০ ৪.৭৭
৮ ১৩	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬০৯৮৩.০০	৬০৯৮৩.০০	১৬৬.৮৩	১৬৬.৮৩	০.২৭	৮৫০.০০	৮৫০.০০	১.৪০	১.০৪	১.৩১
৯ ১৫	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	২৬১৫৪.০০	২৬১৫৪.০০	১৩৭৩.৬৪	১৩৭৩.৬৪	৭	২০০০.০০	২০০০.০০	৫.৭৪	৭	১৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মানননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় মোট পিএ	প্রকল্প ব্যয় টাকা আরপিএ	২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় মোট পিএ	২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় টাকা আরপিএ	২০১১-২০১২ জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ মোট পিএ	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ টাকা আরপিএ	২০১২-২০১৩ বাস্তব লক্ষমাত্রা (%)	২০১২-২০১৩ বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১০ ১৬	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১০০০.০০ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১০০০.০০	৯৫৮.০০	৯৫৮.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১১ ১৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২৩৯২.০০ (সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১২ ১৮	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	৯৮১.৬৫	৯৮১.৬৫	৫০.১৬	১১০০.০০	১১০০.০০	৪৯.৮৪	৩৫.০৬	৭০.৩৫
১৩ ১৯	সোনাইছড়া, কোণালা-ছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	১৭৫৬.৫২ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৭৫৬.৫২	৭৮৭.৭৪	৭৮৭.৭৪	৮৮	৯৬৮.৭৮	৯৬৮.৭৮	১২	১২	১০০
১৪ ২২	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৫ ২৩	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	২৩৯২.০০ (সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১৬ ২৪	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	১৬৫৫১.০০	১৬৫৫১.০০	-	-	-	২০০.০০	২০০.০০	১.২১	-	-
১৭ ২৫	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	১৪৯৯.৮৪ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৪৯৯.৮৪	-	-	-	১০৫৪.৯৬	১০৫৪.৯৬	৭০.৩৪	-	১৮
১৮ ২৬	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (লালমনিরহাট পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৯/১০/১১)	- ১৫০৬১.৫৪	- ১৫০৬১.৫৪	- ৯৩৭৪.০০	- ৯৩৭৪.০০	- ৭৫.০৫	- ৩৫০০.০০	- ৩৫০০.০০	- ২৪.৯৫	- ১৫.১০	- ৯০.১৫

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৯ / ২৮	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০) (ক্রমিক নং ৭ এর সাথে সম্পৃক্ত)	৬৮৪৯৪.০০	৬৮৪৯৪.০০	৭৩৪.৯২	-	১.০৭	২০০০	২০০০	২.৯২	৩.৭০	৪.৭৭
২০ / ৩০	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	৯৪৪০৯.০০	৯৪৪০৯.০০	২১০৩.৯৭	২১০৩.৯৭	২.৪৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭.৫	০.৭৬	৩.২৩
২১ / ৩১	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	১২০০.০০ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২২ / ৩২ (খ)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	২২০২০.০০	২২০২০.০০	-	-	-	২০০.০০	২০০.০০	০.৯১	-	
২৩ / ৩৩	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯০	৯৮	৯৮	১০	১০	১০০
২৪ / ৩৪	"জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা" (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

পরিশিষ্ট-৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১১-১২ অর্থ বছরের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি: আর্থিক / বাস্তব (%)	২০১১-১২ অর্থ বছরের: মোট বরাদ্দ	২০১১-১২ অর্থ বছরের: বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	জুন/২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় মোট টাকা	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় / বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১১	১২
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) এর আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাদ্বীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১	২০৩৮.০০	১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৬৭.৩৫	৬৪৪.৯৩	৮০৪.৫২	
			৭.৬৫					৭৫.০০	
২	বাগমারা হতে (খোস্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ঃ ২০১০-২০১১	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	৩.০০	১১৮.৫০	৫০৬.৫০	
			৮৭.০০					৯০.০০	
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	১০.০০	২৭.০০	৫২.০০	
			৬৫.০০					৭৫.০০	
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গানিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	৯০.০০	৪৫.০০	৮০১.২৬	৯৫১.৪৩	
			১০.০০					৫৫.০০	
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalgonj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০		০.০০	২৮৪.৫৪	
			৯৮.০০					৯৮.০০	সমাপ্ত
৬	চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১০০০.০০	৬২১.২৩	৩৭৮.৭৭	৩৭.৮৮	৩৮.০০	৩৩৬.৭৭	৯৫৮.০০	
			৬০.০০					৯৮.০০	সমাপ্ত
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং তার শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মান কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৯৯৯.৫০	২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	৫১.০০	৭১৯.৪৩	৭৪৪.৫৮	
			১০.০০					৬১.০০	
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মানের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	২৩৬৭.০০		২৩৬৭.০০	১০০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	
								২০.০০	
৯	চর আন্ডা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০		১২১০.০০	১০০.০০		০.০০	০.০০	
								০.০০	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি আর্থিক / বাস্তব (%)	২০১১-১২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	২০১১-১২ অর্থ বছরের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	জুন/২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয় মোট টাকা	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় / বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১১	১২
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৭৫৬.৫২		১৭৫৬.৫২	১০০.০০	৮৮.০০	৭৮৭.০০	৭৮৭.০০ ৮৮.০০	
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৭৮.৫২		১৭৮.৫২	১০০.০০	৭০.০০	১১০.০০	১১০.০০ ৭০.০০	
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	৬৭৬.৪২		৬৭৬.৪২	১০০.০০	৯৩.০০	৩০১.০০ ১০০.০০ ৪৪.৫০	৩০১.০০ ৯৩.০০	
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৮৯১.৭৭		১৮৯১.৭৭	১০০.০০	৯০.০০	৭০২.০০	৭০২.০০ ৯০.০০	
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১১৯৭.০৫		১১৯৭.০৫	১০০.০০	৫২.০০	৪০০.৩১	৪০০.৩১ ৫২.০০	
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	৪০০.৯০		৪০০.৯০	১০০.০০	১০০.০০	৩৮০.৭১	৩৮০.৭১ ১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুলাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউ এর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: আব্দুলাপুর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	৬২৫.৩৩		৬২৫.৩৩	১০০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০ ২০.০০	
১৭	পোল্ডা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩	৪৬০.৮৮		৩৮৬.৮৮	৮৩.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩	১১০৩.০০		৭৩৯.৫০	৬৭.০৪	৪৫.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০ ৪৫.০০	
১৯	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩	১৫৫৭.০০		৯৫১.০০	৬১.০৮	৫৫.০০	৩৭০.৫৮	৩৭০.৫৮ ৫৫.০০	
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩	২২০৩.৪৪		১১০১.৭২	৫০.০০	০.০০		০.০০ ০.০০	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভুত	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১১	১২
২১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলঝাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩	১৪৬৮.৫৮		১০৫৬.৫০	৭১.৯৪	০.০০		০.০০ ০.০০	
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার সাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩	১২০০.০০		৬০০.০০	৫০.০০	০.০০		০.০০ ০.০০	
২৩	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন ২০(বিশ)টি নিস্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট অর্থায়নে পূনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে জুন/২০১২	১২৯০.০৯		৮১৩.৮৪	৬৩.০৮	০.০০		০.০০ ০.০০	
২৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ২০১২	১৫৬০.৯১		১০০০.০০	৬৪.০৭	০.০০		০.০০ ০.০০	
২৫	জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী/১১-জুন/১২	২৪৯৫.০০		২৪৯৫.০০	১০০.০০	০.০০		০.০০ ০.০০	
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/১১-জুন/১৩	১৯৮৭.০০		৯৯২.০০	৪৯.৯২	০.০০		০.০০ ০.০০	
	সর্বমোট	**৩৪১৮৩.৪৯**	**১৬৫৩.৬৮**	**২৭১২৩.০২**			**৫৮৫৪.৪৯**	**৭৫০৮.১৭**	

পরিশিষ্ট-৪

পরিশিষ্ট-৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	www.mowr.gov.bd
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	www.bwdb.gov.bd
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	www.warpo.gov.bd
৪	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	www.jrcb.gov.bd
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	www.rri.gov.bd
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	www.bhwdb.gov.bd
৭	ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	www.iwmbd.org
৮	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	www.cegisbd.com